চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উনাকোটি
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 24 November, 2019 ■ আগরতলা, ২৪ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মহারাষ্ট্রে মহানাটক

মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিশ, উপমুখ্যমন্ত্রী পদে অজিত পাওয়ারের শপথ, তবুও সংকট কাটেনি

মুম্বই, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): মুম্বই, ২৩ নভেম্বর (হি.স.)।। অমিত শাহকে নির্দ্বিধায় এখন এ-যুগের চানক্য বলা যেতেই পারে। এক রাতেই মহারাষ্ট্রে পুরো পাশার খেলাটাই ঘুরিয়ে দিলেন তিনি। সূর্যোদয়ের সাথেই রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী পদে পুণরায় শপথ নিলেন দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। তিনি সরকার গঠনে সঙ্গী করলেন এনসিপির অজিত পওয়ারকে। মহারাষ্ট্রের অর্ধেক গদি তাঁকে ছেড়ে দেওয়ায় উপমুখ্যমন্ত্রী পদে এদিন তিনিও শপথ নিলেন। তবুও মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন নিয়ে সংকট কাটল না। এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পওয়ার সাফ জানালেন বিজেপির সাথে জোট বেধে সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত অজিত পওয়ারের ব্যক্তিগত। তাতে এনসিপির সায় নেই। নতুন সাথীর বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত। তিনিও সাফ জানালেন, মহারাষ্ট্রে শিবসেনা-এনসিপি-কংগ্রেস জোট সরকার গঠন করবে। বেলা যত গড়িয়েছে নাটকের চিত্রপট ততই পরিবর্তন হয়েছে। শেষবেলায় শিবসেনা এবং এনসিপি দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য রাজ্যপালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। রবিবার সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ আদালতে ওই আবেদনের শুনানী হবে। এদিকে, এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পওয়ার আজ অজিত পওয়ারকে দল থেকে বহিস্কার করেছেন।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিনের টানাপোড়েন, আলোচনা-বৈঠক সমস্ত কিছুই বৃথা হল। মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন নিয়ে নাটকীয় মোড়। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শনিবার শপথ নিলেন দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ। এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন তিনি। মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন এনসিপি-র অজিত পওয়ার। শরদ পওয়ারের এনসিপি-র হাত ধরেই মহারাষ্ট্রে সরকার গড়ল বিজেপি। শনিবার সকালে রাজভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে দ্বিতীয়বারের জন্য মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ

নিয়েছেন দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ। মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন এনসিপি-র অজিত পওয়ার। দেবেন্দ্র ফড়ণবিশকে মুখ্যমন্ত্রী এবং এনসিপি-র অজিত পওয়ারকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল ভগত সিং কোশয়ারি।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয়বারের জন্য শপথ নেওয়ার পর দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ বলেছেন, আমাদের পক্ষেই জনাদেশ ছিল, কিন্তু ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর অন্যান্য দলের সঙ্গে জোট করার চেষ্টা করেছিল শিবসেনা, তাই রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। মহারাষ্ট্রে স্থিতিশীল সরকারের প্রয়োজন, খিচুড়ি সরকার নয়। দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ আরও বলেছেন, এনসিপি-র অজিত পওয়ারকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। মহারাষ্ট্রে স্থিতিশীল সরকার গঠনের জন্য তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং বিজেপির সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন। আরও কয়েকজন এনসিপি নেতাও আমাদের সঙ্গে এসেছেন, তাই সরকার গঠনের দাবি জানিয়েছি আমরা। মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর এনসিপি-র অজিত পওয়ার বলেছেন, "ভোটের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনও দল সরকার গঠন করতে পারেনি। কৃষক সমস্যা-সহ বহু সমস্যার মধ্যে রয়েছে মহারাষ্ট্র। তাই স্থিতিশীল সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।

দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ মুখ্যমন্ত্রী এবং এনসিপি-র অজিত পওয়ার মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর উভয়কেই অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, দেবেন্দ্র ফড়ণবিশজি এবং অজিত পওয়ারজিকে অভিনন্দন। আমার আত্মবিশ্বাস তাঁরা সযত্নে মহারাষ্ট্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য কাজ করবেন। অমিত শাহ অভিনন্দন-বার্তা, দেবেন্দ্র ফড়ণবিশজি এবং অজিত পওয়ারজিকে অভিনন্দন।

সমস্ত সমীকরণ ভেস্তে দিয়ে সরকার গড়তে বিজেপিকে সমর্থন করেছে অজিত পাওয়ার। বিষয়টিকে যে কংগ্রেস নেতৃত্ব ভাল চোখে দেখছে না শনিবার তা বুঝিয়ে দিয়েছেন আহমেদ প্যাটেল।

শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মল্লিকার্জুন খারগেকে পাশে বসিয়ে আহমেদ প্যাটেল জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে এদিনটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হয়ে থেকে যাবে। ভোরের আলোতে নিশ্চুপে সমস্ত কিছু সাড়া হয়েছে। এর থেকে আর লজ্জাজনক কিছু হতে পারে না।

রাজনৈতিক মহলের মতে সরকার গড়ার সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করেছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। সাংবাদিক সম্মেলনে সেই দাবি নস্যাৎ করে দিয়ে আহমেদ প্যাটেল জানিয়েছেন, 'অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন। কংগ্রেসের তরফে সরকার গড়ার সিদ্ধান্ত নিতে কোনও রকমের দেরি করা হয়নি। উদ্ধাব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঋণের জ্বালায় দুই সন্তানকে বিষ খাইয়ে হত্যার পর ফাঁসিতে আত্মঘাতী দম্পতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। ঋণের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে দুই সন্তানকে প্রাণে মেরে গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মঘাতী হলেন স্বামী ও স্ত্রী। শনিবার সাতসকালে পশ্চিম জেলার সিধাই থানাধীন সোনাইয়ের সন্ন্যাসীমুড়া গ্রামে একই পরিবারের চারজনের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

মোহনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রঙ্গদুলাল দেববর্মা জানিয়েছেন, বিশাল তাঁতি (৯), রূপালি তাঁতি (৭), পরেশ তাঁতি (৩২) এবং সন্ধ্যা তাঁতি (২৮)-র মৃতদেহ আজ সকালে উদ্ধার হয়েছে। এ-বিষয়ে তিনি বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে বলেন, আজ সকাল সাতটা নাগাদ সন্ন্যাসীমুড়া গ্রামে প্রথমে দুই বাচ্চার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। বাচ্চা দুটির দিদা ঘরের দরজা খুলছে না দেখে জানালা দিয়ে ডাকাডাকি করেন। কিন্তু তাতেও কোনও সাড়া না পেয়ে তিনি জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখেন তাঁর দুই নাতি-নাতনির দেহ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে এবং তারা নড়চড় করছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের বাবা-মায়ের খোঁজ করেন। খুঁঝতে খুঁজতে পাশের জঙ্গলে গিয়ে একটি গাছে গলায় ফাঁস জড়িয়ে স্বামী-স্ত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান।

রঙ্গদুলালবাবু জানিয়েছেন, বাচ্চাদের কাছে বিষ জাতীয় দ্রব্যের গন্ধ পেয়েছেন তাদের দিদা। ফলে ধারণা করা হচ্ছে, বাচ্চাদের বিষ খাইয়ে স্বামী-স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন। তিনি জানান, মৃতের পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কিছুদিন যাবৎ পরেশ তাঁতি দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন। কারণ, ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারছিলেন না তিনি। মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কথায়, পেশায় দিনমজুর স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে ঋণের টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছিল না বলে দাবি পরিবারের অন্য সদস্যদের।

তিনি জানান, খবর পেয়ে সিধাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে চারটি মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠিয়েছে। বিকেলেই ওই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যান সন্ত্রাসে রক্তাক্ত রাজপথ, পৃথক স্থানে হত দুই, আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। একই দিনে রাজ্যের পৃথক স্থানে যান সন্ত্রাসে রক্তে ভিজল রাজপথ। উত্তর ত্রিপুরা জেলার চোরাইবাড়ি এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার রানিরবাজারের মোহনপুরে আচার্যটিলা, পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই বাইক চালকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও দুজন।

পুলিশ জানিয়েছে, উত্তর ত্রিপুরা জেলার চোরাইবাড়িতে সড়ক দুর্ঘটনায় শনিবার সকালে এক বাইক চালকের মৃত্যু হয়েছে। পাথর বোঝাই খুনি ডাম্পারকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম মৃণালকান্তি দে। তাঁর বাড়ি স্থানীয় নদীয়াপুর এলাকায়।

চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ আধিকারিকের কথায়, টিআর ০৫ বি ৮৫৬৫ নম্বরের মোটর বাইক নিয়ে শনিছড়া থেকে চোরাইবাড়ির দিকে আসছিলেন মৃণালকান্তি। অন্যদিকে, ভারত পেট্রোলিয়াম থেকে পাথর বোঝাই একটি ডাম্পার জাতীয় সড়কে উঠছিল। তখনই বাইক চালককে চাপা দেয় পাথর বোঝাই ডাম্পার গাড়িটি। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বাইক চালক সঠিকভাবেই আসছিলেন। ডাম্পারের চালকের অসাবধানতার কারণেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

দুর্ঘটনার পর পরই স্থানীয়রা দমকল বাহিনীকে খবর দেন। দমকল বাহিনী এসে গুরুতর আহত বাইক চালক মৃণালকান্তি দেকে উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। উত্তেজিত জনতা বেশ কিছুক্ষণ ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখেন। ঘটনার খবর পেয়ে চোরাইবাড়ি থানার ওসি ঘটনাস্থলে ছুটে যান।

চোরাইবাড়ি থানার ওসি ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, পাথর বোঝাই ডাম্পার গাড়ির চালকের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষকদের আন্দোলনে উত্তপ্ত রুদিজলা, দিনভর অবরোধে যাত্রী দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। জোট জমানাতে কৃষকরা আন্দোলনের পথে গিয়েছিলেন রুজিরুটির তাগিদে। রাম জমানায় আবার সেই রুজিরুটিতে টান পড়ল বলে অভিযোগ। গত কদিন ধরেই কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। বিক্ষিপ্ত ভাবে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল। কিন্তু, শনিবার হাজার হাজার কৃষক, মৎস্যজীবী মেলাঘরে সড়ক অবরোধে সামিল হন। অতীতের স্মৃতি স্মরণ করে আরক্ষা প্রশাসনের তরফ থেকে এদিন মেলাঘর থানা ও আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে। দিনভর টানটান উত্তেজনা বিরাজ করে মেলাঘর থানা সংলগ্ন এলাকায়। কৃষকদের দাবী রুদিজলায় জলস্তর কমাতে হবে। তা না হলে চাষাবাদ করা সম্ভব হবে না। প্রশাসনের তরফ থেকে এই ব্যাপারে কোন ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় এদিন পথ অবরোধে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ থেকে ফের মাতাবাড়িতে চালু হচ্ছে বলি প্রথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। রবিবার থেকে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুনরায় বলি প্রথা চালু হচ্ছে। ত্রিপুরা হাইকোর্টের দেবালয়ে বলি প্রথা বন্ধের রায়ে সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশের ফলে ফের ওই প্রথা রাজ্যে চালু হচ্ছে।

রাজ্যে ত্রিপুরা হাইকোর্টের বলি নিষিদ্ধের রায়ে তীব্র পত্রিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। ওই আদেশের পক্ষে-বিপক্ষে মত প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে, রাজ্য সরকার ওই রায় নিয়ে বিতর্কে না যাওয়ার বদলে সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আইনজ্ঞ মহলের যুক্তি, একই ধরনের মামলা হিমাচল প্রদেশের সরকারও লড়ছে সুপ্রিম কোর্টে। ত্রিপুরা হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যে বলি নিষিদ্ধ হয়। মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির সহ আগরতলায় দুর্গবাড়ি এবং পুরাতন আগরতলায় চৌদ্দ দেবতার মন্দিরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাটাখাল ও কোনাবনে দুই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। শনিবার সাতসকালে পৃথক দুই স্থান থেকে দুই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আগরতলার কাটাখালে রাকেশ দেব (১৯) এবং সিপাহিজলা জেলার কোনাবনে ইটভাট্টার পাশে জমিতে কেশব দাস (৩৮) নামের দুই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। একই দিনে দুই জায়গায় মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এদিন সকালে সিপাহিজলা জেলার মধুপুর থানাধীন কোনাবন এলাকায় ইটভাট্টার পাশে ধানের জমিতে স্থানীয় জনগণ কেশব দাসের মৃতদেহ দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি পুলিশকে জানান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে মধুপুর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, কেশবের মৃতদেহ আজ ধানের জমিতে উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, তাকে গলা টিপে খুন করা হয়েছে।

স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, কেশব দাসের নামে থানায় চুরি, ছিনতাইয়ের একাধিক মামলা নথিভুক্ত রয়েছে। গত ৪ নভেম্বর এক মহিলার হার ছিনতাইয়ের অপরাধে ছয় মাসের সাজা ভোগ করে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিল সে। এর পর তাকে কেউ পুরাখাল এলাকায় নিজ বাড়ি ফিরে যেতে দেখেননি। এলাকাবাসী বিভিন্ন সময় তাকে মানুষের বাড়িতে দিনমজুরের কাজ করতে দেখেছেন। কিন্তু, গতকাল থেকে তাকে এলাকায় কোথাও দেখা যায়নি বলে দাবি স্থানীয় জনগণের। আজ সকালে তার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় জনমনে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

এদিকে, আজই সকালে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়ে বনবিথি পার্কে মৌমাছির আক্রমণে আহত কুড়িজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়ে মৌমাছির কামড়ে আহত হয়েছেন ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা মিলিয়ে ২০ জন। খোয়াইয়ের বনবিথি পার্কে ওই ঘটনায় এলাকাজুড়ে দারুণ নাড়া পড়েছে।

শনিবার খোয়াই গনকিস্থিত শ্রীকৃষ্ণ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বনবীথি পার্কে শিক্ষামূলক ভ্রমণে যান। সেখানেই তারা মৌমাছির আক্রমণের শিকার হন। আহতদের মধ্যে ১২ জনকে খোয়াই জেলা হাসপাতাল এবং ২ জনকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

খোয়াইয়ে প্রমোদ ভ্রমণ ও শিক্ষামূলক ভ্রমণের অন্যতম স্থান বনবিথি পার্ক। সেখানে নৌকাবিহার-সহ ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা ও মনোরঞ্জনের নানা ব্যবস্থাও রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা যখন বনবিথি পার্কে মনের উল্লাসে ঘুরে খেলে বেড়াচ্ছিল তখনই মৌমাছি আক্রমণ করে তাদের। মৌমাছির কামড়ে অনেকে পাশের জলাশয়েও ঝাঁপ দেয়। মৌমাছির আক্রমণের খবরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকরাও। মৌমাছির কামড়ে জখম ছাত্রছাত্রীদের প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় খোয়াই জেলা হাসপাতালে। ১৪ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে দু জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন চিকিৎসক। বাকি ১২ জনকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

খোয়াই

ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারাও সেখানে ছুটে যান। হাসপাতালে গিয়ে তাদের চিকিৎসা সম্পর্কেও খোঁজ খবর নেন তাঁরা। খোয়াইয়ের জেলাশাসক পঙ্কজ চক্রবর্তী খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে খোঁজখবর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গে তৃণমূল পরাজয়ের ভয়ে কাবু তাই রোড শোতে বাধা ঃ বিপ্লব

রায়গঞ্জ, ২৩ নভেম্বর (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের ফলাফলে মনে হচ্ছে বিজেপি-র কাছে হেরে যাওয়ার ভয় তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্রমাগত তাড়া করে বেড়াচ্ছে। তা আজ আবারও প্রমাণিত হয়েছে। তাই উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে উপনির্বাচনের প্রচারে বিজেপি-র রোড শো মমতা প্রশাসন ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি বিলম্ব করিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের এই আচরণে চটে লাল ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এভাবেই চাঁচাছোলা ভাষায় তৃণমূল কংগ্রেস ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিঁধেছেন। শনিবারের রোড শো-য় প্রধান প্রচারক ছিলেন তিনি। নির্বাচনী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বিপ্লব দেব।

কালিয়াগঞ্জে আয়োজিত সাংবাদিক এক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী তথা ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি আক্ষেপের সুরে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রকে শুধু প্রকাশ্যে শ্বাসরোধ করা হচ্ছে না, তৃণমূল কংগ্রেস পরাজয় ঠেকাতে ব্যর্থ, তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধী দল ও তাদের সমর্থকদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তাই বিরোধীদের রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলিতে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন। তাঁর দাবি, ষড়যন্ত্রে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রচারে অংশ নিতে পারছেন না। তাঁর কথায়, রায়গঞ্জেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সেখানেও একইভাবে নির্বাচনী প্রচারে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি।

পশ্চিমবঙ্গের কালিয়াগঞ্জ উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর সাথে ভোট প্রচারে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব।

টিএমসি সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের নিন্দা করে বিপ্লব দেব বলেন, আজকের ঘটনাটি স্পষ্টতই ইঙ্গিত দিচ্ছে, তৃণমূল পরাজয়কে খুব ভয় পাচ্ছে এবং তাই প্রশাসনকে ব্যবহার করে বিজেপির গণতান্ত্রিক কর্মসূচি বিঘ্নিত করার চেষ্টা চলছে। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর জনপ্রিয়তা প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় মানুষ অবশ্যই তা বুঝতে পারছেন এবং উপনির্বাচনের ফলাফলে সেটাই প্রতিফলিত হতে চলেছে।

বিপ্লবকুমার দেব বলেন, সমগ্র দেশ বাংলার মানুষকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বৈরাচারী মনোভাব পশ্চিমবঙ্গকে গোটা দেশের কাছে অপমানিত করছে। তাঁর কথায়, নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেশের অন্য রাজ্যে তাঁর গতিবিধির সূচি তৈরি করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের প্রশাসনকে অবগত করা হয়। সে-ক্ষেত্রে আলাদাভাবে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গবাসী ভোটের বাক্সে সবকিছুর জবাব দেবেন।

এদিকে, পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও তিনি একরাশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৬ ◘ সংখ্যা ৪৭ ◘ ২৪ নভেম্বর ২০১৯ ইং ◘ ৭ অগ্রহায়ণ ◘ রবিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

পুলিশ অফিসার খুন

নেশার বিরুদ্ধে এত লড়াই অভিযান সত্বেও ত্রিপুরা হইতে তাহা উচ্ছেদ করিবার গর্ব করিবার সুযোগ থাকিল না। রাজ্যে গেরুয়া সরকার প্রতিষ্ঠার পরেই নেশার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক তৎপরতা শুরু হয়। গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাইয়া ত্রিপুরা কার্য্যত রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। বেআইনী গাঁজা চাষ করিয়া কৃষকরা টাকার মুখ দেখিতে। বাজারে সেই টাকার প্লাবন বহিত। এখন সেই ভাঁড়ারে টান পড়িয়াছে। ফলে, সাধারণের হাতে এখন সেই টাকার সুখ নাই। বাজার মনমরা। ব্যবসায় মন্দা। বেচা বিক্রি কম। তাহা শুধু গাঁজার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফসল নহে। এরাজ্যে বড়লোক, বিস্তর অর্থ বিত্তের মালিকদের একটা বড় অংশই ফ্যান্সি কারবারী বা বড় ধরনের পাচারকারী। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় বসিয়াই বিরাট সাহসী পদক্ষেপ নিয়াছেন। ফেন্সি কারবারীদের বিরুদ্ধে জোর তৎপরতা শুরু হইয়াছিল। বহু ফেন্সি কারবারী সেলাম ঠুকিয়া পিছু দৌড় দিলেও একশ্রেণীর হাডকোর ফেন্সি মাফিয়া তাহাদের বাণিজ্য চালাইয়া গিয়াছেন। এইসব ফেন্সি মাফিয়ারা পুলিশকে হাত করিয়া এই পাচার কারবার যে চালাইয়া রাখিয়াছে তাহা স্পষ্ট। রাজ্য সরকার যতই আত্মসন্তুষ্টি ব্যক্ত করুণ না কেন আসলে পুলিশের একাংশ যে ফেন্সি মাফিয়াদের মদত দিয়াছে তাহা অস্বীকারের সুযোগ নাই। এই অবস্থায় সৎ পুলিশ অফিসাররাই জীবন দিয়া চলিয়াছেন। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পাচার বাণিজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানে নামিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন সিপাহীজলা জেলার কলমচৌড়া থানার সাব ইনস্পেক্টর দুর্গা কুমার রাঙ্খল। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার পাচার বাণিজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানে নামিয়াছিলেন এসআই রাঙ্খল। তাঁহার সঙ্গে অন্য পুলিশ কর্মীরাও ছিলেলন। দক্ষিণ কলমচৌড়া এগিয়েচলোর পাশে বাজারের সামনে সোনামুড়া- বক্সনগর মূল সড়কে ওত পাতিয়া বসিয়াছিলেন এসআই রাঙ্খল। রাত বারোটা নাগাদ গাড়ী আটকাতে গেলেই একটি গাড়ী সজোরে ধাক্কা দিয়াই পালাইয়া যায়। এসআই আহত হন। পরে জিবি হাসপাতালে নেওয়ার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। ২০১৭ সালের ১৭ অক্টোবর গরু পাচারকারীদের গাড়ী বিএসএফ এর এক জওয়ানকে পিষিয়া মারিয়াছিল।

এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, ত্রিপুরায় নেশা কারবারীরা কতবেশী সক্রিয়। পুলিশকে বাগে নিতে না পারিলেই হত্যার ছক করা হয়। এই ঘটনায় ইহা নিশ্চিত যে, রাজ্যে ফেন্সি মাফিয়া ও অন্যান্য পাচারকারীরা প্রচন্ড ভাবে সক্রিয়। বিস্তর অর্থবিত্তের মালিক টাকা রাখিবার জায়গা পাইতেছেন তাই মিডিয়ার ব্যবসায়ও হাত পাকাইতেছে। কিন্তু, মানুষ তাহাদের ফেন্সি মাফিয়া বলিয়া থাকে। যতই খোলস বদলাক না কেন ফেন্সি মাফিয়ারা সমাজে মাথা উচাইয়া চলিতে পারিবে নাা। বাম আমলে দেখা দিয়াছে ফেন্সি মাফিয়ার সঙ্গে বাম নেতাদের দহরম মহরম। ফেন্সির টাকায় অনেক পুলিশ অফিসারও রাতারাতি টাকার কুমীর বনিয়াছেন। তদন্ত করিলেই সরকারের কাছে সব স্পষ্ট হইয়া যাইবে। পুলিশ মারিয়া হজম করিতে পারে ফেন্সি মাফিয়ারা। এখনও একটি চক্র পুলিশের সঙ্গে বুঝাপড়ার ভিত্তিতেই পাচার বাণিজ্য চালাইতেছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা নিয়াও প্রশ্ন উঠিতে পারে। তবে, একথা সত্যি যে, রাজ্য সরকার যদি কঠোর অবস্থানে অনড় থাকেন তাহা হইলে ত্রিপুরার ফেন্সি মাফিয়াদের কবর রচনা করা যাইতেই পারে। ত্রিপুরায় অতীতে বিশেষ করিয়া বাম আমলে ফেন্সি মাফিয়ারার ভাগ্য ছিল তুঙ্গে। গেরুয়া সরকার ক্ষমতায় বসিয়া বেআইনী নেশার বিরুদ্ধে এবং ফেন্সি ইত্যাদি পাচারকারীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিয়া রীতিমতো ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু, সর্বাত্মক কৃতিত্বের দাবী কি করিতে পারিবেন? এই প্রশ্নই আজ বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। পাচার বাণিজ্যের স্বর্গরাজ্য ত্রিপুরা সারা দেশেই পরিচিতি পাইয়াছিল। ত্রিপুরা সীমান্তে ডিউটি পাওয়ার জন্য বিএসএফ জওয়ানদের মধ্যে দৌড়ঝাপ চলিত। ত্রিপুরার মতো সীমান্তগুলি তো আসলে টাকার থাল। কাঁটাতারের বেড়াও এই পাচার বাণিজ্যের হ্রাস টানিতে পারে নাই। এসআই রাঙ্খল ফেন্সি কারবারীদের পাকড়াও করিতে গিয়া প্রাণ দিলেন। পাচারকারীরাা বুঝাইয়া দিয়াছেন তাহাদের অভিযান চলিবে। লানা কৌশলের মধ্য দিয়াই চলিতে পারে এই অভিযান। ত্রিপুরায় পাচারকারী ধরিতে গিয়া পুলিশ অফিসারের মৃত্যু বুঝাইয়া দিল পাচারকারীরা এ রাজ্যে সগৌরবে সক্রিয়।

দীর্ঘদিন রাস্তায় গাড়ি ফেলে রাখলে লোহার দরে বেচে দেওয়া হবে গাড়ি, পদক্ষেপ পুরসভার

কলকাতা, ২৩নভেম্বর (হি.স.): ডেঙ্গু হওয়ার সূক্ষ সম্ভাবনাও ফেলে রাখতে নারাজ কলকাতা পুরসভা। তাই এবার রাস্তার উপর দিনের পর দিন ফেলে রাখা গাড়িগুলোকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে পুরকর্তৃপক্ষ। এই বিষয়ে পুলিশ কমিশনারের সাথে বৈঠক করবেন বলেও জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

আর দীর্ঘদিন রাস্তায় ফেলে রাখা যাবে না গাড়ি। অন্যথায় তা লোহার দরে বেচে দেওয়ার পদক্ষেপ নেবে পুরকর্তৃপক্ষ। শনিবার টক টু মেয়র-এ ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের আশিস সর্দার ফোন করে জানান, তাঁর বাড়ির সংলগ্ন এলাকায় তাপস দত্ত নামে এক ব্যক্তির গাড়ি দীর্ঘ দিন ধরে পরে রয়েছে। গ্যারেজের ভাড়া না দেওয়ার জন্যই এই ব্যক্তি এই কাজ করছেন। যার জন্য ওই এলাকায় পরিস্কার করা যাচ্ছে না। ফলে গাড়ির নীচে জন্মাছে ডেঙ্গু মশা।

এই প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, 'বৃষ্টির দিনে জল জমে মশার উৎপাতও হচ্ছে ওই গাড়ি গুলোর জন্য। দীর্ঘদিন রাস্তায় যে গাড়ি গুলো পরে আছে সেগুলোকে ক্রাশার দিয়ে ভেঙে লোহার দরে বেচে দিতে হবে। শহর কলকাতাকে পরিষ্কার রাখতে হবে'। ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে নিজের এলাকা পরিষ্কার করতে গিয়েও এই একই অভিজ্ঞতা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

মেয়র আরও বলেন, 'এই নিয়ে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। খেলা মিটে গেলে আমি আবার ডিসি ট্রাফিক, পুলিশ কমিশনারকে নিয়ে বৈঠক করব।' পাশপাশি তিনি জানান, কেবল কলকাতা পুরসভা বা পুলিশ গিয়ে গাড়িগুলোকে সরালেই হবে না। সমস্ত আইন শৃঙ্খলা মেনে গাড়ি গুলোকে সরাতে হবে। কারন পুরনো বাসগুলির ভেতরে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় অসামাজিক কাজকর্ম হয়। এই বিষয়ে কলকাতা পুরসভার পার্কিং বিভাগ ও কলকাতা পুলিশ যৌথ ভাবে কাজ করবে।

বিবেকানন্দের মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে বিজেপি মশাল মিছিল

বসিরহাট, ২৩ নভেম্বর(হি,স) : বিবেকানন্দের মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে শনিবার বসিরহাটে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেয় বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার পক্ষ থেকে। ঘটনার প্রতিবাদে মশাল মিছিল বের করা হয় বিজেপির পক্ষ থেকে। জেএনইউ এ বিবেকানন্দের মূর্তি ভাঙার ঘটনায় যখন সারা দেশ উত্তাল তখন ঘটনার প্রতিবাদে বসিরহাটে পথে নেমে আন্দোলন শুরু করল বিজেপি। বিবেকানন্দের মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে শনিবার বসিরহাটে মশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার পক্ষ থেকে। বসিরহাট টাউন হল সংলগ্ন বিজেপির জেলা কার্যালয় থেকে শুরু হয় মশাল মিছিল। মশাল হাতে নিয়ে মিছিল করে বসিরহাট পায়েল মোড়ের কাছে বিবেকানন্দের মূর্তি পর্যন্ত জান বিজেপি কর্মীরা। এদিন মিছিলে অংশগ্রহণ করেন বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি দেবজিৎ সরকার বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি গণেশ ঘোষ জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব সরকার, রামপ্রসাদ সরকার ও দুলাল রায় সহ জেলা নেতৃত্ব।

আর এস এস সংগঠন বেড়েই চলছে

গৌতম রায়

সম্প্রতির ভারতের হিন্দু সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী রাজনীতির প্রভাব ও প্রসারের স্বরূপটি বুঝতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সাংগঠনিক পরিমণ্ডলের দিকে আমাদের বিশেষভাবে নজর দেওয়া দরকার। ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময়কাল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ তাদের সাংগঠনিক কার্যাবলীতে যে ঝরনের ভাবধারার পরিচয় রাখত, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর কিন্তু সেই কৌশলে তারা বিশেষ ধরনের অদলবদল ঘটায়। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের আগের সময় পর্যন্ত আরএসের সাংগঠনিক কলাকৌশলে একটা অদ্ভুত ধরনের গোপনীয়তা বজায় ছিল। এই গোপনীয়তার জায়গাটিতে কিন্তু তারা বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরের সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের আগের সময় পর্যন্ত আরএসএসের প্রকাশ্য সংগঠন যেভাবে দেখতে পাওয়া যেত না। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, ভারতীয় মজদুর সংঘ, রাষ্ট্র সেবিকা বাহিনী ইত্যাদি দু'চারটি সংগঠন সংঘের প্রকাশ্য সংগঠন হিসাবে কাজ করত তখন। তবে শিক্ষা থেকে শুরু করে শহুরে বস্তি কিংবা আদিবাসী কৃষক শিক্ষক ছাত্র সাংস্কৃতি প্রত্যেক স্তরেই সংঘের সেই সময়ে যেসব কার্যাবলি ছিল, তার মধ্যে কৌশলগত কারণে একটা আশ্চর্যরকমের গোপনীয়তা বজায় রাখত সংঘ।

ঐতিহাসিক বারবি মসজিদ ধ্বংসের পর ভয়ঙ্কর ধর্মীয় ভাবাবেগ তৈরি করে, সামাজিক বিভাজন তৈরি করে, ধর্মের রাজনৈতিক প্রয়োজন ও ব্যবহারের বিষয়টিকে তারা অনেক পরিব্যপ্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। সেই ঘটনার ফসল হিসেবেই তারা তাদের গোপন সংগঠনগুলিকে অনেক বেশি প্রকাশ্য সংগঠনে পরিণত করবার কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

রাষ্ট্রীয় সেবিকা সমিতি, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, সেরা ভারতী, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, ভারতীয় মজদুর সংঘ, ভারতীয় কৃষক সংঘ, বিদ্যাভারতী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ইত্যাদি সংগঠনগুলি বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময়কাল থেকেই অতীতের গোপনীয়তার যাবতীয় বর্ম ত্যাগ করে প্রকাশ্যে কাজ করতে শুরু করে। সংঘের এইসব নানা বর্ণের, নানা চরিত্রের শাখা সংগঠনগুলিকে বৃহত্তম অর্থে সংঘ পরিবার বলা হলেও, প্রত্যেকটি সংগঠনের রণকৌশল, নীতি নির্ধারিত হয় প্রত্যক্ষভাবে আরএসএসের তত্ত্বাবধানে। প্রত্যেকটি শাখা সংগঠনেনর সঙ্গে আরএসএসের এই প্রত্যক্ষ সম্পর্কের বিষয়টি কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী ও বলবান। শাখা সংগঠনগুলির সাংগঠনিক ক্ষেত্রের প্রত্যেকটি স্তরে সংঘের সরসারি তত্ত্বাবধান অত্যন্ত জোরদারভাবে থাকে। সংঘের এইসব প্রকাশ্য সংগঠনগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগঠন হিসাবে দেখানো হলেও, কার্যত কোনওরকমের অটোনমি এইসব সংগঠনগুলির মধ্যে নেই। এই সংগঠনগুলির সাংগঠনিক ক্ষেত্রগুলি সম্পূর্ণভাবেই সংঘ সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে।

শাখা সংগঠনগুলির সাংগঠনিক স্তরবিন্যাস এবং তার ভিতরে সংঘের সাংগঠনিক স্তরবিন্যাসের প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষভাবেই রয়েছে। আরএএসের সর্বসময়ের কর্মী, যাদেরকে সাদারণভাবে সংঘের পরিমণ্ডলে 'প্রচারক' বলা হয়, এই প্রচারকেরা সরাসরি সংঘের সর্বস্তরের শাখা সংগঠনগুলির তত্ত্বাবধানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত রয়েছে। সংঘের মূল সংগঠন এবং তাদের হাজারো বর্ণের শাখা সংগঠন---প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সংঘের 'শাখার' গুরুত্ব সবথেকে বেশি কেন তা আমাদের পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। কীভাবে এই 'শাখার' কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়, তাও আমাদের পর্যালোচনা করে দেখা দরকার।

মজার বিষয় হল 'শাখার' সদস্য সংখ্যা কিন্তু অত্যন্ত কম। তবে 'শাখার' সংখ্যা ও তার পরিমণ্ডল অত্যন্ত বেশি রকমের ব্যাপ্ত। এই 'শাখার' হল সংঘ পরিমণ্ডলের অভ্যন্তরে প্রবেশের প্রাথমিক চাবিকাঠি। এই চাবিকাঠি খুলেই সংঘের কর্মকাণ্ডের ভিতরে ঢুকে সংঘের হাজারো রকমের শাখা সঙ্গে প্রথম সংযুক্ত হয়। এই 'শাখার' ভিতর দিয়ে সংঘ পরিমণ্ডলে যোগদানকারী স্বযংসেবককে পরবর্তীকালে তার যোগ্যতা মেধা (সংঘীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সেগুলি নিরুপিত হয়) ইত্যাদি বিচার বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে নিজেদের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করে আরএসএস।

এই সংযুক্তিকরণ পদ্ধতিটি কিন্তু বেশ সময়সাপেক্ষ। একজন স্বয়ংসেবক সংঘের কোনও শাখা সংগঠনে বা প্রকাশ্য সংগঠনে অংশ নিলেও সে কতখানি রাজনীতির ক্ষেত্রে সফল হতে পারে, সেটি বিচার বিশ্লেষণ করেই সংঘের স্বয়ংসেবকদের ভিতরে দায়িত্ব বিন্যাস করা হয়। 'শাখাগুলিতে' একজন নবাগত স্বয়ংসেবকের কর্মপদ্ধতিতে কিছুটা স্বাধীনতা, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার ক্ষমতা দিয়ে একদম প্রথমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কর্মদক্ষতা, আচার আচরণ সহ বিভিন্ন কার্যাবলী প্রথমে পরীক্ষা করে নেয় সংঘ।

নবাগত স্বয়ংসেবক শাখাতে যোগদানের পর কর্মপদ্ধতিতে যে সাময়িক স্বাধীনতা পান, সেই স্বাধীনতা কিন্তু পরবর্তীকালে সংঘের অন্যান্য শাখা সংগঠনগুলি সঙ্গে যখন তাকে সংযুক্ত করা হয়, তারপর আর সে পায় না। তবে একজন নবাগত স্বয়ংসেবক থেকে শুরু করে দীর্ঘদিন সংঘ পরিমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত সংঘ কর্মী, প্রত্যেককেই কোনও সঙ্কটকাল উপস্থিত হলে, সংঘের সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হয়। এই রেজিমেন্টেশনের ভিতর দিয়ে সংঘ কর্মীদের সমস্ত ধরনের মানবিক আচার-আচরণকে একটা যান্ত্রিক প্রচষ্টোয় সংঘ পরিণত করে।

সংঘ মনে করে যে, সংঘকর্মীর ভিতরে সংঘ সম্পর্কে রেজিমেন্টেশন, তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির 'হিন্দুত্ব' ও 'সাম্প্রজায়িকতাকে' প্রচার প্রসার প্রয়োগের ভিতর দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক সংগঠনকে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন করার ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়।

'শাখার' সংখ্যা অপর্যাপ্ত হলেও প্রতিটি 'শাখায়' অংশগ্রহণকারী স্বয়ংসেবকের সংখ্যা তিন থেকে দশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। 'শাখার' উপরের স্তরে সংঘের কাজকর্মের জন্য যে সাংগঠনিক পর্যায় রয়েছে,সেই পর্যায়টির নাম হল মণ্ডল। একাধিক 'শাখা' নিয়েই 'মণ্ডল' তৈরি হয়। গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেলাতে এই 'মণ্ডলের' সংখ্যা কিন্তু আরএসএস পাঁচ থেকে দশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে।

এই 'মণ্ডলের' উপরে থাকা সাংগঠনিক পর্যায়টির নাম হল 'নগর'। প্রকাশ্যে এই নগরকে 'জেলা' বলে অনেক সময় সংঘ পরিমণ্ডলে আজকাল অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই যে 'মণ্ডলের' সাংগঠনিক স্তরটি আলোচিত হল, এই স্তরটি সংঘ তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপির ভূমিস্তরের সাংগঠনিক পরিবৃত্তের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে।

'রেজিনগর' বা 'জেলা'—এই যে শব্দটিকে ব্যবহার করা হল সেটিকে সংঘের পরিমণ্ডলে অনেক সময় 'বিভাগ' বলে উল্লেখ করা হয়। ৫ থেকে ১৫টি 'বিভাগকে' একসঙ্গে করে যে সাংগঠনিক পরিব্যাপ্তি আরএসএস রেখেছে, তাকে তারা উল্লেখ করেন 'সম্ভব' হিসেবে। এই 'সম্ভব' শব্দটি একেবারে নিজস্ব পরিমণ্ডলে ব্যবহৃত হয়। প্রকাশ্যে 'সম্ভব' শব্দটি সাধারণত ব্যবহার করে সংঘ কর্মীরা।

আরএসএস প্রকাশ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই 'সম্ভব' শব্দটিকে 'প্রান্ত' বলে ব্যবহার করে থাকে। ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের ভিতরে একই ধনের মানসিকতা, সাংস্কৃতিক চিন্তা চেতনা আর্থ সামাজিক পরিব্যাপ্তি, শিক্ষার মান (সবই সংঘীয় অনুসঙ্গ অনুসারে) ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর বজায় রেখে দৃষ্টি দিয়ে এই নগর বা শহরের সাংগঠনিক পরিব্যাপ্তিকে সংগঠিত করে আরএসএস।

গ্রামীণ ভারতের পরিমণ্ডলে ব্লকগুলিকে ব্যবহারের ক্ষেত্রেএই নগরের জায়গায় তহশীল শব্দটিকে ব্যবহার করে থাকে সংঘ। একটি শহরেরবা গ্রামের পরিব্যাপ্তির ভিতরে শহর এবং গ্রামীণ সংস্কৃতির যে একই সঙ্গে অবস্থান দেখতে পাওয়া যায় সেই দিকে দৃষ্টি রেখে এই 'প্রান্ত' বিষয়টির সাংগঠনিক স্তরবিন্যাস অনেকে ক্ষেত্রে সংঘ করে থাকে।

'প্রান্তটিকে অনেক ক্ষেত্রে আবার 'ক্ষেত্রে' হিসেবে সংঘ ব্যবহার করে। এই প্রান্তকে সাংগঠনিক স্তরবিন্যাসের স্তরে ক্ষেত্র ও নামক সাংগঠনিক স্তরে পরিব্যাপ্ত করে থাকে সংঘ। আরএসএসের সাংগঠনিক পরিমণ্ডলে গোটা ভারতবর্ষকে এভাবে ১১ টি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়েছে। এই ১১টি ক্ষেত্রের মধ্যে একজন করে প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন করেক্ষেত্র সংঘচালক সংঘ এবং ক্ষেত্র কার্যবাহক থাকেন।

প্রতিটি ক্ষেত্রের কৌশলগত অবস্থানের সময়ে এই দুই পদাধিকারীর বিশেষ রকমের ভূমিকা থাকে। কোনও কোনও স্তরে এই পদাধিকারীদের অতীতে দেজুড়ে বলেও সংঘের সাংগঠনিক পরিমণ্ডলে পরিচিতি ছিল। ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক পরিব্যাপ্তির নিরিখে বলতে হয়, শাখা পরিমণ্ডলের বিষয়টিতে কোনও অবস্থাতেই সংঘ অবদলবদল ঘটায়নি। কিন্তু প্রান্ত ক্ষেত্র মণ্ডল নগর---এইসব স্তরগুলিকে সাংগঠনিক প্রয়োজনের নিরিখে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের অদলবদলের ভিতর দিয়ে সংঘ নিয়ে অসেছে।

অতীতে অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন দেশে বন রাজ্যগুলি ভেঙে ছোট রাজ্য করার যে রেওয়াজ শুরু হয়েছিল, সেই বিকেন্দ্রিকরণকে নিজেদের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে সংঘ নেতৃত্ব এতটুকুই পিছনা হয়নি। এই কার্যাবলী নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রিত্বকালেও বজায় রয়েছে জোরদারভাবে।

সংঘের যে ১১টি ক্ষেততে গোটা ভারবর্তকে বিভক্ত করবা কথা উল্লেখ করা হল, সেই ১১টি ক্ষেত্রের একটি বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

১) দক্ষিণ---কেরল, দক্ষিণ তামিলনাড়ু উত্তর তামিলনাড়ু এই ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত।

২) দক্ষিণ—এই অংশে যুক্ত দক্ষিণ কর্ণাটক, পশ্চিম অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পূর্ব অন্ধ্রপ্রদেশ। অন্ধ্র ভেঙ্গে তেলেঙ্গানা তৈরির পর এই ক্ষেত্রটিকে এখনও পর্যন্ত সাংগঠনিকভাবে অক্ষুণ্ণ রেখেছে আরএসএস।

৩) পশ্চিম— এই পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হল কঙ্কন, দক্ষিণ মহারাষ্ট্র, গুজরাত, বিগর্ভ ও দেবগিরি।

৪) কেন্দ্রীয়---এই পরিমণ্ডলে রয়েছে মালওয়া, মধ্য বারত, মহাকৌশল এবং ছত্তিশগড়।

৫) উত্তর পশ্চিম---এই পরিমণ্ডলে রয়েছে চিতোর, জয়পুর এবং যোঝপুর।

৬) উত্তরাংশ —এই পরিমণ্ডলে রয়েছে দেশের রাজধানী দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, জম্মু-কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশ। এই উত্তর ক্ষেত্রগুলিতে সাংসগঠনিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির কারণে একসঙ্গে পাঁচজন প্রান্তকে সংঘ নিয়োগ করেছে।

৭) পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে—সংঘের এই ক্ষেত্রটিকে ঘিরে একটি গভীর সংশয় কাজ করছে। পশ্চিম উত্তর প্রদেশকে বৌগোলিকভাবে উত্তরপ্রদেশের গোটা অঞ্চলের পরিমণ্ডল থেকে কেন আরএসএস পৃথক রেখে তাদের সেখানে সেইভাবে সাংগঠনিক কার্যকলাপ চালাচ্ছে, সে সম্পর্কে দেশের রাজনৈতিক মহল, ধর্মনিরপেক্ষ মহলেরনজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ হিসেবে যে অংশটি ভৌদোলিকভাবে তারা দেখাচ্ছে সংঘ, নিজেদের পরিমণ্ডলের ভেতরে যে দাবি তারা করছে ভৌগোলিকভাবে সেটি হল—উত্তরাখণ্ড, মিরাট এবং ব্রজ। সংঘ তাদের সাংগঠনিক স্তরে দাবি করছে যে সব ধরনের সামাজিক সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় চরিত্র থেকে আলাদা এই অংশটি। পৃথকীকরণের সংঘীয় পরিমণ্ডলের ভাবনা থেকে এই আশহকাই তীব্র হয়ে উঠছে যে ভৌগোলিকভাবে যে অংশটিকে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে হিসেবে আরএসএস দেখাচ্ছে, সেই অংশটিকে ঘিরে কি কোনও ধরনের বিশেষ পরিকল্পনা ভবিষ্যতে সংঘের রয়েছে?

৮)পূর্ব উত্তরপ্রদেশ—এই অংশের চারজন ক্ষেত্রকে নিযুক্ত করেছে আরএসএস। এই অংশের ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে হল কানপুর, অযোধ্যা, বারাণসী এবং গোরক্ষপুর।

৯) দক্ষিণ পূর্ব —এই অংশের উত্তর বিহার, দক্ষিণ, ঝাড়খণ্ড রয়েছে।

১০) পূর্ব---এই অংশে রয়েছে উৎকল, দক্ষিণ বাংলা এবং উত্তর বাংলা। ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গকে একই সাংগঠনিক পরিমণ্ডলের ভিতরে রেখে এই বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক সীমারেখার মদ্যে আরএসএস তাদের সাংগঠনিক কাজকর্ম চালাচ্ছে।

১১) অসম—এই অংশে রয়েছে উত্তর অসম, অরুণাচল প্রদেশ, দক্ষিম অসম এবং মণিপুর। আলাদা করে ত্রিপুরাকে এতদিন সেভাবে গুরুত্ব না দিলেও নরেন্দ্র মোদির প্রথম দফার প্রধানমন্ত্রিত্বকালে এই একাদশতম ক্ষেত্রের অন্তর্ভূক্ত করে ত্রিপুরাতে তারা তাদের সাংগঠনিক কার্যকলাপ চালিয়েছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ফসলের দাম কম থাকায় কৃষিতে ভাঁটা

আরিফুল ইসলাম সাহাজি

গ্রামীণ সমাজের মানুষ হওয়ার অভিজ্ঞান থেকেই ভারতবর্ষকে খুব ভালো করে চিনতে শিখেছি। যাঁরা শুধুমাত্র শহুরে রাস্তার আলোক ঝলকানিকে দেশ বোঝেন, তাঁরা ভারতবর্ষের আসর রূপ দেখেননি বললে খুব একটা ভুল হবে না। গ্রামের মাঠঘাট, দনী নালা, পশুপাখির ঐক্যতান ব্যতীত দেশের আসল রূপ কখনই ভাস্কর হতে পারে না, এ কথা জোর দিয়ে বলতে গবেষণার ছাত্র হওয়ার দরকার নেই। গ্রামী ভারতের কথা বলতে গেলেই মাঠভরা সবুজের ছয়লাপ ধানজমি, সবষে খেতের হলুদ ফুল বাগানের সামনে দাঁড়িয়ে প্রকৃতিকে সৌন্দর্যের কাছে নত মস্তক হওয়া, দুই মানুষ সমান পাটখেতের মধ্যে লুকোচুরি খেলবার অস্বাদ, রহিম চাচার পান্তাভাত থেকে শুকনো লঙ্কা নিয়ে সোনা বাগদীর পান্তা খাওয়া। একটি দেশের মধ্যে এ যেন আলাদা আরও একটা স্বদেশ, এখনে আলোর ঝলকানি নেই, আছে কৃষক বাবার মাটি মাখা বুকে সন্তানকে জড়িয়ে ধরার ঐশ্বরিক প্রশান্তি।

গ্রামীণ সমাজের এই প্রশান্তময় চিত্ররূপের আদলগত কিছুটা বদল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নব্যপ্রজন্ম যাঁরা কৃষক বাবার প্রতিনিধি হিসাবে উত্তরাধিকার বহন করার তাগিদে হালের বদল নিয়ে ছুটবেন মাঠে, সেই নতুন প্রজন্মের যুবকদের মধ্যে কিন্তু পিতার পেশায় আসবার কোনরকম কৌতুহল দেখা যাচ্ছে না। কৃষক পরিবারের নব যুবকগণ কোনও স্বাধীন ব্যবসা, চাকরি সরকারি কিম্বা বেসরকারি যাইহোক, আবার এগুলো সম্ভব না হলে সেলাই বা অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমের সঙ্গে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে নিচ্ছেন। এইরূপ অবস্থার নেপথ্যের কারণে গবীরে তলিয়ে যাওয়ার পূর্বে বিষয়খানি ঋজু করে পরিবেশন করা প্রয়োজন।

আমার বাবা একজন কৃষক আমি কৃষক পরিবারের সন্তান এই পরিচয়টা আমার কাছে অত্যন্ত গর্বের অহংকারের। শিক্ষকতা চিকিৎসা পেশার মতোই কৃষিকাজ একটি পরিত্রতম পেশা। এই দেশ গঠনে আমার বাবার মতো কোটি কোটি কৃষক বাবা প্রতিমুহূর্তে অবদান রাখছেন। জটিলতা বাড়ানো ঠিক হবে না, মূল বিষয়ে আসি। বাবা পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দশ বারো বিঘা জমি চাষ অবাদ করতেন। কৃষিজমির অঙ্কের দিক থেকে দেখলে জমির পরিমাণ অনেকটা দেখালেও আমাদের সংসার স্বচ্ছল চিল না কখনই। খাওয়া ও পোশাকের ব্যাপারটা কোনওরকমে মিটলেও পড়াশুনার খরচ চালাতে বাবাকে হোঁচট খেতে হতো। মনে পড়ে একবার (তখন বেশ ছোট আমি) দাদার পরীক্ষার ফি দেওয়া হয়নি। ফি না দিলে পরীক্ষা দেওয়া হবে না, ফি তো মকুব হওয়ার প্রশ্ন নেই। বাইরে থেকে গ্রামের মধ্যে বেশ বড়লোক আমরা। মা ব্যঙ্গ করে প্রায় বলতেন, নামে তাল পুকুর , ঘটি ডোবে না। যাইহোক বাবার কাছে নেই একটাও ফুটো কড়ি। আমার এক কাকা, একটি স্কুলের শিক্ষক, মা হাত পাতলেন তাঁর কাছে। কিনছুটা অপমানই তিনি করেছিলে মাকে। বাইরে থেকে ধার করাও ভালো দেখায় না, আমাদের বাড়ির পাশে একজন বিত্তমান মানুষ ছলেন, রাতের অন্ধকারে হাতে পায়ে ধরে টাকা এনে মা দাদার পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, মায়ের একটাই মাত্র কানের দুল ছিল আমাদের পরীক্ষার ফি দেওয়ার জন্য প্রতিবারই সেটা বন্ধক দিতে হতো।

ছোটবেলা থেকেই খুব কাছ থেকে কৃষকদের দুঃখ অভাব দেখতে দেখতে বড়ো হয়েছি। ভিতরে ভিতরে কেমন একটা অনুভব তৈরি হয়েছিল, কৃষক বাবার সন্তান হলেও চাষা হবো না। আমার মা'ও কখনও চাননি তাঁর সন্তানরা কৃষক হয়ে তাঁর ও বাবার মতো কষ্ট পাক। বলে রাখা দরকার, কৃষক হতে না, চালিও ওই পেশা এবং পেশার মানুষদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা রয়েছে। কিন্তু শ্রদ্ধা সম্ভ্রম এসব দিয়ে তো পেট চলে না। আমরা দুই ভাই, কেউই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত নই আজ। দাদা স্বাধীন ব্যবহসায় এবং আমি শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে বরণ করেছি।

বিশ্বাস করুন, কৃষক সমাজ ভালো নেই আজ। কোনরকম উদরপূতিটুকুই হয়। একটা মারাত্মক রোগে পড়লে হাটে মাটে চাঁদাই ভরসা। অথচ অনেক জমির মালিক হয়ত তিনি। জমি জায়গা নিয়ে করবেন টা কী? বাতে দিয়ে খাবেন? সারা বছর উদয়াস্ত পরিশ্রম করে ফসল ফলান কৃষক কতটুকু দাম পান তাঁরা। এই যে পেঁয়াজ যখন ওঠে ঘরে তখন কত টাকা দাম থাকে, সেটা সকলেই জানেন-দু'টাকা আড়াই টাকা। বিঘা বিঘা চাষ করেন, অথচ দাম পান না। অনেক কৃষককে দেখেছি, উপড়ান না। রগীরগুর্বোরা বস্তা বস্তা নিয়ে যান। আলু সাধারণত সারা বথরই আমাদের চড়া দামে কিনে খেতে হয় অথচ যখনই কৃষকের আলু ওঠে তখন আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায় আলুর দাম। অনেক কৃষককে মহাজন গ্রামের দিকে যাদের বলা হয় সুদখোর এই সুদখোরদের কাছ থেকে সুদে টাকা নিয়ে আলু চাষ করেন। কেন যে করেন এই বিষয়টা মাথায় আসা কঠিন, কেননা অলুর দাম কোনও বছরই আশানুরূপ থাকে না, বাবা একটি কথা বলেন প্রায়ই চাষা মরে আশায়। কথাটি মিথা নয় একেবারেই। আরও একটি চাষের কথা বলতে হয়, পাট চাষ। একটা সময পাটছিল গ্রামীণ কৃষক সমাজের প্রধানতম অর্থকারী ফসল। এককালীন একটা ভালো টাকা পেতেন কৃষকণ। তবে সে সব একন অতীত।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

সন্ত্রাস, দুর্নীতিতে জড়িত কাউকে ছাড় দেয়া হবে না : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৩।। যুবকদের বিশেষ করে নেতা-কর্মীদেরকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে রাজনীতি করার আহবান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদক এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখার দৃঢ় সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, অনিয়মকারীদের কোন ছাড় হবে না।প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দিন-রাত দেশের মানুষের জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছি। চলার পথে কেউ যদি বিপথে যায় এবং সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদক ও দুর্নীতিতে জড়ায়, সে যেই হোক আমি তাদের ছাড়ব না। তাদের প্রতি আমার কোন সহানুভূতি থাকবে না।'

শেখ হাসিনা শনিবার সকালে রাজধানীর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন।তিনি বলেন, এই দেশ জাতির পিতা শুধু স্বাধীন করেই যান নাই। এর আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য তিনি বুকের রক্তও দিয়ে গেছেন। সেকথা সবাইকে স্মরণ রাখার আহবান জানান প্রধানমন্ত্রী।তিনি বলেন,এই দেশ কখনো ব্যর্থ হতে পারে না, এদেশকে আমরা সফল করে তুলেছি এবং সেই সফলতার পতাকা নিয়েই আমরা সামনে এগিয়ে যাব এবং একদিন স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বে যে মর্যাদা পেয়েছিল সেই মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং জাতির পিতার স্বপ্ন আমরা পূরন করবো।

এদেশের জনগণের ভাগ্য নিয়ে আর কেউ যেন ছিনিমিনি খেলতে না পারে সেজন্য তাঁর সরকার শতবর্ষ মেয়াদি 'ডেল্টা পরিকল্পনা-২১০০' বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

শেখ হাসিনা বলেন,আদর্শ নিয়ে চলতে হবে। আদর্শের মধ্যদিয়েই একটি সংগঠন যেমন গড়ে ওঠে তেমনি দেশকেও কিছু দেওয়া যায়। সেই কথাটাই সবসময় মাথায় রাখতে হবে।অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন। সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক চয়ন ইসলাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. হারুনুর রশিদ এবং সংগঠনের প্রেসিডিয়াম সদস্য মুজিবুর রহমান চৌধুরী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য অ্যাডভোকেট বেলাল হোসেন শোক প্রস্তাব পাঠ করেন।

এরআগে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে যুবলীগের সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন।অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, জাতীয় চারনেতা, মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদ, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্টের সকল শহিদ, ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলাসহ সকল গণআন্দোলনের শহিদ এবং ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস থেকে এ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের শাহাদৎ বরণকারী নেতা-কর্মীদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।সারাদেশের ৭৭টি সাংগঠনিক জেলা থেকে ২৮ হাজারেরও বেশি কাউন্সিলর যুবলীগের এই ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন।বিকালে তাঁরা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) মিলনায়তনে কাউন্সিল অধিবেশনে নতুন নেতা নির্বাচন করবেন। সর্বশেষ ২০১২ সালের ১৪ জুলাই যুবলীগের ৬ষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।আওয়ামী যুবলীগ বাংলাদেশের প্রথম যুব সংগঠন যা ১৯৭২ সালের ১১ নভেম্বর জাতির পিতার নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্ট জাতির পিতা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে হত্যাকান্ডের শিকার বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে দৈনিক বাংলার বানী সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই যুবলীগ সংগঠনের যেন কোনরকম বদনাম না হয়। তাঁরা যেন সম্মান নিয়ে চলতে পারে এবং আদর্শ নিয়ে চলে দেশের কল্যাণে কাজ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এই সংগঠনটাকে গড়ে তুলতে হবে। আর সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি।শেখ হাসিনা বলেন, একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, এই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সৃষ্টি হয়েছিল বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে। কোন উড়ে এসে জুড়ে বসা এবং ক্ষমতার উচ্ছিষ্টভোগীদের মাধ্যমে এই সংগঠন গড়ে ওঠে নাই।তিনি বলেন,এ সংগঠন গড়ে উঠেছে নির্যাতিত, শোষিত, বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করবার লক্ষ্য নিয়ে। সেই সাথে সাথে আওয়ামী লীগের প্রতিটি সহযোগী সংগঠনও এদেশের মানুষের কল্যাণ ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীনতার সুফল প্রত্যেকটি মানুষের ঘরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই গড়ে তোলা হয়েছে।সেই আদর্শ থেকে কখনও যদি কেউ বিচ্যুত হয়ে যায় তাহলে সেদেশকে কিছু দিতে পারে না। '৭৫ এর ১৫ আগষ্টের পর ক্ষমতা দখলকারীরাও মানুষের কল্যাণে কিছু করতে পারে নি। তারা নিজস্ব বিত্তবৈভব অর্জনে ব্যস্ত থেকেছে, যোগ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,জাতির পিতা এদেশকে স্বাধীন করে গেছেন কাজেই কারো কাছে হাত পেতে চলবো না, মাথা উঁচু করে চলবো। কারো কাছে ধার করে ঘি খাবো না, নিজেদের নূন ভাত খাবো তাও ভাল কিন্তু নিজেদের অর্থায়নে নিজেরা চলবো, মর্যাদা নিয়ে চলবো। ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে উঠে দেশের কল্যাণে কতটুকু কাজ করতে পারলাম সেই মনভাব নিয়েই সকলকে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতার আদর্শ নিয়ে আমরা যদি সংগঠন গড়তে পারি তাহলে এই বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেভাবেই এগিয়ে যাবে।

আর যেন কেউ বাংলাদেশের মানুষের ওপর শোষণ, অত্যাচার, নির্যাতন করতে না পারে। তৃণমূল পর্যায় থেকে যেন মানুষের আর্থসামাজিক উন্নতি হয়, সেই জন্য একেবারে গ্রামের মাঠ পর্যায় থেকে তাঁর সরকার সকল আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে, বলেন প্রধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রী বলেন,দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী কাজ করে অনেকে টাকা বানাতে পারে। এই টাকা দিয়ে হয়তো জৌলুস করতে পারে, চাকচিক্য বাড়াতে পারে, আন্তর্জাতিক বড় বড় ব্র্যান্ডের জিনিস পরতে পারে, কিন্তু তাতে সম্মান পাওয়া যায় না।তিনি বলেন,এতে হয়তো নিজের ভোগের ভেতর দিয়ে একটা আত্মতুষ্টি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দেশের মানুষের কাছে মর্যাদা পাওয়া যায় না। এটাই হচ্ছে বাস্তবতা।দেশ গড়ার জন্য যুব সমাজের মেধা ও মননকে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী যুবলীগের প্রত্যেকটি নেতা-কর্মীকে বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীমূলক লেখা 'কারাগারের রোজ নামচা' এবং 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' মনোযোগ দিয়ে পাঠ করে লোভ-লালসার উর্ধ্বে ওঠে কীভাবে দেশ ও মানুষের জন্য কাজ করা যায়, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানান।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন,মানুষের কল্যাণে কী করতে পারলাম সেই চিন্তা যাদের মাথায় থাকে তারা রাজনীতিতে সফল হতে পারেন।দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুব সমাজকে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা নিয়ে তাঁর সরকার কাজ করে যাচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,দেশের যুবশক্তিই পারে দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ করে দিতে। সে জন্য যুব সমাজের প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি।প্রধানমন্ত্রী স্বৈরাচার বিরোধী গণআন্দোলনে রাজপথে শহিদ নূর হোসেন, বাবুল, ফাত্তাহ এবং শুক্রাবাদের মিলনের কথা স্মরণ করে বলেন, প্রত্যেকটি আন্দোলন-সংগ্রামে আমি দেখেছি যুবলীগ অগ্রণী ভ'মিকা নিয়েছে। আবার মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এই যুবকরাই জাতির পিতার আহবানে সাড়া দিয়ে অস্ত্র তুলে নিয়ে নিজের বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে এ দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে।তিনি বলেন,কাজেই সেই যুবসমাজকে আমরা চাই একটা আদর্শ হিসেবে। নিজেদের তাঁরা গড়ে তুলবে।প্রধানমন্ত্রী এ সময় বিগত প্রায় ১০ বছরে বাংলাদেশে উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে বলেন,আমাদের ওপরে অনেকে বদনাম দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি কারণ সততার শক্তি হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা।তিনি এ সময় নাম উল্লেখ না করে ড়ইউনুস এবং সংশ্লিদের পদ্মা সেতুর বিদেশি সাহায্য বন্ধের চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ করে বলেন, আমাদের দেশেরই কিছু স্বনামধন্য লোক যাদের একসময় ব্যবসা দিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠতে আমিই সাহায্য করেছি। তারা সে সময় আন্তর্জাতিক সম্মাননা নিয়ে আসলো অথচ দেখা গেল বয়স হয়েছে কিন্তু একটা ব্যাংকের এমডি'র পদ ছাড়তে পারে না।

আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন,এদিকে নোবেল প্রাইজ পায় কিন্তু একটি ব্যাংকের এমডি'র পদ ছাড়ে না।তিনি বলেন,সেই পদ কেন বয়সের কারণে ছাড়তে হলো সেই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পদ্মা সেতু বন্ধে আমেরিকা গিয়ে ধর্ণা দিল এবং তারা আমাদের ওপর দোষ দিল দুর্নীতির।প্রধানমন্ত্রী সে সময় চ্যালেঞ্জ নিলে ওয়াল্ড ব্যাংক দুর্নীতি প্রমানে ব্যর্থ হয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,তারা যখন দুর্নীতি খুঁজতে গেছে তখন খালেদা জিয়া তারেক রহমান এবং কোকো'র দুর্নীতিই বেরিয়েছে, আরো অনেকেরটা বেরিয়েছে। কিন্তু তারা আমাদের কোন দুর্নীতি পায়নি। বরং আমাদের ঘোষণা অনুযায়ী আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করে যাচ্ছি।

দক্ষিণ আফিরকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার কারাগারে থাকার ঘটনার সাদৃশ্য খুঁজে বেড়ানো বিএনপি নেতৃবৃন্দের কঠোর সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রী বলেন,যিনি বিএনপি নেত্রী, যিনি এতিমের অর্থ আত্মসাৎ করেন, দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে কারাগারে। তার তুলনা করে নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে। তার তুলনা করে কার সঙ্গে? আমি তো মনে করি, এটা করে নেলসন ম্যান্ডেলাকে অপমান করা হচ্ছে।তিনি বলেন,নেলসন ম্যান্ডেলা তার জাতির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে কারাগারে ছিলেন।

দুর্নীতি করে কারাগারে যাননি।খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থাকার সময়ে তাঁকে হত্যার প্রচেষ্টায় আইভী রহমানসহ আওয়ামী লীগের ২২ জন নেতাকর্মীকে গ্রেনেড হামলা করে হত্যা এবং একাধিকবার হত্যা প্রচেষ্টার ও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

গত জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন করায় বিএনপির সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,২০০৮-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ আমরা যে মহাজোট গড়ে তুলি, আমরা বিপুল ভোটে জয় লাভ করি। সে সময় বিএনপি জামায়াত জোট, তারা কী পেয়েছিল? তারা মাত্র ২৯টি সিট পেয়েছিল।তিনি বলেন,২০০৮-এর নির্বাচন নিয়ে তো কেউ কথা বলেনি। বিএনপি যদি এতই জনপ্রিয় সংগঠন হয়ে থাকতো, তাহলে মাত্র ২৯টি সিট পেয়েছিল কেন? তারা মাত্র ২৯টি সিট পেয়েছিল এ কথাটা অনেকে ভুলে যায়।

শেখ হাসিনা পরবর্তী প্রজন্মের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করেন : ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৩।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা পরবর্তী প্রজন্মের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কাজ করেন।দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,শেখ হাসিনার সন্ত্রাস-দুর্নীতি, মাদক ও চাঁদাবাজি বিরোধী শুদ্ধি অভিযান সফল করতে হবে। শেখ হাসিনা নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনীতি করেন না। তিনি পরবর্তী প্রজন্মের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কাজ করেন।

ওবায়দুল কাদের শনিবার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আওয়ামী যুবলীগের ৭ম জাতীয় কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।দেশে চলমান শুদ্ধি অভিযান সফল করতে যুবলীগের নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন,যুবলীগের নেতাকর্মীদের কাছে আমি শুধু এই আহ্বান জানাব, নেত্রীর শুদ্ধি অভিযান আপনারা সফল করবেন।কংগ্রেসে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন।যুবলীগ নেতাকর্মীদের উদ্দেশে আওয়ামী লীগের সধারণ সম্পাদক বলেন, মাদককে না বলুন, সন্ত্রাসকে না বলুন, দুর্নীতিকে না বলুন, টেন্ডারবাজিকে না বলুন, চাঁদাবাজিকে না বলুন, ভূমিদস্যুতাকে না বলুন।তিনি বলেন, শেখ হাসিনা পলিটিশিয়ানের সীমানা পেরিয়ে আজকের স্টেটসম্যান। তিনি রাজনৈতিক নন যুবলীগ যথার্থই বলে যে তিনি রাষ্ট্রনায়ক। পরবর্তী প্রজন্মকে নিয়ে যিনি ভাবেন সেই হচ্ছেন রাষ্ট্রনায়ক।

ওবায়দুল কাদের বলেন, গত ৪৪ বছরে সবচেয়ে সৎ ব্যক্তি, জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ, বিচক্ষণ নেতা, দক্ষ প্রশাসক, সফল কূটনীতিকের নাম শেখ হাসিনা। যার উন্নয়ন অর্জন শুধু এ দেশে নয়, সারা বিশ্বে সমাদৃত।এর আগে সকাল ১১টায় যুবলীগের ৭ম কংগ্রেস শুরু হয়। আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে এই কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন।যুবলীগের জাতীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক চয়ন ইসলামের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিব হারুন অর রশিদ বক্তব্য রাখেন। কংগ্রেসে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রেসিডিয়ার সদস্য মুজিবুর রহমান এবং শোক প্রস্তাব পাঠ করেন যুবলীগের প্রেসিডিয়ার সদস্য বেলাল হোসেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করা হয়।

সম্মেলন স্থলে অন্যানের মধ্যে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমু, এডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ূন ও মোজাফফর হোসেন পল্টু, সভাপতিমন্ডলীর সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম, বেগম মতিয়া চৌধুরী, কৃষিমন্ত্রী ড় আব্দুর রাজ্জাক, আব্দুল মতিন খসরু ও এডভোকেট সাহারা খাতুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ, জাহাঙ্গীর কবির নানক ও আব্দুর রহমান, তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, বিএম মোজাম্মেল হক, মেজবাহ উদ্দিন সিরাজ ও এনামুল হক শামীম, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক মৃণাল কান্তি দাস, সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আসীম কুমার উকিল, ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, দপ্তর ড় সম্পাদক আবদুস সোবহান গোলাপ, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক ফরিদুন্নাহার লাইলী, উপ প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন উপস্থিত ছিলেন।বেলা ১১টার দিকে যুবলীগের সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসস্থলে পৌঁছান আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আওয়ামী যুবলীগ নেতাকর্মীরা স্লোগান দিয়ে স্বাগত জানান সম্মেলনের প্রধান অতিথি শেখ হাসিনাকে। পরে পদ্মা সেতুর আদলে তৈরি মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন তিনি।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর হামলার রাষ্ট্রীয় নীতিতে সংকিত আইসিসি : প্রসিকিউটর

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৩।। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) প্রসিকিউটর ফাতু বেনসৌদা বলেছেন, আইসিসি'র বিচারকরা শংকিত যে, মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর হামলার 'রাষ্ট্রীয় নীতি' গ্রহণ করতে পারে।এই নারী কর্মকর্তা শনিবার এক বিবৃতিতে বলেন, যুক্তিসংগত কারণে বিচারকের এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, সেখানে মিয়ানমার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর হামলার রাষ্ট্রীয় নীতি গ্রহণ করতে পারে।

রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মিয়ানমারের পরিকল্পিত অপরাধের তদন্ত শুরুর ব্যাপারে আইসিসি'র অনুমোদনের পরে এক বিবৃতিতে এ কথা বলা হয়।বিচারকদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে প্রসিকিউটর বলেন,সেখানে বিভিন্ন সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, মিয়ানমারের বিভিন্ন সরকারি বাহিনীর উপস্থিতিতে এবং রাষ্ট্রীর অন্যান্য সংস্থা ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থা ও কিছু স্থানীয় লোকদের যৌথ অংশ গ্রহণে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধ সংঘটিত হতে পারে।

অপরাধ অভিযোগ গ্রহণ করে বিচারকদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে প্রসিকিউটর বলেন,এই দমন কার্যক্রম এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অথবা জাতিগত নিধনের অভিযোগ মানবতা বিরোধী অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে।বিচারকরা বৃহত্তর পরিসরে এই অপরাধ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন উল্লেখ করে বেনসৌদা এটিকে মিয়ানমারের নৃশংসতার বিরুদ্ধে একটি বড় অগ্রগতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন।১৪ নভেম্বর

ছয়ের পাতায়

ভাঙল এবার আ স ম অরবের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৩।। রাজনৈতিক দলগুলোর ভাঙা-গড়ার খেলায় এবার যোগ হয়েছে আ স ম আবদুর রবের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি।সভাপতি রবের ডাকা কাউন্সিল বর্জন করে আগামী ১১ জানুয়ারি আলাদা সম্মেলনের ঘোষণা দিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক আবদুল মালেক রতন।রব আগামী ২৮ ডিসেম্বর জেএসডির জাতীয় কাউন্সিল আহ্বান করেছেন। তা বর্জন করে শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে আলাদা সম্মেলনের ঘোষণা দেন তিনি।রব তার দল নিয়ে বর্তমানে বিএনপির সঙ্গে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টে রয়েছেন, তা নিয়ে আপত্তি তুলেছে অন্য পক্ষ। মালেক রতন বলেন,জেএসডির নেতৃত্বে একাংশ আজকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, চেতনা, দলের অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার রাজনীতি এবং রাজনীতি আপদ-বিপদ হিসেবে পরিচিত শক্তির বিরুদ্ধে তৃতীয় শক্তি গড়ে তোলার অঙ্গীকার ভুলে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী দল ও গোষ্ঠির সাথে আতাঁত গড়ে তুলেছে।ওই অংশটি ২৮ ডিসেম্বর যে কাউন্সিলে আহবান করেছে তা দলীয় বিধি সম্মত নয় বলে আমরা মনে করি। এজন্যই আমরা অগণতান্ত্রিক ও অবৈধ কাউন্সিল বর্জন করে ১১ জানুয়ারি কনভেনশনের মাধ্যমে দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র সুনিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।এক সময়ের ছাত্রলীগ নেতা ও ডাকসুর ভিপি রব স্বাধীনতার পর জাসদ গড়ে তোলায় সম্পৃক্ত হন। এরপর জাসদ কয়েক ভাগে ভাগ হলে এক ভাগের নেতৃত্বে ছিলেন তিনি।

১৯৯৬ সালে জাসদের সক্রিয় দুটি অংশ এক হলে সভাপতি হন রব, সাধারণ সম্পাদক হন হাসানুল হক ইনু। তখন শেখ হাসিনার সরকারে মন্ত্রীও হন তিনি।পরে আবার আলাদা হয়ে যান রব ও ইনু। নির্বাচন কমিশন ইনুর জাসদকে মশাল প্রতীক দেওয়ার পর রব তার জাসদকে জেএসডি নামে নিবন্ধিত করার ইসিতে।

গত বছর নির্বাচনের আগে আকস্মিকভাবে বিএনপিকে সঙ্গে নিয়ে কামাল হোসেনকে সামনে রেখে গঠিত জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠনে সক্রিয় হন রব।জাসদে প্রতিটি ভাঙনের সময় যাবে নিজের পাশে পেয়েছিলেন রব, সেই মালেক রতন এবার তার সঙ্গেড় গাঁটছড়া ভাঙতে যাচ্ছেন।তাদের এই তৎপরতার বিষয়ে আ স ম রবের কোনো প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে মালেক রতন বলেন,আমরাই মূল জেএসডি। ওরা মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের সাথে হাত মিলিয়েছে।দলের বিভক্তির জন্য দায়ী কারা- প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এই অবস্থার জন্য দলের নেতৃত্বের একাংশ দায়ী। আমি যেহেতু দলের সাধারণ সম্পাদক, দলের নেতৃত্বের আরেকটা অংশ আছে। সেটা কে তা আপনারাই বুঝতে পারছেন।

একাদশ সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লার দেবীদ্বার আসন থেকে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী হয়ে মালেক রতন নির্বাচনে অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন।সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান জেএসডির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আতাউল করীম ফারুক।লিখিত বক্তব্যে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়, "প্রথমে একে(জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট) নির্বাচনী ঐক্য বা সমঝোতা বলা হলেও নির্বাচনের পর একে ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর করা হচ্ছে আঙ্গুল কেটে রক্ত শপথের মধ্য দিয়ে। তারা দলের ভেতরে গণতন্ত্র চর্চা বাদ দিয়ে ব্যক্তিতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র ও কোটারিতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।গণতন্ত্রবিহীন কাউন্সিল করে ব্যক্তির ইচ্ছামতো নেতৃত্ব নির্ধারণ, উপজেলা, জেলা, মহানগর ও কেন্দ্রীয় কমিটি করার দিকে এগুচ্ছে। গঠনতন্ত্র, নিয়ম-নীতিবিহীন অগণতান্ত্রিক ও ব্যক্তির ইচ্ছানির্ভর অবৈধ কাউন্সিল দলের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা-কর্মী মেনে নেয়নি। তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে।সংবাদ সম্মেলনে দলের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি এম এ গোফরানসহ কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন।

শনিবার মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া অটোরিক্সা ঋণ প্রদান অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। ছবি- নিজস্ব।

শহীদ আরও একজন পুলিশ কর্মী, ঝাড়খণ্ডে মাও-হামলায় মৃত্যু বেড়ে ৪

লাতেহার (ঝাড়খণ্ড), ২৩ নভেম্বর (হি.স.): ঝাড়খণ্ডে পুরোপুরি খতম হয়নি মাওবাদীরা, চোখে আঙুল দিয়ে তা বুঝিয়ে দিল মাওবাদীরাই। ঝাড়খণ্ডের লাতেহার জেলায় মাওবাদী-হামলায় প্রাণ হারালেন আরও একজন পুলিশ কর্মী। সবমিলিয়ে লাতেহার জেলায় মাও-হামলায় শহীদ হয়েছেন ৪ জন পুলিশ কর্মী। মৃত পুলিশ কর্মীদের মধ্যে একজন সাব-ইন্সপেক্টরও রয়েছেন। শুক্রবার রাত ৮.৩০ মিনিট নাগাদ লাতেহার জেলার চন্দবা থানার অন্তর্গত লুকিয়াতন্দ গ্রামের কাছে পুলিশ কর্মীদের গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় সশস্ত্র মাওবাদীরা। আচমকা মাও-হামলায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ

ছয়ের পাতায়

রোহিঙ্গা সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান জরুরি : বান কি মুন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৩।। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন বলেছেন, রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে রাজনৈতিক সমাধান দরকার। তবে মিয়ানমারকে আরও বেশি দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে।

শনিবার রাজধানীর হোটেল রেডিসন ব্লু-তে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় আবদুল মোমেনের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।বান কি মুন বলেন,আমি মিয়ানমারকে অনুরোধ করবো তারা যেন দ্রুত রোহিঙ্গাদের নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। মিয়ানমারের উচিত রোহিঙ্গাদের বিশ্বাস অর্জন করে নিরাপদে তাদের নিয়ে যাওয়া।জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বলেন, রোহিঙ্গা ইস্যু অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং দুঃখজনক। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব হিসেবে আমি মিয়ানমারকে এ সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানাচ্ছি। মিয়ানমারের প্রতি ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান জানাই। যাতে রোহিঙ্গারা সেখানে ফেরার সাহস পায়।বান কি মুন বলেন, কিছু দিন আগে (গত ৯ জুলাই) পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় মোমেনের সঙ্গে আমি কক্সবাজারে গিয়েছিলাম। সেখানে রোহিঙ্গাদের অবস্থা দেখে দুঃখ পেয়েছি। ১১ লাখ মানুষ অল্প জায়গায় দুর্বিষহভাবে বসবাস করছে।তিনি বলেন, এ ধরনের সমস্যা বাংলাদেশের একার পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই বিশ্বের অন্য দেশকে এগিয়ে আসতে হবে।

শুক্রবার রাতে সংক্ষিপ্ত সফরে ঢাকায় আসেন জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন।বিকেলে রাজধানীর আর্মি স্টেডিয়ামে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩তম সমাবর্তনে বক্তৃতা করবেন তিনি।জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বলেন, বিরাটসংখ্যক রোহিঙ্গার আশ্রয় দিয়ে মানবতার-উদারতার পরিচয় দিয়েছে বাংলাদেশ।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মোমেনের সঙ্গে খুবই স্বল্প সময়ের বৈঠক হয়েছে জানিয়ে বান কি মুন বলেন, বৈঠকে আমরা নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় আলোচনা করেছি। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ কীভাবে মোকাবিলা করছে, আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করেছি।তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ বিশ্বে অনুকরণীয়। তরুণ জনগোষ্ঠী এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতে বাংলাদেশ কীভাবে কাজ করছে, আমরা বৈঠকে তা জেনেছি।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আবদুল মোমেন সাংবাদিকদের বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, রোহিঙ্গা সংকটসহ একাধিক বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি।বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বান কি মুন আগামী বছরের মার্চে আবার ঢাকায় আসছেন বলেও জানান ড় মোমেন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

কলার খোসায় খোসায় আছে যাদু

নিজেস্ব প্রতিনিধি; আচ্ছা কলাটা খেয়ে আপনি কি করেন ?নিশ্চয়ই কলার খোসাটা কে ছুঁড়ে ফেলে দেন তাইতো? কিন্তু এই কলার খোসা আপনার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত কাজে আসতে পারে। চলুন জানি সেগুলো কি কি।চুলকানি কমাতেঅনেকসময় পোকামাকড় কামড়ালে চুলকায় বা ফুলে যায়। তখন বুঝতে পারিনা কি করব বা কি লাগাবো। হাতের কাছে কলার খোসা থাকলে এটার ভেতরের দিক দিয়ে দ্রুত কামড়ানো জায়গায় ঘষে নিন। এতে ফোলার পাশাপাশি চুলকানিও কমবে।কোষ্ঠকাঠিন্য কমায় যারা কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন তারাই জানেন নিয়মিত পেট পরিষ্কার না হওয়াটা কতটা কষ্টের। এক্ষেত্রে খাদ্যতালিকায় বেশি করে আঁশজাতীয় খাবার রাখতে হবে। কলার খোসায় প্রচুর পরিমাণ খাদ্যআঁশ থাকে। তাই কলার খোসা খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যে উপকার পাবেন। কাঁচা কলার খোসা বেঁটে ভর্তা খাওয়া যায় কিংবা পাকা কলার খোসা ধুয়ে পরিষ্কার করে মিক্স স্মুদিতে দিতে পারেন।দাঁত সাদা করতে দাঁতের রঙ হলুদ হওয়াটা খুব অস্বস্তির। দাঁত সাদা করতে অনেকধরনের জিনিস আমরা ব্যবহার করে থাকি। তবে এদের অধিকাংশের মধ্যেই ব্লিচিং উপাদান থাকে যা দাঁতের উপরের অংশে থাকা এনামেল ক্ষয় করে। ফলে দাঁতে শিরশিরানি দেখা দেয়। কিন্তু সস্তায় ঘরোয়া পদ্ধতিতেই দাঁতের হলুদ দাগ দূর করতে পারেন। এর জন্য প্রয়োজন কলার খোসা। এতে থাকা পটাশিয়াম দাঁত সাদা করে। খোসা চিবনোর প্রয়োজন নাই। কলার খোসার ভেতরের অংশ দিয়ে দুই সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন ঘষুন।বলিরেখা কমাতে ত্বকে নানারকম বয়সের দাগ ও বলিরেখা মুছে ফেলতে ব্যবহার করতে পারেন কলার খোসা। এতে থাকা প্রচুর পরিমাণ এন্টি এক্সিড্যান্ট ত্বকের জন্য দারুণ উপকারি। যেসব জায়গায় বয়সের ফলে ছোপ বা বলিরেখা পড়েছে সেসব জায়গায় সরাসরি কলার খোসা ঘষে তিরিশ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।এছাড়াও ত্বকের ময়েশ্চার বা জলীয় পদার্থ ধরে রাখতে কলার খোসা বেটে ডিমের কুসুমের সাথে মিশিয়ে সারা গায়ে লাগান। পাঁচ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের যেকোন ধরণের

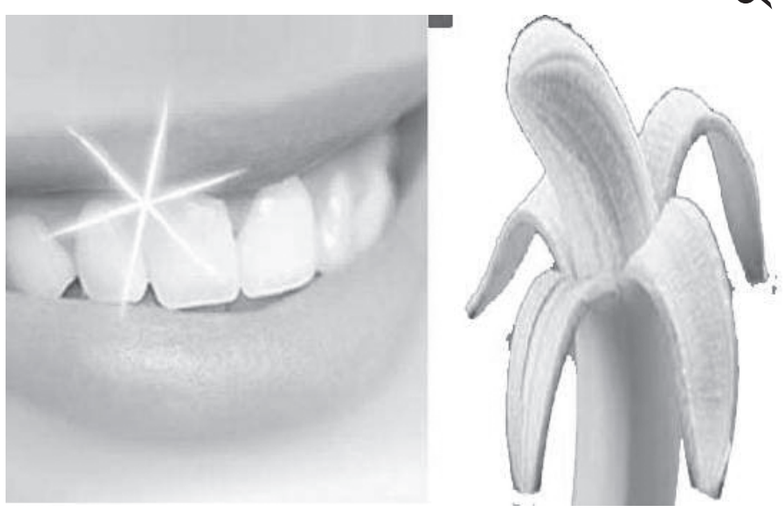

সিরোসিস, একজেমা ও ব্রণ দূর করতে দারুন কার্যকরী এই মিশ্রণ।ঘুম ভালো হয় কলার খোসা কিন্তু ঘুম আসতেও সাহায্য করে। এতে থাকা প্রচুর পরিমাণ ট্রিপটোফ্যান ও সেরোটনিন নামক ফিল গুড (মন ভালো করা) রাসায়নিক ঘুম আনে। রাতে কলার খোসা খেলে তাই শুধু ভালো ঘুমই হবেনা, সারাদিন মুডও ভালো থাকবে।তবে কলার খোসা খাচ্ছি ভেবে মানসিক চাপ নিলে ফল পাবেন না। তাই খোলা মনেই কলার খোসা পরিষ্কার করে পেস্ট বানিয়ে দুধের সাথে মিশিয়ে খেয়ে নিন।মূল্যবান জিনিস পরিষ্কার করুন চামড়ার জুতা, ব্যাগ ইত্যাদি কলার খোসা দিয়ে পরিষ্কার করলে চকচক করবে। কলার খোসায় থাকা পটাশিয়ামের কারনেই এমনটা হয়।দৃষ্টিশক্তি ভালো করে চোখের জন্য লুটেনিন নামক এন্টি অক্সিড্যান্ট খুব উপকারি। সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি থেকে এইটা চোখকে রক্ষা করে। কলার খোসায় প্রচুর পরিমাণ লুটেনিন থাকে। তাই মাঝমধ্যেই খাদ্যতালিকায় নানা উপায়ে কলার খোসা রাখুন।কোলেস্টেরল কমায় খাদ্যআঁশে ভরপুর খাবার আমাদের শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। কলার খোসায় কলার তুলনায় বেশি খাদ্যআঁশ থাকে। তাই কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে কলার খোসা উপকারি।আঁচিল দূর করে আমাদের শরীরে হুটহাট করে আঁচিল হতে পারে। যেগুলো অনেকসময় ব্যাথাযুক্ত হয়। দেখতেও ভালো লাগেনা অনেকসময়। অপারেশন করে আঁচিল দূর করা বেশ কষ্টকর হতে পারে। তবে আঁচিল দূর করতে পারেন ঘরোয়া পদ্ধতিতে কলার খোসার সাহায্যে। প্রতিদিন রাতে আঁ চিলের উপর কলার খোসার ভেতরের অংশ দিয়ে ঢেকে একটা এডহেসিভ ব্যান্ডেজ দিন। সকালে ধোয়ার সময় আঁচিলের উপরের মরা চামড়া ঘষে তুলে ফেলুন।কলার খোসায় আছে প্রচুর ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি, যারা কিনা দাঁতকে মজবুত করে তোলার পাশাপাশি খনিজ উপাদান গুলো শোষণ করতেও সহায়তা করে। কলার খোসা নিঃসন্দেহে সাদা করে তুলবে আপনার দাঁত, তবে ব্যবহার করতে হবে সঠিক পদ্ধতিতে। এবং অবশ্যই নিয়ম মেনে। জেনে নিন বিস্তারিত পদ্ধতি।১. প্রথমেই বেছে নিন সঠিক কলা। দাঁত সাদা করার জন্য ঠিক ভাবে পাকা কলা হওয়া জরুরী। খুব বেশি পাকাও নয়, খুব বেশি কাঁচাও নয়। এমন কলা বেছে নিন যারা কিনা এখন নিচের দিকে একটু একটু সবুজ। কেননা এই ধরনের কলায় পটাশিয়াম থাকে উচ্চ মাত্রায়। আর এই পটাশিয়ামই দাঁত সাদা করার দায়িত্ব নেবে।২. কলা উলটো করে ছিলে নিন। হ্যাঁ, যেভাবে আপনি ছিলে থাকেন কলা ঠিক তার উলটো দিক থেকে ছিলে নিন। দেখবেন যে কলার গায়ে লম্বা লম্বা সুতার মতন আঁশ থাকে। উলটো করে ছিলে নিয়ে এই আঁশ গুলো থাকবে খোসার সাথেই।৩. খোসা থেকে চারকোনা করে দুটি টুকরো কেটে নিন। আপনার সুবিধা মতন আকারেই কেটে নিন। চাইলে এই কাটা খোসা ফ্রিজেও সংরক্ষণ করতে পারেন।৪. এবার সকালে দাঁত ব্রাশ করবার পূর্বে এই কলার খোসার ভেতরের অংশটি দিয়ে আপনার দাঁত খুব ভাল করে ঘষুন। প্রথম টুকরোটি দিয়ে পুরো এক মিনিট ঘষুন। তারপর সেটা বদলে দ্বিতীয় টুকরোটি দিয়ে আরও এক মিনিট। অর্থাত পুরো দুই মিনিট দাঁতকে ঘষুন। দাঁতের প্রত্যেকটি অংশে যেন পৌছায় এমন ভাবে ঘষতে হবে।৫. দাঁত ঘষা হলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। ১৫ থেকে ২০ মিনিট করতে পারলে ভালো। এই সময়ে জল বা অন্য কিছু খাবেন না, কিংবা কুলি করবেন না। সময়টা পেরিয়ে গেলে আপনার নিয়মিত ব্যবহারের টুথ পেস্ট দিয়ে দাঁত মেজে নিন।এবার আয়নায় তাকিয়ে দেখুন তো, লাগছে না দাঁত একটু বেশি পরিষ্কার? ৪/৫ দিন এমন করার পরেই দেখবেন আগের চাইতে অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আপনার দাঁত। হলদে ভাব যেমন কমে গেছে, তেমনি কালো ছোপটাও অনেকটাই সরে গেছে। যারা ধূমপান বা মদ্যপান করেন, তাদের ক্ষেত্রেও কাজ করবে এই পদ্ধতি। তবে ব্যবহার করতে হবে বেশ দীর্ঘদিন। এবং সঠিক নিয়েম মেনে।অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে-*এটা কোনও ম্যাজিক নয়। তাই ভালো ফল পেতে নিয়ম মেনে ব্যবহার করতে হবে।*যাদের দাঁত মদ্যপান, ধূমপান বা অসুস্থতার কারণে হলুদ তাদের ক্ষেত্রে একটু সময় লাগবে।*অবশ্যই কমপক্ষে ২ মিনিট ঘষতে হবে। এই সময়টা জরুরি। বেশি ঘষলে আরও ভালো।ঘষার পর অবশ্যই সময় দিতে হবে খনিজ গুলো দাঁতে শোষিত হবার।

ডিম সিদ্ধ হওয়ার পর কতক্ষণ পর্যন্ত তা ভালো থাকে

নিজেস্ব প্রতিনিধি; সকালের ব্রেকফাস্ট এবং খিদে পেলে আমরা অনেক সময় ডিম সিদ্ধ খেয়ে থাকি। কেউ আবার স্কুলের টিফিনে কিংবা অফিসে নিয়ে যান। কিন্তু ডিম সিদ্ধ হওয়ার পর কতক্ষণ পর্যন্ত তা খাওয়া যায় সেটা জানা খুবই জরুরি।পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে ''ইনক্রিডিবল এগ''য়ের তথ্য অনুযায়ী, সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হলে ফ্রিজে সিদ্ধ ডিম সপ্তাহখানেক ভালো থাকে। এরপরই তা খারাপ হতে শুরু করে।তবে ডিমের খোসা ছাড়ানো হলে সেটা টাটকাই খাওয়া উচিত। অর্থাত যেদিন ডিম সিদ্ধ করা হবে সেদিনই খেতে

হবে।বিশেষজ্ঞদের মতে, সব ধরনের ডিম ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৪ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলিসিয়াসের নিচের তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা উচিত।

সেই সঙ্গে খোসা ছাড়ানো সিদ্ধ ডিম কোনোভাবেই ফ্রিজারে সংরক্ষণ করা ঠিক নয়।

ফ্রিজে সংরক্ষণ করা ছাড়া সাধারণ তাপমাত্রায় ডিম সিদ্ধ করার পর দু''ঘণ্টা পর্যন্ত ভালো থাকে। অর্থাত তার পরে সেটা আর না খাওয়াই ভালো।আমেরিকার ''সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন''য়ের তথ্যানুসারে দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে এরকম খাবারের মধ্যে ডিম সিদ্ধ অন্যতম।

সাধারণত সিদ্ধ করার দুই ঘণ্টার মধ্যে ডিম খেয়ে ফেলা উচিত। এরপরে হয় ফেলে দিতে হবে নয়তো ফ্রিজারে সংরক্ষণ করতে হবে। তাহলে বুঝতে পারছেন তো আপনার যদি খুব তাড়াতাড়ি থাকে তাহলে ডিম সিদ্ধ করে আপনি খোসা সমেত ফ্রিজে রাখতে পারেন।

লেবুর কিছু অসামান্য গুণ, আপনার জানা আছে কি?

লেবু কী কাজে লাগে? প্রশ্ন শুনে অবাক হচ্ছেন নিশ্চয়ই। আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি-এর অন্যতম উতস হলো লেবু। ভাতের সঙ্গে, স্যুপের সঙ্গে, সালাদে, শরবত তৈরি করে, আচার তৈরি করে নানা ভাবে খাওয়া যায় লেবু। মুখের রুচি বাড়াতে এর জুড়ি নেই। কিন্তু এই লেবু শুধু খাওয়ার ক্ষেত্রেই নয়, কাজে লাগে আরও অনেক ক্ষেত্রেই। চলুন জেনে নেই এর অসাধারণ কিছু ব্যবহার -ধবধবে সাদা কাপড়: সাদা কাপড় ধবধবে সাদা না হলে দেখতে ভালোলাগে না। অনেক সময় ধুলো-ময়লার কারণে সাদা কাপড় দেখতে ধূসর লাগে। এক্ষেত্রে সাদা কাপড়কে আরও উজ্জ্বলতা দিন লেবুর সাহায্যে। লেবু আর বেকিং সোডার মিশ্রণে ডুবিয়ে রাখুন কাপড়টি অন্তত আধাঘণ্টা। এরপর ধুয়ে ফেলুন।ত্বকের পরিচর্যায়: লেবুর রস বয়সের ছাপ দূর করতে, অবাঞ্ছিত দাগ দূর করতে, এমনকি ত্বকে ব্রণের প্রবণতা কমাতে খুবই কার্যকরী। লেবু আর চিনির মিশ্রণ একটি দারুণ স্ক্রাব। এটি ত্বকে ব্যবহার করলে ত্বকের অনেক সমস্যা থেকেই মুক্তি পাবেন।মেনিকিওর: নখ পরিষ্কার না থাকলে আপনাকে দেখতে সুন্দর লাগবে না। আপনার নখগুলো স্বাস্থ্যবান এবং সুন্দর রাখতে লেবুর জুড়ি নেই। গরম জলে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস দিন তারপর সেটি ব্যবহার করুন মেনিকিওরে। নখ থাকবে পরিষ্কার।হজমশক্তি বাড়াতে: হজমে গোলমাল হচ্ছে কদিন ধরেই? নানা উপায় মেনে চলেও কাজ হচ্ছে না? এক্ষেত্রে খালি পেটে একগ্লাস গরম জলে মধু মিশিয়ে পান করুন। এই অভ্যাস আপনাকে হজমের সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে, ইমিউনিটি সিস্টেম ভালো রাখবে, বাড়তি মেদ থেকে দেবে মুক্তি।ক্লিনার তৈরিতে: একটি লেবুর সবটুকু রস বের করে নিন। তার সাথে মেলান ১৫০ মিলিলিটার ভিনেগার। সারারাত রেখে দিন। এই মিশ্রণটি রাখুন একটি স্প্রে বোতলে, ব্যবহার করুন ঘরের বিভিন্ন জিনিস পরিষ্কার করতে।

জুতার দুর্গন্ধ দূর করতে: অনেকের জুতায়ই ঘামের কারণে দুর্গন্ধ হয়ে থাকে। এই দূর্গন্ধের আছে সহজ সমাধান। লেবুর খোসা রেখে দিন জুতার ভেতর। এক রাতেই গন্ধ পালাবে।গাছ লাগাতে: ব্যবহৃত লেবুর খোসাটা ব্যবহার করতে পারেন গাছ লাগাতে। অর্ধেক করে কেটে নিন লেবু। এরপর রসসহ বের করে নিন ভেতরের সবকিছু। শুধু খোসাটা রাখুন। এরপর মাটি দিয়ে বীজ বপন করে দিন। কিছুদিনের মাঝেই পাতা গজাবে।পোকা তাড়াতে: ঘরের পোকা মাকড় তাড়াতে কাজে লাগাতে পারেন লেবু। অর্ধেক করে কাটা লেবুর মাঝে গেঁথে দিন কিছু লবঙ্গ। রেখে দিন ঘরের কোণায়। সহজেই দূর হয়ে যাবে পোকা-মাকড়। রান্না ঘরে পিঁপড়ার উপদ্রপ আছে, এমন সব জায়গায় রেখে দিন এটি। মুক্তি পাবেন পিঁপড়ার যন্ত্রণা থেকে।ক্যান্ডেল হোল্ডার: লেবুটা অর্ধেক করে কেটে নিন। লেবুর রসসহ ভেতরের সবকিছু বের করে ফেলুন। খোসাটাকে বানাতে পারেন আপনার ব্যতিক্রমধর্মী ক্যান্ডেল হোল্ডার।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি অভিনেত্রী গেহানা বশিষ্ট

পরপর টানা দু''দিন শ্যুটিং করার পর অসুস্থ হয়ে পড়লেন টেলিভিশন অভিনেত্রী গেহানা বশিষ্ট। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁকে মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অভিনেত্রীকে এখন ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে।সূত্রের খবর, বর্তমানে গেহানা একটি ওয়েব সিরিজের শ্যুটিং করছিলেন। আর শ্যুটিং সেটে আচমকাই মাথা ঘুরে পড়ে যান তিনি। তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁর এখন চিকিতসা চলছে। চিকিতসকরা জানিয়েছেন, ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া না হওয়ার কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমনকি টানা ৪৮ ঘণ্টা ধরে তিনি শ্যুটিংও করেন। সেই কারণেই এমন অবস্থা হয়।হাসপাতাল সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, যেই সময় অভিনেত্রীকে নিয়ে আসা হয় তখন গেহানার ব্লাড প্রেসার লো হয়ে যায়। তাছাড়াও তিনি ডায়বেটিসের রোগী ছিলেন।দীর্ঘদীন ধরে তিনি এই সমস্যায় ভুগছিলেন। তাঁকে এখন ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে। কিছুটা হলেও তিনি সুস্থ আছেন।তবে গেহানাকে বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপনেও দেখ গিয়েছে।

জয়ললিতার লুকে কঙ্কনা রানাওয়াত, চমকে দিলেন অভিনেত্রী

তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার বায়োপিক ''থালাইভি''। ছবির ফার্সলুকে অবিশ্বাস্য কঙ্কনা রানাওয়াত। অভিনেত্রী জয়ললিতা থেকে মুখ্যমন্ত্রী, জীবনের প্রতিটি অধ্যায় বলবে এই ছবি। ছবির টিজারেই দেখা গেল জয়ললিতার দুটি লুক।প্রথমে জয়ললিতার লুকে কঙ্কনার পোস্টার প্রকাশ্যে এনেছিলেন নির্মাতারা। ছবি দেখে প্রথমেই মনে হয়েছিল ফোটোশপ করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে ছবির টিজার মুক্তির পর সেই ভুল ধারণা ভেঙে যায়। ''থালাইভি'' ছবিতে জয়ললিতার অভিনেত্রী জীবন এবং পরে রাজনৈতিক জীবন দৃশ্যায়িত হয়েছে।

হৃদরোগে আক্রান্ত টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী, অবস্থা সঙ্কটজনক

টানা ৪৮ ঘণ্টা শ্যুটিং করে অসুস্থ হয়ে পড়লেন টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী গেহানা বশিষ্ট। হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় মুম্বইয়ের মালাডের রক্ষা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। আপাতত ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে গেহানাকে। শিগিগিরই সুস্থ করে তোলার জন্য জোর কদমে গেহানার চিকিতসা চলছে বলে জানা যাচ্ছে।রিপোর্টে প্রকাশ, বর্তমানে একটি ওয়েব সিরিজের শ্যুটিং করছিলেন গেহানা বশিষ্ট। শ্যুটিংয়ের মাঝেই মাথা ঘুরে পড়ে যান তিনি। অসুস্থ অবস্থায় তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই আপাতত তাঁর চিকিতসা চলছে। চিকিতসকদের কথায়, দিনের পর দিন ধরে ঠিকঠাক খাওয়াদাওয়া না করে কাজ করে যাচ্ছিলেন গেহানা। সম্প্রতি ৪৮ ঘণ্টা একটানা শ্যুটিং করেছিলেন। খাওয়াদাওয়া না করেই শ্যুটিং করছিলেন তিনি। সেই কারণে শ্যুটিং ফ্লোরের মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়েন বছর ৩১-এর গেহানা।হাসপাতালের তরফে জানানো হয়, গেহানাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন ব্লাড প্রেসার একদম নীচের দিকে ছিল। অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন গেহানা। ফলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরই ভেন্টিলেশনে ভর্তিকরা হয় অভিনেত্রীকে। ভেন্টিলেশনে নিয়ে যাওয়ার প্রায় ২ ঘণ্টা পর গেহানাকে কিছুটা স্থিতিশীল অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। তবে এখনও তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক।

বাংলাদেশে আনলক হতে চলেছে ''পাসওয়ার্ড''

পুজোতে মুক্তি পেয়েছিল কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের ছবি ''পাসওয়ার্ড''। দেব এন্টারটেইমেট প্রযোজিত এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন দেব, রুক্মিণী মিত্র, আদৃত, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও পাওলি দাম। দর্শকদের পছন্দ হয়েছিল এই সাই-ফাই থ্রিলার। এবার বাংলাদেশে মুক্তি পেতে চলেছে ''পাসওয়ার্ড''। প্রযোজক-অভিনেতা দেব নিজেই টুইট করে জানালেন একথা।''এবার যুদ্ধ হলে সেটা হলে দুটো কম্পিউটার স্ক্রিনের মধ্যে''- ভিডিওতে অভিনেতার মুখে এই সংলাপ দর্শকের কপালে ভাঁজ ফেলেছিল। এটিএমের ক্যামেরা, কিংবা ধরুন আপনার ফোনের সেলফি ক্যামেরা এই সবকিছুর মধ্যেই আপনি নজরবন্দী। ডার্ক ওয়েবের এই কঠিন সত্যিটাই সামনে এনেছেন কমলেশ্বর। - দেব জুটি।ইন্টারন্যাশানাল সাইবার টেররিজম গ্যাং অনিয়ন। তার মাথা ইসমালভ (পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়), সহকারী তার স্ত্রী মারিয়ম (পাওলি দাম)। একের অধিক সাইবার ক্রাইমের কিং পিন, এবারে তাদের লক্ষ্য ভারত। কারণ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এই দেশ। সুতরাং সেখানেই যেকোন ই-কমার্স ব্যবসায় কোটি কোটি টাকার মুনাফা। স্বাভাবিকভাবেই সাইবার ও ক্রিপ্টো ক্রাইমের আঁতুড়ঘর ভারত। তবে অনিয়ন -এর উদ্দেশ্যে ভারত নয়, তাহলে কি?ছবির চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন রানা। সঙ্গীতপরিচালনায় স্যাভি। এই গল্পটাই বলবে কমলেশ্বরের ছবি। বাংলাদেশের দর্শককে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আর মাত্র কিছু কাল।

টাক নিয়েও যে ছবি বানানো যায় সেটা কীভাবে মাথায় এল?

আমার এক বন্ধুর মুখে ব্রণ হয়েছিল, যথারীতি সে বাজারের জনপ্রিয় ক্রিম মাখে। কিন্তু কিছুতেই পিম্পল যায়নি। আরও আছে...এই চুল পড়া নিয়ে আমার এক বন্ধুর বিবাহিত জীবনে অশান্তি শুরু হয়। সেখান থেকেই কনসেপ্টটা মাথায় আসে। আর এ ভাবে গল্পের জন্যই ক্রমশ গল্প এগোতে থাকে। রচনা হয় ''টেকো''-র।কিছু দিন আগেই এই টাক নিয়ে আরও দু''টি বলিউডি ছবি মুক্তি পেয়েছে ''উজরা চমন'' এবং ''বালা''। এদের মধ্যে ''বালা'' আবার বক্স অফিসে হিট।

কোথাও না কোথাও গিয়ে একটা তুলনা তো আসবেই। দর্শক যদি ইতিমধ্যেই ''টেকো'' ট্রেলারটা দেখে থাকেন তাহলে আন্দাজ করতেই পেরেছেন, ''টেকো''র কনসেপ্ট কিন্তু বাকি দু''টি ছবির থেকে একেবারেই আলাদা। মিল বলতে তিনটি ছবিরই মূল বিষয় টাক। কিন্তু বাকি গল্প, প্লট সবটাই ভিন্ন। সুতরাং কোনওভাবেই একটা অন্যটার দ্বারা অনুপ্রাণিত এ কথা বলা যায় না।

বাজিতে হেরে অক্ষয়কে বিয়ে করেছিলেন টুইঙ্কেল খান্না!

এএনএম নিউজ ডেস্কঃ কখনও প্রিয়াঙ্কা তো কখনও শিল্পা শেট্টিসহ বলিউডের বহু অভিনেত্রীর সঙ্গে নাম জড়িয়েছে অক্ষয় কুমার। তবে নায়িকাদের হার্টথ্রব অক্ষয় কুমার শেষমেশ বিয়ে করেন টুইঙ্কল খন্নাকে।জানা যায়, টুইঙ্কেলকে নাকি প্রথম দেখাতেই তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন অক্ষয়। টুইঙ্কেলও অক্ষয়ের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন ক্রমে। তবে তাদের বিয়ের সিদ্ধান্তটা অনেকটা ফিল্মি স্টাইলে।২০০০ সালে টুইঙ্কেলের ''মেলা'' ফিল্ম মুক্তি পাওয়ার কথা। আমিরের বিপরীতে রূপা সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন টুইঙ্কেল। ফিল্মটা নিয়ে টুইঙ্কেল ভীষণ আশাবাদী ছিলেন। ফিল্মটা যে সুপারহিট হবে সেটা অক্ষয়কে জানিয়েছিলেন।অক্ষয় কিন্তু সেটা মানতে পারেননি। তখনই টুইঙ্কেল বাজি ধরেছিলেন ওই ফিল্মটা নিয়ে। বাজিটা ছিল এরকম, যদি ফিল্মটা ফ্লপ করে তাহলে তিনি অক্ষয়কে বিয়ে করে নেবেন। ক্যারিয়ারের শীর্ষ মূহূর্তে বিয়ে করতে চাইছিলেন না টুইঙ্কেল। তাই এই বাজি ধরেন। কারণ তিনি এক প্রকার নিশ্চিত ছিলেন তিনি বাজি জিতবেনই।কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পর দেখা যায়, টুইঙ্কেল বাজি হেরে যান। ফিল্মটা বক্স অফিসে তেমন চলেনি। এরপর ২০০১ সালে অক্ষয়কে বিয়ে করেন টুইঙ্কেল।

টলিউডে শোকের ছায়া, স্বজনহারা হলেন ইন্দ্রাণী

বাংলা টেলিভিশনে ভাই বোন জুটিকে কোনওদিনই ভুলতে পারবে না বাঙালি দর্শক। রিল লাইফ থেকে রিয়েল লাইফ দুজনের সম্পর্কটা যেন একসূত্রে বাঁধা ছিল। একে অন্যকে যেন সবসময় আগলে রাখতেন তারা। সেই ভাই বোন জুটি হলেন ইন্দ্রাণী হালদার এবং ইন্দ্রনীল হালদার। বহুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন ইন্দ্রনীল। দীর্ঘদিন ধরে রোগের সঙ্গে লড়াই করে অবশেষে সেই লড়াইয়ে হেড়ে গেলেন ইন্দ্রনীল হালদার। গত রবিবার মৃত্যু আলাদা করল এই জনপ্রিয় জুটিকে। নিজের ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদটি নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে শেয়ার করেন ইন্দ্রাণী হালদার। তারপর থেকেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা টলিপাড়ায়।সকলের প্রিয় বুড়ো। দিদির মতো তিনি নিজেও সিনেমাজগতের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। ইন্দ্রাণী হালদারের সঙ্গেও একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন ইন্দ্রনীল হালদার। লক্ষ্মীপুজোর পরই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারপর থেকেই চিকিতসা চলছিল ইন্দ্রনীলের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বাঁচানো গেল না ভাইকে। ডাক্তারদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে রবিবারই সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন ইন্দ্রনীল হালদার।ইন্দ্রনীলের চলে যাওয়াটা কোনভাবেই মেনে নিতে পারছেন না ইন্দ্রাণী এবং তার পরিবার। শুধু পরিবারই নয়, বাংলা সিনে জগতেরও কেউই মেনে নিতে পারছেন না এই অকাল মৃত্যুকে। ইন্দ্রাণী হালদার ভাইয়ের একটি ছবি পোস্ট করেছে লিখেছেন,''আমার ভাই গতকাল আমায় আর আমার মাকে একা রেখে চলে গেল''। শুধু ইন্দ্রাণী নয়, তার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হয়ে সুদীপ্তাও তার পরিবারকে স্বান্তনা জানিয়েছেন। বাংলার প্রথম মেগা ধারাবাহিক ''তেরো পার্বণ'' সুপারহিট হওয়ার শীর্ষে ছিলেন এই ইন্দ্রনীল হালদার। এছাড়া বেশ কিছু বিজ্ঞাপনেও পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছিল তাকে।

দ্রুত ওজন কমাতে সাহায্য করবে যে পানীয়

রাতে শুধু এক গ্লাস- হুড়মুড়িয়ে কমবে মেদ ভুঁড়ি আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় যে পরিমাণ রাসায়নিক থাকে, তা আমাদের শরীর খারাপ করার পক্ষে যথেষ্ট। পাশাপাশি রয়েছে বর্তমানের সেডেন্টারি লাইফস্টাইল।দুইয়ে মিলে কমে যায় শরীরের মেটাবলিজম রেট। ফলস্বরূপ দেখা দেয়, শরীরের অবাঞ্ছিত মেদ। বাড়ে টক্সিন সঞ্চয়। এ সবের থেকে মুক্তি দিতে পারে শুধুমাত্র একটা পানীয়।রোজ রাতে ঘুমানোর আগে এই পানীয় নিয়ম করে খেলে মেদ কমবেই কমবে। নিয়ন্ত্রণে থাকবে হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, ভালো থাকবে হৃদযন্ত্রও।উপকরণ: অর্ধেক পাতিলেবু, ১টি শশা, ১ চা চামচ আদাবাটা, এক গোছা পার্সলে পাতা, ও পার্সলে হলো ''মৌরি'' বা মিস্টি শজ বা গোয়ামৌরীর পাতা। দেখতে ধনে পাতার মতই। গ্ল ১/৩ গ্লাস জল।পানীয় প্রস্তুত প্রণালী:সব উপকরণ জুসারে মিশিয়ে রস করে নিন। রোজ রাতে শোওয়ার আগে নিয়ম করে খান আর ফল পাবেন মাত্র কয়েকদিনেই।পেটে মেদ বা চর্বি হলে চলা-ফেরায় যেমন কষ্ট হয়, তেমনি নষ্ট হয় সৌন্দর্য্যও। অনেকে আছেন খুব বেশি মোটা না কিন্তু পেটে অনেক মেদ কিংবা দেহের কিছু কিছু স্থানে মেদ জমায় খুবই অস্বস্তি বোধ করেন।

বলিউডে এবার পা রাখতে চলেছেন মহেশ বাবু?

মহানগর ওয়েবডেস্ক: বেশ অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল বলিউডে ডেবিউ করতে পারেন দক্ষিণী অভিনেতা মহেশ বাবু। জানা গিয়েছে, ''কেজিএফ'' ছবির পরিচালক প্রশান্ত নিলের হাত ধরেই বলিউডে আসতে চলেছেন অভিনেতা। বলিউডে তাঁর ডেবিউয়ের খবর প্রায় একবছর ধরে শোনা যাচ্ছিল। এমনকি তিনি নাকি প্রস্তুতিও নিতে শুরু করে দিয়েছেন। সূত্রের খবর, মহেশের ২৭তম ছবিটি পরিচালনা করতে পারেন প্রশান্ত। এবং ছবির বিষয়বস্তু একেবারেই আলাদা হতে চলেছে।ছবিটি হিন্দি, তামিল, তেলেগু এবং মালায়ালামে মুক্তি পেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এই ছবি প্রযোজনার দায়িত্বে থাকবেন মহেশের ''সেরিলেরু নিইকেভারু''-র প্রযোজক অনিল সুঙ্কারা। আপাতত অভিনেতা ব্যস্ত আছেন এই ছবিটি নিয়ে। আগামী বছর মুক্তি পাবে মহেশের ''সেরিলেরু নিইকেভারু'' ছবিটি। যদিও বলিউডে ডেবিউ করার বিষয়ে অভিনেতা কোনও মন্তব্য করেননি। এদিকে, তাঁর রাজনীতিতে আসার খবরও শোনা গিয়েছিল। তবে সেই সমস্ত খবরকে মিথ্যে এবং গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। মহেশ জানিয়েছেন, রাজনীতিতে তিনি আসবেন না। অভিনয় করে যাবেন।প্রসঙ্গত, মহেশের আগে বলিউডে ডেবিউ করেছেন প্রভাস, রানা দাগুবাতি, রামচরণ তেজার মতো তারকারা। এই অভিনেতারা প্রত্যেকেই নিজের ঘাঁটি শক্ত করে ফেলেছেন।

শনিবার আগরতলায় ফার্মাসিস্ট অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে এক মোমবাতি র‍্যালির সূচনা করে। ছবি- নিজস্ব।

ভোজপুর পৌঁছাল আর কে সিনহার গান্ধী সঙ্কল্প যাত্রা

আরা(বিহার), ২৩ নভেম্বর (হি.স.): বাপুর রামরাজ, মোদীর সুরাজ-এই ধ্বনিতে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহার গান্ধী সঙ্কল্পযাত্রা শনিবার বিহারের ভোজপুর পৌঁছাল ঊ শনিবার সর্বপ্রথম ভোজপুরজেলার কোইলবর ব্লকের অন্তর্গত সাকডিতে গান্ধীর সঙ্কল্প যাত্রায় আগত সাংসদ আর কে সিনহাকে স্বাগত জানানো হয়ঊ বিজেপি মহিলা মোর্চার রাজ্য মন্ত্রী এবং স্থানীয়প্রধান শ্বেতা সিংয়ের নেতৃত্বে গান্ধী সঙ্কল্প যাত্রা চলাকালীন একটি জনসভার আয়োজন করা হয়, ওই জনসভা সম্বোধন করেছেন সাংসদ আর কে সিনহাউ

জাতীর জনকমহাত্মা গান্ধীর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ২ অক্টোবর থেকে বিহারের বেতিয়া ওচম্পারণ থেকে শুরু হওয়া গান্ধী সঙ্কল্প যাত্রা শীর্ষে রয়েছেঊ বাপুর রামরাজ-মোদীর সুরাজ এই স্লোগান দিয়ে, প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ আর কে সিনহা গান্ধী সঙ্কল্প যাত্রা নিয়ে যখন ভোজপুরে পৌঁছান, তখন বিজেপির রাজ্য মন্ত্রী এবং প্রধান শ্বেতা সিংয়ের নেতৃত্বে শতাধিক বিজেপি নেতা-কর্মীরা ফুল-মালা পরিয়ে তাঁকে স্বাগত জানানঊ সংবর্ধনা চলাকালীন বিজেপিনেতা-কর্মীদের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষজনও সাংসদ আর কে সিনহার নামে জয়ধ্বনি দেনঊ এদিনের জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় সাংসদ আর কে সিনহা বলেছেন, মহাত্মা গান্ধীর নীতি ও ধারণা যদি ততালীন কংগ্রেস সরকারদেশের উন্নয়নের স্বার্থে ব্যবহার করত, তাহলে ভারত বিশ্বের উন্নতদেশগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হত এবং বিশ্বে শক্তিশালী দেশ হিসেবে উন্নীত হতঊ আর কে সিনহা জানিয়েছেন শহিদ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্র নির্মাণের যে আদর্শ লিখে গিয়েছিলে, তা কার্যকর কংগ্রেস করেনি। তা করলে ভারত আজ বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, মহামারী নিয়ে জর্জরিত হত না। সাকডিতে গান্ধী সঙ্কল্প যাত্রায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আর কে সিনহা জানিয়েছেন বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক পরিসরে পরিবর্তন এসেছে। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে নরেন্দ্র মোদী জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও নীতিগুলিকে তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শহিদ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে জাতির জনক যে আদর্শের কথা লিখে গিয়েছিলেন তা সমাজের তৃণমূল স্তরে বাস্তবায়িত করেছেন।

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে চলে যে প্রকল্পগুলি সমাজের কল্যাণের জন্য জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত করেছেন প্রধানমন্ত্রী তা গান্ধী সঙ্কল্প যাত্রার মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

নরেন্দ্র মোদী বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, মহিলা ক্ষমতায়ন ও মহিলা সুরক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং স্বনির্ভরতা, জৈব চাষ, প্লাস্টিকের একক ব্যবহার বর্জন করা, রাস্তা সুরক্ষা ইত্যাদির কাজ শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী এবং এই কাজগুলি মহাত্মা গান্ধী কল্পনা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে সমস্ত কাজ জনগণের জন্য করেছেন তা গান্ধী সঙ্কল্প যাত্রার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

গাছ লাগানোর উপকারিতার কথা জানিয়ে আর কে সিনহা জানিয়েছেন, একজন ব্যক্তির বেঁচে থাকার জন্য দিনে এক কেজি অক্সিজেন প্রয়োজন হয় এবং একটি কলা এবং বট গাছ একটি দিনে এক হাজার কেজি অক্সিজেন দেয়।গাছের কতগুলি সুবিধা রয়েছে তা বোধগম্য। তিনি জানিয়েছেন, আজ শহরগুলির বায়ু, জল এবং বায়ুমণ্ডল দূষিত হয়ে উঠেছে এবং গ্রামগুলির বায়ু, জল এবং পরিবেশ পরিষ্কার। এ কারণেই গ্রামগুলি খুশি।

তিনি বলেন, আমিও শোন নদীর তীরে অবস্থিত আমার গ্রামে বেশি সময় ব্যয় করি ঊ কারণ এখানকার বিশুদ্ধ বাতাস, জল এবং বায়ু নতুন শক্তির যোগান দেয়। তিনি জনগণকে বিষাক্ত চাষাবাদ ছেড়ে জৈব চাষ গ্রহণের আহ্বান জানান। সংসদ সিনহার এই পদযাত্রায় প্রচুর ভিড় হচ্ছে, স্থানে স্থানে প্রচুর জনসমর্থন পেয়েছেন তিনি।

বাপুর রামরাজ-মোদীর সুরাজ এই স্লোগান দিয়ে, প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ আর কে সিনহার বিহারের মাটিতে তৃতীয় পর্বের গান্ধী সঙ্কল্প যাত্রায় বটি বাঁচাও বেটি পড়াও, প্লাস্টিক নির্মূল, খাদি গ্রহণ, স্ব-রোজগার এবং স্বনির্ভরতা, জৈব চাষ ইত্যাদি বিষয়ের উপর রচিত গান ভোজপুরী সংগীত শিল্পীদের দ্বারা উপস্থাপন করে সমাজ সংস্কারের বার্তাও দেওয়া হচ্ছে। গান্ধী সঙ্কল্প যাত্রায় যে সমস্ত গান উপস্থাপিত হচ্ছে সেগুলি সংসদ আর কে সিনহার পরামর্শ এবং নির্দেশনায় রচিত হয়েছে।

এদিনের গান্ধী সঙ্কলপ যাত্রায় বিজেপি জেলা সভাপতি মিথিলাশ কুশওয়াহা, বিজেপি নেতা এবং বিহার সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী রাঘভেন্দ্র প্রতাপ সিং, রাজ্য বিজেপির যুব মোর্চার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য দীপক সিং, আরা গ্রামীণ বিজেপি সভাপতি অজয় সিং, বিজেপি নেতা সুরেন্দ্র সিং সোলঙ্কি, মদন সিং সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলার আবেদন খারিজ আদালতের

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি.স.) : কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলার আবেদন খারিজ করল দিল্লির বিশেষ আদালত। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধে এই ধরনের কোনও মামলা করার যৌক্তিকতা নেই বলেও উল্লেখ করেন বিচারক।লোকসভা নির্বাচনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলার আবেদন জমে পড়ে আদালতে। পুলিশকে এবিষয়ে একটি এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ যাতে আদালত দেয় তার দাবিও জানানো হয়। এরপর গত ১৫ মে দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্টে এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট জমা দেয় দিল্লি পুলিশ। তা খতিয়ে দেখে শনিবার রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা করার আবেদন খারিজ করল দিল্লির বিশেষ আদালত। এর গত ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্টে এই বিষয়ে একটি আবেদন দায়ের করেন এক আইনজীবী যোগিন্দার তুলি। আর অ্যাডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট সমর বিশালের এজলাসে এই মামলার শুনানির সময় রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর নামে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ জানান। উল্লেখ করেন একটি জনসভায় গিয়ে রাহুল বলেছেন, সৈনিকদের রক্তের আড়ালে লুকিয়ে তাঁদের বলিদান নিয়ে দালালি করছেন নরেন্দ্র মোদী। এই মামলার দুপক্ষের শুনানির পর ২৩ নভেম্বর এই মামলা সম্পর্কিত নির্দেশ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন বিচারক। আর এদিন রাহল গান্ধীর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা করার আবেদন খারিজ করলেন বিচারক।

শিবসেনা কার প্ররোচনায় ঘুরে গিয়েছিল: রবি শঙ্কর প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি.স.) : শনিবার সকালে মহারাষ্ট্রে বিজেপি-এনসিপি জোটে সরকার গঠনের পরে বিরোধী দলগুলির আক্রমণকে পাল্টা জবাব দিল বিজেপি। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, রাজ্যপাল তিনটি দলকে ডেকেছিলেন। এনসিপি এবং শিবসেনাকে ডাকা হলে তারা আরও সময় চেয়েছিল। আজ সকালে বিজেপি এবং অজিত পাওয়ারের সঙ্গে এনসিপির একাংশ জোট করে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছি।

রাজ্যপালের সঙ্গে শিবসেনা এবং এনসিপি-র কি এখনও কোনও আবেদন করেছিল? নির্বাচনে বিজেপি-শিব সেনা একটি বড় জনাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে, তখন শিবসেনা সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়েছিল। এদিন রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, আমাদের বলা হচ্ছে যে আমরা গণতন্ত্রকে হত্যা করেছি।

শিবসেনা ৩০ বছরের পুরনো বন্ধুত্ব ভেঙে কি গণতন্ত্র হত্যা করেনি? যখন অজিত পওয়ারের একটি বড় অংশ দেবেন্দ্র ফড়ণবিশকে সমর্থন করতে এসেছিল, গণতন্ত্র কি হত্যা করা হয়েছিল? কিছু লোক ছত্রপতি শিবাজির উত্তরাধিকার নিয়ে কথা বলন, আমি কেবল তাদেরকে বলব, যারা ক্ষমতার জন্য তাদের মতামত নিয়ে আপস করেন, তারা অন্তত ছত্রপতি শিবাজি সম্পর্কে কথা বলেন না। তাঁর খাঁটি কংগ্রেসের বিরোধিতা স্পষ্ট, জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয়তাবাদ এবং ভারতের সংস্কৃতিতে তাঁর উতর্গই প্রামাণিক।

তিনি আরও বলেন, মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি এবং শিবসেনার পক্ষে জনাদেশ ছিল।

এক প্রশ্নের জবাবে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, শিবসেনার বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা উচিত নয়, তাঁর দাবি ২৫ দিন ধরে চলছে। যারা শ্রদ্ধেয় বালা সাহেব ঠাকরের আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি তাদের সম্পর্কে কিছু বলার নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রমাণ করার বিষয়টি যথাসময়ে করা হবে।

নিয়ম-বিরোধী হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে করিমগঞ্জ কংগ্রেস, দাবি তিন বহিষ্কৃত জেলা পারিষদের

নিলামবাজার (অসম), ২৩ নভেম্বর (হি.স.) : জেলা কংগ্রেস আমাদের সঙ্গে অন্যায় করেছে। ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন কমিটির প্রতিবেদন ছাড়া জেলা কংগ্রেস এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। শুধুমাত্র সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে জেলা কংগ্রেসের এমন হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হয়নি। বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত একতরফা ও পূর্ব পরিকল্পিত। দল আমাদেরকে বহিষ্কৃত করলেও, আমরা দল ছাড়ব না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কংগ্রেস করে যাব। লোকসভা নির্বাচন, রাতাবাড়ি উপনির্বাচন ও সদ্য অনুষ্ঠিত জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্বাচনে দলের ভরাডুবির জন্য নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতেই জেলা নেতৃত্ব অবিবেচকের মতো আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জেলা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রদেশ হাইকমান্ডের সঙ্গে দেখা করতে আজই (শনিবার) গুয়াহাটির উদ্দেশে রওয়ানা হবেন, জানান দল থেকে সদ্যবহিষ্কৃত তিন জেলা পরিষদ সদস্য হেলাল খান, আফরুজা পারভিন, পারভিন চৌধুরী ও বহিষ্কৃত জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অখিল রঞ্জন তালুকদার।

শনিবার নিলামবাজারে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই জেলা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ঝারেন তাঁরা। হেলাল খান বলেন, তিনি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। জেলা পরিষদ সভাপতি নির্বাচন শুধু উদ্দেশ্য মাত্র। প্রথমবার অনুষ্ঠিত সভাপতি নির্বাচনের সময় দলীয় প্রার্থী আফরুজার পক্ষে ভোট দেওয়ার প্রমাণ হিসাবে তিনি মোবাইলে ফটো তুলে এনেছিলেন। যা পরবর্তীতে আফরুজাকে দেখিয়েওছিলেন। কিন্তু এবারের সভাপতি নির্বাচনে ভোটাভুটির সময় মোবাইল নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়নি প্রশাসন। তাই ফটো তোলা সম্ভব হয়নি। কিন্তু দলের একজন দায়িত্বশীল একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে দলীয় প্রার্থী মমতাজের পক্ষে ভোটদান করেছেন।

দাবি করে হেলাল আরও বলেন, প্রথমবার সভাপতি পদের জন্য তিনি দাবিদার ছিলেন। সে সময় থেকেই প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য শুরু হয়। হেলাল সরাসরি সিদ্দেক আহমদকে টার্গেট করে বলেন, ভবিষ্যতে দক্ষিণ করিমগঞ্জে আমি প্রার্থিত্বের দাবিদার হয়ে উঠতে পারি, এই আশঙ্কায় সিদ্দেক আহমেদ আমাকে জেলা পরিষদের সভাপতি পদে সমর্থন করেননি। বিধায়ক হওয়ার কোনও স্বপ্ন আমার নেই। শুধুমাত্র এই আশঙ্কাতেই ষড়যন্ত্র করে আমার রাজনৈতিক জীবন নষ্ট করে দেওয়ার ঘৃণ্য রাজনীতি করেছেন সিদ্দেক। ব্লক সভাপতি থেকে বিধায়ক, তার পর ক্যাবিনেট মন্ত্রী হওয়া পর্যন্ত সিদ্দেক আহমেদের ছায়াসঙ্গী হিসেবে কংগ্রেসের একজন সৈনিক হয়ে কাজ করে গিয়েছি। স্বার্থপর সিদ্দেক আহমেদ নিজের স্বার্থ ছাড়া কোনওদিন অন্যের ভালো চাননি।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের কথা স্মরণ করিয়ে হেলাল বলেন, দলীয় প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও সিদ্দেক সে সময় এআইইউডিএফ প্রার্থী রাধেশ্যাম বিশ্বাসের হয়ে প্রকাশ্যে প্রচার করেছিলেন। আর সেই অন্তর্ঘাতে দলীয় প্রার্থী ললিতমোহন শুক্লবৈদ্যের শোচনীয় পরাজয় হয়েছিল। কই, সে সময় তো সিদ্দেকের বিরুদ্ধে জেলা কংগ্রেস এমন সিদ্ধান্ত নেয়নি। তা-হলে বিনা প্রমাণে শুধুমাত্র সন্দেহের বশে তার বিরুদ্ধে জেলা কংগ্রেসের নেওয়া বহিষ্কারের সিদ্ধান্তকে ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ করেন হেলাল।

নিলামবাজার জেলা পরিষদ সদস্য আফরুজা পারভিন জেলা কংগ্রেসকে এক হাত নিয়ে বলেন, শুধুমাত্র তাঁর একক প্রচেষ্টার কারণে কংগ্রেস দ্বিতীয়বার বোর্ড গঠনের সুযোগ পেয়েছিলো। রাজ্যের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির এক নির্দেশে জেলাশাসক আশিস নাথকে সভাপতির দায়িত্ব সমঝে দিতে চেয়েছিলেন। সে সময় প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে গিয়েছিলেন আফরুজা। নিজের গাঁটের টাকা খরচ করে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর পুনরায় সভাপতি নির্বাচনের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। আফরুজা অভিযোগ করে বলেন, দলের মান-সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য আইনি লড়াই লড়ে গিয়েছি। প্রায় বছর-দিনের আইনি লড়াইয়ের সময় জেলা কংগ্রেসের কেউ তো একটি টাকাও দেননি এবং খবর পর্যন্ত নেননি। যার কারণে দল দ্বিতীয়বার বোর্ড গঠনের সুযোগ পেয়েছে, তাঁকেও শুধুমাত্র সন্দেহের কারণে দল থেকে বহিস্কার করা হল। আফরুজা সাংবাদিক সম্মেলনে সরাসরি উত্তর করিমগঞ্জের

ছয়ের পাতায়

অসমে ভাড়া বাড়ছে যাত্রীবাহী গাড়ির, সিটিবাসে চড়লেই দিতে হবে ৮ টাকা

গুয়াহাটি, ২৩ নভেম্বর (হি.স.) : অসমে যাত্রীবাহী যানবাহনের ভাড়া বাড়িয়েছে সরকার। অত্যাবশ্যক সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির ফলে এমনিতে নাগরিকজীবনের নাভিশ্বাস উঠেছে। এরই মধ্যে রাজ্য সরকার সব ধরনের গণ-পরিবহণের ভাড়া ২৫ শতাংশ করে বাড়িয়েছে। সরকার নির্ধারিত নয়া নিরিখ অনুযায়ী সিটিবাসের ন্যূনতম ভাড়া হবে ৮ টাকা এবং সর্বাধিক ২৭ টাকা।

সরকারি সূত্রের খবরে জানা গেছে, নয়া নিরিখে সিটিবাসের ভাড়া প্রতি ৫ কিলোমিটার পর্যন্ত করা হয়েছে ৮ টাকা। সেভাবে ৫ থেকে ৯ কিলোমিটার পর্যন্ত ১০.৯৪ টাকা, ৯ থেকে ১৩ কিলোমিটার পর্যন্ত ১৪.৮৫ টাকা। এছাড়া ১৩ থেকে ১৭ কিলোমিটার পর্যন্ত ভাড়া হবে ১৮.৭৫ টাকা, ১৭ থেকে ২১ কিলোমিটার পর্যন্ত ২২.৬৬ টাকা এবং ২১ থেকে ২৫ কিলোমিটার পর্যন্ত ভাড়া হবে ২৬.৫৬ টাকা। এদিকে নয়া নিরিখে ল-ফ্লোর সিটি বাসেরও ভাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে। ল-ফ্লোর সিটিবাসের এখন ন্যূনতম ভাড়া হবে ১১ টাকা।

তাছাড়া দূরপাল্লার যাত্রীবাহী বাসের ভাড়াও বাড়ানো হয়েছে। প্রতি কিলোমিটারে বেড়েছে ১.৩৩ টাকা। দূরপাল্লার এসি বাসে ভাড়া প্রতি কিলোমিটারে বৃদ্ধি পেয়েছে ১.৫৪ টাকা এবং পাহাড়ি এলাকায় চলাচলকারী দূরপাল্লার বাসের ভাড়া বেড়েছে প্রতি কিলোমিটারে ১.৬৫ টাকা করে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২০১৭ সালের ৯ অক্টোবর শেষবারের মতো গুয়াহাটিতে সিটিবাসের ভাড়া বেড়েছিল। বর্তমানে সিটি বাসের ন্যূনতম ভাড়া ৭ টাকা এবং সর্বোচ্চ ২৩ টাকা। এর আগে ন্যূনতম ভাড়া ছিল ৫ টাকা।

আবর্জনার স্তূপ উমরাংসোর ফ্যালকন মহোৎসবস্থল গলফ কোর্স এলাকা

হাফলং (অসম), ২৩ নভেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বচ্ছ ভারতের স্লোগান ধোঁপে টিকছে না ডিমা হাসাও জেলার উমরাংসোয়। উমরাংসোর গলফ কোর্স আর কপিলি হ্রদের পাশে গত ১৫ নভেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল ফ্যালকন মহোৎসব। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ আয়োজন করেছিল ফ্যালকন মহোৎসবের। কিন্তু ফ্যালকন উৎসবের আয়োজকরা স্বচ্ছতার পরতি কোনও নজর দেননি।

উৎসব শেষ হওয়ার এক সপ্তাহ অতিক্রম হওয়ার পথে। কিন্তু কপিলি হ্রদ ও গলফ কোর্সের আশপাশ এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আবর্জনার স্তূপ। চারিদিকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করছে এখন। তার আগেও জাটিঙ্গা উৎসব শেষ হওয়ার পর দেখা গিয়েছিল একই দৃশ্য। স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনে সরকার যখন অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে, কাড়ি কাড়ি টাকা খরচ করছে। ঠিক সে সময় সরকারিভাবে ফ্যালকন উৎসবের আয়োজন করে অস্বচ্ছতার নজির গড়ে এখন জনগণের সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে ফ্যালকন উৎসব আয়োজকদের।

তেজপুরে বুনোহাতির হামলায় আহত ব্যক্তির মৃত্যু, উত্তেজিত জনতার সড়ক অবরোধ

তেজপুর (অসম), ২৩ নভেম্বর (হি.স.) : তেজপুরের আড়িমরা চাপরিতে বুনো হাতির হামলায় আহত ব্যক্তির আজ মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র বিহগুড়ি এলাকায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবাদে উত্তেজিত জনতা এলাকার বকুলতলে ১৫ নম্বর জাতীয় সড়কে অবরোধ গড়ে তুলেন। নিহত ব্যক্তির নাম ভুবনচন্দ্র বণিয়া। বিহগুড়ি ছাগলচুবুরিতে তাঁর বাড়ি।

উল্লেখ্য, গত ১৬ নভেম্বর বুনো হাতির উপদ্রব থেকে এলাকাবাসীকে রক্ষা করতে স্থানীয় জনতা ওই জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। সেদিন বিহগুড়ি দৈনিকবাজার এলাকায় সড়ক অবরোধ গড়ে প্রতিবাদ সংগঠিত করেছিলেন। আজ বুনো হাতির হামলায় ভুনচন্দ্রের মৃত্যুতে ফের জাতীয় সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন এলাকার ভুক্তভোগীরা।

জাতীয় সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাসলে ছুটে যান পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিক এবং স্থানীয় প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁরা উত্তেজিত জনতার সঙ্গে কথা বলে সড়ককে অবরোধমুক্ত করার আবেদন জানান। প্রশাসনিক আবেদনে চিড়ে ভিজেনি। তাঁরা নিহতের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি এলাকার মানুষের জানমালের নিরাপত্তা দাবি করেন।

দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক

দুর্গাপুর, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : অনুমতি পত্রে ২৫ টি গাছের তালিকার হিসাব। অভিযোগ তার থেকে বেশী গাছ কাটা হয়েছে। আর তার জেরে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে শিল্পশহরে। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। খবর চাউর হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ল স্থানীয় বাসিন্দা থেকে বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠন। শনিবার হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখায় পরিবেশপ্রেমীরা।উল্লেখ্য, দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে শবদেহ রাখার নতুন মর্গ তৈরী হচ্ছে। যে জমিতে তৈরী হবে সেখানে বেশ কিছু পুরোনো মুল্যবান গাছ রয়েছে। গাছগুলি কাটার জন্য বনদফতরের অনুমতিও নেওয়া হয়। তার তালিকা ও মুল্য নির্ধারিত হয়। গাছ কাটার বরাত পায় একটি ঠিকাসংস্থা। গত কয়েকদিন ধরে চলছে গাছ কাটা। নির্বিচারে গাছ কাটা নজরে পড়তেই সন্দেহ হয় পরিবেশপ্রেমীদের। শনিবার হাসপাতাল চত্বরে সরজমিনে যায় মুক্তিকা নামে একটি সেচ্ছাসেবী সংগঠন ও স্থানীয় বাসিন্দারা। কাটাগাছে চিহ্নিত করে গুনে দেখেন। এবং হাসপাতালে বিক্ষোভও দেখায় বাসিন্দারা।

মৃত্তিকা সংগঠনের পক্ষে কৌশিকি ঘটক জানান,' অনুমতি নেওয়া হয়েছে ২৫ টা গাছের। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ৩৪ গাছ কাটা হয়েছে। এমনকি নিম ও শাল গাছ কাটার কোন অনুমতি দেওয়া যায় না। অথচ এখানে সেটা দেওয়া হয়েছে। এবং ওইসব গাছ কাটা হয়েছে। আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' স্থানীয় বিজেপিকর্মী সোমনাথ চক্রবর্তী,' গোটা দেশজুড়ে যখন সবুজ বাঁচানোর জোর তৎপরতা। তখন দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে অনুমতির বাইরে অতিরিক্ত গাছ কাটা হল। বিষয়টি কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রীর নজরে আনা হবে।' দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল সুপার দেবব্রত দাস জানান,' বন দফতরের অনুমতি মেনেই গাছ কাটা হচ্ছে।' অন্যদিকে দুর্গাপুর আঞ্চলিক বনাধিকার মিলনকান্তি মন্ডল জানান,' শুক্রবার মৌখিক একটি অভিযোগ পেয়েছিলাম। সরজমিন তদন্তে কর্মীদের পাঠানো হয়। অনুমতি দেওয়া গাছই কাটা হয়েছে। পরবর্তীকালে যদি বাড়তি গাছ কাটার অভিযোগ আসে, তাহলে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।' হিন্দুস্থান সমাচার, জয়দেব লাহা।

তেলেঙ্গানায় পথ দুর্ঘটনায় নিহত এক মহিলা, আহত তিন

হায়দরাবাদ(তেলেঙ্গানা), ২৩ নভেম্বর (হি.স.) : ফ্লাইওভার থেকে মহিলার উপর পড়ল গাড়ি। নিহত এক মহিলা। গুরুতর আহত তিন। শনিবার মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি হায়দরাবাদের রায়দুরগাম এলাকায় ঘটেছে।

মধুপুরের ডিসিপি ভেঙ্কটেশ্বর রাও জানিয়েছেন, চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাওয়ার ফলে ফ্লাইওভার থেকে গাড়িটি উল্টে গিয়ে মহিলার উপর পড়ে যায়। ফ্লাইওভারের নীচে এক মহিলা দাঁড়িয়েছিল গাড়িটি তার উপরে পড়ে যায়। মৃতের নাম সত্যবাণী(৪০)। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গ্রেটার হায়দরাবাদ পৌরনিগমের মেয়র বোনথু রামমোহন জানিয়েছেন, নিহতের পরিবারবর্গকে পাঁচ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। রায়দুরগামে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী কে টি রামা রাও জানিয়েছেন দুর্ঘটনার পর ফ্লাইওভারটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গতি নিয়ন্ত্রণের করা হবে ফ্লাইওভারে।

কলম্বিয়ার পুলিশ স্টেশনের কাছে গাড়িবোমা বিস্ফোরণ, নিহত ৩

কলম্বিয়া, ২৩ নভেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ আমেরিকার পুলিশ স্টেশনের কাছে গাড়িবোমা বিস্ফোরণউ শুক্রবার দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়ার সান্তানদার দে কুইলিচাও শহরের একটি পুলিশ স্টেশনের কাছে এই গাড়িবোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় তিন জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১০ জন। শনিবার এমন তথ্যই জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, কলম্বিয়ার সান্তানদার দে কুইলিচাও শহরের পুলিশ স্টেশনে কে বা কারা গাড়িবোমা পুঁতে রেখেছিল। শুক্রবার সেটির বিস্ফোরণেই তিন জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১০ জন। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম। তবে এখনও কেউ এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি। ঘটনাস্থলের ছবি ও ফুটেজ থেকে ধারণা করা হচ্ছে, হতাহতদের সবাই স্থানীয় নিরাপত্তা বাহনীর সদস্য।

দুদিন পরে উদ্ধার বসিরহাটের নিখোঁজ যুবকের ঝুলন্ত দেহ

বসিরহাট, ২৩ নভেম্বর(হি,স) : দুদিন নিখোঁজ থাকার পর দীপঙ্কর সরদার ২০ বছরের এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। খুন না আত্মহত্যা, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে পরিবারে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানা আবাদ কুলিয়াডাঙ্গা এলাকায়। মৃত যুবকের নাম দীপঙ্কর সরদার (২০)। এদিন সকালবেলা বছর কুড়ির আদিবাসী যুবক দীপঙ্কর সরদারের বাড়ি থেকে ৫০ মিটার দূরে আম বাগানের গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় গ্রামের চাষিরা।

পরিবার সূত্রে জানাগেছে, গত বৃহস্পতিবার গ্রামের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গিয়েছিল সে। সেখান থেকেই দীপঙ্কর নিখোঁজ হয়ে যায়। পরিবারের লোক নিকটতম আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুদের কাছে খোঁজ নিলেও তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নী। দুদিন পরে দেখা যায় ঠিক বাড়ির পিছনে আমবাগানে গলায় গামছার ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছে। প্রথমে গ্রামের চাষিরা দেখতে পায় তারপরে বাড়ির লোককে খবর দেওয়া হয়। এই ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খুন না আত্মহত্যা ? তদন্ত

ছয়ের পাতায়

শনিবার প্রগতিরোড স্থিত কাটাখালে এক ব্যক্তির মৃত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ছবি- নিজস্ব।

শীঘ্রই বড়সড় রদবদল রাজ্য বিজেপিতে

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : ডিসেম্বরের মাঝপর্বে বড়সড় রদবদল হতে চলেছে রাজ্য বিজেপি-তে। রদবদল হবে সাংগঠনিক স্তরে। নামের তালিকা মোটামুটি নিশ্চিত। এখন শুধুই ঘোষণার পালা। শনিবার এমনটাই জানা গেছে রাজ্য বিজেপি সূত্রে।

একুশের লক্ষ্যে এই রাজ্যে নতুন টিম নিয়ে নামছেন অমিত শাহ। ২০২০-র শুরু থেকেই খেলা শুরু।পুজোর আগেই রদবদলে হওয়ার কথা ছিল বিভিন্ন কারণে তা স্থগিত হয়ে যায়। রাজ্য বিজেপি সূত্রের খবর, দিলীপ ঘোষের সভাপতির আসন এখনও আপাতভাবে সুরক্ষিত। তবে তাঁর সঙ্গে রাজ্য বিজেপিতে সক্রিয় হয় উঠবেন স্বস্তিকা পত্রিকা দায়িত্বে থাকা সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত, রাজ্যসভার সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত, মোদী ঘনিষ্ঠ সংগঠক বিধান কর। মুকুল রায়কে সর্বভারতীয় বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক করে রাজ্যে পর্যবেক্ষক করা হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে।

অন্যদিকে বড় দায়িত্ব নিয়ে রাজ্য বিজেপির ক্ষমতার অন্দরে প্রবেশ করতে পারেন সংঘ নেতা জিষ্ণু বসু। তাঁকে কার্যকরী সভাপতি করা হবে নাকি রন্তিদেব সেনগুপ্তকে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে, সাংগঠনিক সম্পাদক সুব্রত চট্টোপাধ্যায়কে কেন্দ্রীয় স্তরে বড় দায়িত্ব দিয়ে জিষ্ণু বসুকে সেই জায়গায় আনা হতে পারে বলে রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর। রন্তিদেব সেনগুপ্তকে করা হতে পারে কার্যকরী সভাপতি। আবার বিধান করকে যদি সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয় তাহলে জিষ্ণু বসুকে কার্যকরী সভাপতি করা হতে পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখা ভাল বিজেপির রাজনীতিতে সাংগঠনিক সম্পাদক পদটি কার্যত সবচেয়ে ক্ষমতাবান পদ আর কার্যকরী সভাপতি মানে তিনিই ভবিষ্যতের সভাপতি।

এ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া চাইলে কোনও প্রকাশ্য মন্তব্য করতে চাননি রন্তিদেববাবু। এই মুহূর্তে দলের যে ক'জন বাঙালি অমিত শাহর অত্যন্ত বিশ্বস্ত রাজ্যসভার সদস্য স্বপনবাবু তাঁদের অন্যতম। রাজ্য ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে দীর্ঘদিনের দিল্লিবাসী স্বপনবাবু 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "আমার মূল কাজটা তো এখন কলকাতাতেই। প্রতি সপ্তাহেই আসছি। এখনও আছি। দলের কাজ তো করছিই। আর কী বলব?

ঝুলন্ত দেহ

পাচের পাতার পর

শুরু করেছে পুলিশ। মৃত যুবকের বাবা ফনি সরদার বলেন বাড়িতে কোনও অশান্তি ঝামেলা কোন কিছু হয়নি। কেন এমন ঘটনা ঘটলো তা তদন্ত করুক পুলিশ। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে হাসনাবাদ থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

দম্পতি

● প্রথম পাতার পর

চারটি মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, ঋণের জ্বালায় এভাবে একটি পরিবার শেষ হয়ে গেল, স্থানীয় জনগণ ওই ঘটনায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। বিশেষ করে, দু-দুটি ফুটফুটে বাচ্চার অকাল পরিণতি প্রতিবেশীরা কিছুতেই মানতে পারছেন না। গোটা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জন্মমহামহোৎসব

আটের পাতার পর

করেন। দুপুর ২-টায় অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সুধাংশুশেখর পাল, রাকেশ নাথ, মিহির দাস প্রমুখ শ্রীশ্রী বড়দার জীবন এবং আসন্ন সুধৃতি মহোৎসব নিয়ে আলোচনা করেন।

এর পর বেলা ৩-টায় অনিমা পালের পরিচালনায় মাতৃসম্মেলন আরম্ভ হয়। পাঁচালী পাঠ, গান, কীর্তন, ধামাইল, সবশেষে মায়েদের আলোচনা। সন্ধ্যা ৪:২৭ টায় সান্ধ্যকালীন প্রার্থনার পর একদিকে কীর্তনাদি চলে, অন্যদিকে মন্দির প্রাঙ্গণ আলোকসজ্জায় সজ্জিত করে তোলা হয়। রাত ৬:৪৫ টায় শ্রীশ্রী বড়দার ১০৯-তম শুভ জন্মলগ্ন ঘোষণার পর উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা হয়। উৎসব সুন্দর ও সার্থক করে তোলার জন্য সকল গুরুভ্রাতা, ভগিনীর অবদান অপরিসীম। এজন্য সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দায়িত্বপ্রাপ্ত সহ-প্রতিঋত্বিক সুধাংশুশেখর পাল।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স** : **একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব** : ও **আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক** : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান** : **নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস** : **প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ** : **পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ** : **বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস** : **রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস** : **টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

যান সন্ত্রাসে

● প্রথম পাতার পর

অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। গাড়িটির নম্বর টিআর ০১ এটি ১৭২৬। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ডাম্পার গাড়ি ও বাইকটি উদ্ধার করেছে।

এদিকে, রানিরবাজার মোহনপুরের আচার্যটিলা এলাকায় জাতীয় সড়কে দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই এক বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থল থেকে অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা অপর দুই গুরুতর আহত বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। মৃত বাইক আরোহীর নাম গোবিন্দ দেবনাথ। বয়স ৩৩ বছর। তাঁর বাড়ি মোহনপুর এলাকাতেই। দুই আহত বাইক আরোহী জেমস দেববর্মা এবং মণীশ দেববর্মার বাড়ি জিরানিয়ার কলাবাগান এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, একটি কেটিএম এবং পালসার বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। তবে কেটিএম বাইকটি দ্রুতগতিতে ছিল, এজন্যই দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বাইক দুটির সামনের অংশ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, বিজেপি-র বিরুদ্ধে রাজ্য প্রশাসনের সাথে নির্বাচন কমিশনের স্থানীয় অধিকারিকরাও যুক্ত। তাই রাজ্য সরকার স্বৈরাচারী আচরণের সাহস পাচ্ছে। তিনি নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

কালিয়াগঞ্জের ভোটাররা তৃণমূলের শাসনে নানাভাবে বঞ্চিত। তাই, উপনির্বাচনে তাঁরা ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকেই ঝুঁকবেন বলে মনে করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি বিপ্লবকুমার দেব। কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি মানুষের বিশ্বাস দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। এ-জন্যই আজ (শনিবার) কালিয়াগঞ্জে উপনির্বাচনের প্রচারে রোড শো-য় অংশ নিয়ে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীর জয় নিশ্চিত বলে দাবি করেন বিপ্লব দেব। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, সমস্ত বাধা অতিক্রম করে কালিয়াগঞ্জের ভোটাররা বিজেপি প্রার্থীকেই জয়ী করবেন।

এদিন স্থানীয়দের সহায়তায় অভিভূত বিপ্লববাবু বললেন, পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন নির্ধারিত কর্মসূচি ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করলেও এই রোড শোয় জনগণের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। তাঁর দাবি, মানুষের মধ্যে উৎসাহ লক্ষণীয়। যোগ করেন, কালিয়গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের আসন্ন উপনির্বাচনে টিএমসির শিকড় ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাবে।

আজ তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপর বাংলার জনগণের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ শাখা মানুষের স্বার্থে কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে। তাই, আসন্ন উপনির্বাচনে বিজেপি অবশ্যই বিজয়ী হবে। আজকের প্রচার কর্মসূচিকে ঘিরে বিপুল সংখ্যায় মানুষ রাস্তায় নামার জন্য রায়গঞ্জের জনগণকে বিনম্রভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিপ্লব কুমার দেব।

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ সফরে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী কালিয়াগঞ্জ উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী কমল সরকারের বাসভবনে গিয়ে তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

জেলা পারিষদের

পাচের পাতার পর

বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকে দায়ী করে বলেন, একমাত্র কমলাক্ষের অঙ্গুলি হেলনে দল তাঁর বিরুদ্ধে এমন অনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আফরুজা আরও গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন, প্রথমবার সভানেত্রী প্রার্থী হওয়ার সময় উত্তর করিমগঞ্জের চার জেলা পরিষদ সদস্য তাঁর কাছে একটি করে স্কোরপিও গাড়ি দাবি করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাতে রাজি না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে ভোট পড়েছিল। উদাহরণ তুলে ধরে আফরুজা জানান, সভানেত্রী প্রার্থী হিসেবে তাঁর পক্ষে ভোট পড়েছিল ১০টি, আর উপসভাপতি পদে দলীয় প্রার্থী শঙ্কর মালাকারের পক্ষে পড়ে ১১টি। দলীয় সদস্য সংখ্যা ১১ ছিল। তা-হলে দলীয় এক সদস্যের ভোট তাঁর বিপক্ষে গিয়েছিল এটা নিশ্চিত। সেদিন জেলা কংগ্রেস তদন্ত করে সেই বিশ্বাসঘাতক দলীয় সদস্যের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহন করেনি, কেন? সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আফরুজা এমনই গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেন।

এদিকে বহিষ্কৃত জেলা কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক অখিলরঞ্জন তালুকদার তাঁর বিরুদ্ধে গৃহীত একতরফা সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, শতাব্দিপ্রাচীন দল কংগ্রেসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তৃণমূল পর্যায়ে কর্মীরা। কিন্তু জেলা নেতৃত্বের কাছে এ সবের কোনও মূল্যই নেই। অখিলবাবু বলেন, রাতাবাড়ি উপনির্বাচনে দলবিরোধী কার্যকলাপের ভিত্তিহীন অভিযোগের কারণ দেখিয়ে তাঁকে দল থেকে ছয় বছরের জন্য বহিস্কার করা হয়েছে। দলীয় প্রার্থী কেশবপ্রসাদ রজক-সহ বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্র এলাকার কুড়িটি মণ্ডলের মধ্যে একটি মণ্ডলও তাঁর বিরুদ্ধে দলবিরোধী কার্যকলাপের কোনও লিখিত অভিযোগ জেলা কংগ্রেসে দাখিল করেনি। তার পরও তাঁর বিরুদ্ধে জেলা নেতৃত্ব শোকজ নোটিশ জারি করেছিল। দলীয় অনুশাসনের কথা চিন্তা করে তিনি শোকজের উপযুক্ত জবাবও দিয়েছিলেন। কিন্তু দলীয় ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন কমিটির সঙ্গে কোনও আলোচনা পর্যালোচনা না করে জেলা কংগ্রেস একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর প্রতি চরম অবিচার করেছে বলে অভিযোগ করেন অখিলরঞ্জন তালুকদার।

জেলা কংগ্রেস শোকজ নোটিশ জারি করার পর বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্র এলাকার মণ্ডল কমিটিগুলো আলোচনা করে এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবও জেলা কংগ্রেসে পাঠিয়েছিল। কিন্তু জেলা নেতৃত্ব মণ্ডল কমিটিগুলোর পাঠানো প্রস্তাবকে কোনও গুরুত্ব না দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন অখিল তালুকদার। বলেন, আত্মপক্ষ সমর্থনের সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে, এর জন্য তিনি বহিষ্কৃত জেলা পরিষদ সদস্যদের সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের দ্বারস্থ হতে আজই গুয়াহাটির উদ্দেশে রওয়ানা হবেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত বহিষ্কৃত বারইগ্রাম জেলা পরিষদ সদস্য পারভিন চৌধুরীর প্রতিনিধি গোলাম কুদ্দুস চৌধুরীও দলীয় সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন। বলেন, দল নির্দিষ্ট কোনও কারণ ছাড়াই এমন হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাম্প্রতিককালে দলের এই সংকটপূর্ণ সময় দলে একতার খুবই প্রয়োজন। কিন্তু জেলা নেতৃত্ব দলের এই দুর্দিনে দলকে একত্রিত রাখার বদলে দলকে আরও সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। তিনিও ষড়যন্ত্রের শিকার বলে সাংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করেন।

প্রসিকিউটর

তিনের পাতার পর

প্রি-ট্রায়াল চেম্বার তৃতীয় আদালতের বিচারকরা 'বাংলাদেশ/মিয়ানমার পরিস্থিতি' নিয়ে তদন্তের জন্য প্রসিকিউটর অফিসকে নির্দেশ দিয়েছে।এতে উল্লেখ করা হয়, মিয়ানমার আইসিসি'র সদস্য দেশ নয়, এজন্য দেশটি আইসিসি'র পক্ষ নয়। তবে বাংলাদেশ আইসিসি'র পক্ষ। প্রসিকিউটর চেম্বার আদালতের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে, আদালত বলেছে মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে যে সব বেসামরিক নাগরিক বাধ্য হয়ে বাংলাদেশে এসেছে তারা হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে এখানে এসেছে, এই ঘটনায় সুস্পষ্টভাবে ভৌগোলিক সংযোগ রয়েছে। এটি মিয়ানমারের অপরাধ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

মৃত্যু বেড়ে ৪

তিনের পাতার পর

হারান ৩ জন পুলিশ কর্মী। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে আরও একজন পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হয়।

অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (এডিজিপি) মুরারী লাল মীনা জানিয়েছেন, লাতেহার জেলায় মাওবাদী হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন একজন সাব-ইন্সপেক্টর-সহ ৪ জন পুলিশ কর্মী। প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ এবং শুক্রবার (২২ নভেম্বর) বিজেপির কার্যকরী সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে দাবি করেছিলেন, "নকশাল-মুক্ত হয়েছে ঝাড়খণ্ড"। কিন্তু, অমিত ও নাড্ডার এই দাবি পুরোপুরি ভুল প্রমাণিত করল মাওবাদীরা। শুক্রবার রাতে ভয়াবহ হামলা চালিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব ফের জানান দিল মাওবাদীরা।

কৃষিক্ষেত্রে ত্রিপুরায় যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, বলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রুপালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। কৃষিক্ষেত্রে ত্রিপুরার সম্ভাবনা অপরিসীম। এর কারণ, কেন্দ্রে মোদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে কৃষি ও কৃষকদের ভীষণ উন্নতি হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার গৃহীত প্রকল্পে কৃষকরা দারুণভাবে উপকৃত হচ্ছেন। তবুও রাজ্যগুলিতে কোনও সমস্যা রয়েছে কিনা তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখার জন্য কৃষিমন্ত্রককে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাই ত্রিপুরায় কৃষি ও কৃষককল্যাণে চলমান প্রকল্পের বিভিন্ন কাজকর্মের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে এসেছেন তিনি। বক্তা কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষককল্যাণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী পুরুষোত্তম রুপালা। তিনি জানিয়েছেন, কৃষিক্ষেত্রে ত্রিপুরায় কাজকর্ম যথেষ্ট সন্তোষজনক।

শনিবার অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুরুষোত্তম রুপালা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে গোটা দেশের পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি দারুণ উপকৃত হয়েছে। তাই রাজ্যগুলির চলমান কাজের মূল্যায়নে এসেছি। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের সাথে কেন্দ্রীয় সরকার যৌথভাবে কাজ করছে। ফলে ত্রিপুরাকে দেশের মূলস্রোতে নিয়ে যেতে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তাঁর কথায়, ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে ত্রিপুরা এবং রাজ্যের কৃষকরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। ওই সমস্যাগুলি সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছি। সাথে তিনি যোগ করেন, আগামীদিনে কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নে রূপরেখা স্থির করার জন্য আজ আলোচনা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, ত্রিপুরায় কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। প্রয়োজনীয় সহায়তা ত্রিপুরাকে কৃষিক্ষেত্রে দেশের অগ্রণী স্থানে পৌঁছে দেবে। তাই, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানে রাজ্যের মতামত জেনেছি। এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। মূলত, সারা দেশের জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদের কদর রয়েছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় কৃষিকাজের সার খুব কম ব্যবহৃত হচ্ছে। আগামীদিনে জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদেও ত্রিপুরায় অগ্রগতি হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা বাস্তবায়নে সমস্যার বিষয়টি তিনি স্বীকার করেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ঋণগ্রহীতা কৃষকদের ফসল বিমা যোজনা সুযোগ লাভে অসুবিধা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিমা সংস্থাগুলির সাথে কথা বলা জরুরি হয়ে পড়েছে। তাঁর কথায়, রাজ্যের সমস্ত কৃষকের তথ্য সংগ্রহ করেছি। ফসল বিমা যোজনায় স্থিতি জেনেছি। তিনি বলেন, দিল্লি ফিরে গিয়ে বিমা সংস্থাগুলিকে ডাকা হবে। ওই সমস্যাগুলি সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে, ফসল বিমা যোজনা কৃষকদের দারুণ উপকারি এ-বিষয়টিও তিনি তুলে ধরেছেন আজ।

দুর্ভোগ

● প্রথম পাতার পর

বসেন আড়াই হাজারের বেশি মানুষ।

সংবাদে প্রকাশ, রুদিজলার আশেপাশের প্রায় চার হাজার পরিবারের বসবাস। নীরমহল পর্যটনকে আরও বেশী আকর্ষণীয় করারজন্য রামসা প্রকল্পের আওতায় আনা হয় রুদিজলাকে। ৬০০.২০ একর রামসা এলাকার অধীন হলেও তার বাইরে রয়েছে আরও প্রায় ১২০০ একর জমি। ওই জমিতে চাষাবাদ করে জীবনযাপন করেন চার হাজারের বেশী পরিবারের লোকজন। রামসা প্রকল্পের গাইডলাইন অনুযায়ী রুদিজলার জলস্তর ১০ মিটার করা হয়েছে। তাতে, ৬০০.২০ একর এর বাইরের প্রায় সাত-আট কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত জল জমে গিয়েছে। ফলে, ওই জমিতে স্থানীয় পরিবারগুলি চাষাবাদ করতে পারছে না। এই নিয়ে কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। বিষয়টি প্রশাসনের কাছে বহুবার বলা হয়েছে। কিন্তু, কোন সুফল মিলেনি।

এদিকে, শনিবার আন্দোলন সংগঠিত করার পর প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয় দুটি কমিটি গিয়ে স্থানীয় জনগণের সাথে কথা বলবে। এই দুটি কমিটি হচ্ছে এসেসমেন্ট কমিটি এবং গ্রিভেন্স কমিটি। এই দুটি কমিটি সোমবার সেখানে যাবে। এসেসমেন্ট কমিটি স্থানীয় জনগণের সাথে কথা বলে জানার চেষ্টা করবেন কত পরিমাণ জলস্তর রাখা হলে চাষাবাদের সমস্যা হবে না। যদিও কৃষকদের দাবি অন্তত সাত-আট মিটার হলে চাষাবাদ করা যেতে পারে। অন্যদিকে গ্রিভেন্স কমিটি স্থানীয় চাষিদের অভাব অভিযোগের কথা শুনবেন। চাষীদের অভিযোগ, পূর্বেও তারা সেখানে চাষাবাদ করেছেন। একই সাথে পর্যটনেরও কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। এখন এইসব বিষয়গুলি চলে আসে। তাছাড়া প্রকল্পের বিষয়ে ওয়েটল্যান্ড কমিটি যে প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে দিয়েছে, সেই কমিটি চাষীদের সাথে কোনও ধরনের আলাপ আলোচনা করেনি। যদি আলাপ আলোচনা করে প্রস্তাব পাঠানো হত তাহলে কৃষকদের দাবী ও আপত্তি সম্পর্কে অবগত হতে পারত।

এদিন, আন্দোলনরত মানুষের সাথে স্থানীয় পুর পরিষদের চেয়ারম্যান সহ জনপ্রতিনিধিরা কথা বলেন। আশ্বাস দেন আগামী সোমবার এসেসমেন্ট কমিটি ও গ্রিভেন্স কমিটি সেখানে পৌঁছবেন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে কথা বলবেন। এই আশ্বাস পাওয়ার পর বিক্ষোভকারীরা পথ অবরোধ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়।

প্রথা

● প্রথম পাতার পর

বলি প্রথা বন্ধ হয়।

ওই রায়ের ফলে, নবমী পূজোতে দূর্গাবাড়িতে মহিষ বলি হয়নি। তেমনি দীপাবলি এবং দেওয়ালির আগে অমাবশ্যায় মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে বলি বন্ধ ছিল। আজ গোমতী জেলা শাসক বলি প্রথা নিষিদ্ধে ত্রিপুরা হাই কোর্টের রায়ে সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশের অর্ডার কপি পেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন। ফলে, আগামীকাল রবিবার থেকে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পূনরায় চালু হচ্ছে বলি প্রথা। রীতি অনুযায়ী আগামী অমাবশ্যায় মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে একত্রে তিনটি বলি দিতে হবে। কারণ, মাঝে বলি প্রথায় বাধা পড়েছে। তাতে দুটি অমাবশ্যা এবং দীপাবলির বলি হয়নি।

শিক্ষামূলক

● প্রথম পাতার পর

নিয়েছেন। খোয়াই জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন, যারা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে তাদের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই বলেও জানান চিকিৎসকরা।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

রাজধানী আগরতলাষ প্রগতি স্কুল সংলগ্ন কাটাখালে এক যুবকের মৃতদেহ ভাসতে দেখেন এলাকাবাসী। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় জনগণ পশ্চিম আগরতলা থানায় খবর দেন। পুলিশ সাথে ডুবুরি এনে কাটাখাল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ মৃতদেহটি রাকেশ দেবের বলে শনাক্ত করে। তাকে খুন করা হয়েছে বলে মনে করছে না পুলিশ। কারণ, মৃতের শরীরে আঘাতের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবক চারদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন।

এদিকে মৃতের পরিবারের বক্তব্য, রাকেশ মৃগী রোগী ছিলেন। তাই ধারণা করা হচ্ছে, রাতের অন্ধকারে বাড়ি ফেরার সময় হয়ত কাটাখালের জলে পড়ে যান তিনি। ফলে তার মৃত্যু হয়েছে। অবশ্য পুলিশ ওই ঘটনার তদন্ত হবে বলে জানিয়েছে।

মহানাটক

● প্রথম পাতার পর

ঠাকরের কাছ থেকে ফোন পেয়েই আমরা ছুটে যাই। সময় দেওয়া মাত্র শরদ পাওয়ারের সঙ্গে দেখা করা হয়।' বিধানসভার কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ যে শিবসেনা ও এনসিপি করবে, তা মনে করিয়ে দিয়ে আহমেদ প্যাটেল জানিয়েছেন, বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করবে জোট।

শুক্রবার রাতে সরকার গড়ার বিষয়ে ঐক্যমতে আসে শিবসেনা, এনসিপি এবং কংগ্রেস। কিন্তু শনিবার ভোরে সমস্ত সমীকরণ উল্টে দিয়ে বিজেপিকে সমর্থন করে বসে এনসিপি নেতা অজিত পাওয়ার। বর্ষীয়ান এনসিপির নেতার দাবি দলের বহু বিধায়ক বিজেপি সমর্থন করেছে।

মহারাষ্ট্রে দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ ও অজিত পাওয়ারের জোটবদ্ধ হয়ে সরকার গড়াকে কটাক্ষ করেছেন আম আদমি পার্টির নেতা সঞ্জয় সিং।

শনিবার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং জানিয়েছেন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মর্যাদাকে হত্যা করা হয়েছে রাতের অন্ধকারে। রাজভবন এখন রাজা ভবনে পরিণত হয়েছে। ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য রাজ্যপাল এখন দারপালে রূপান্তর হয়েছে। আম আদমি পার্টির এই নেতা আরও জানিয়েছেন, 'রাষ্ট্রশাসন মহারাষ্ট্রে জারি রয়েছে, তা প্রত্যাহার কবে হল? নতুন সরকার বানানোর প্রক্রিয়াই বা কবে শুরু হল? অজিত পাওয়ার দাবি করেছেন যে তাঁর কাছে ২২জন বিধায়কের সমর্থন রয়েছে। সব মিলিয়ে ১২৭ জন বিধায়কের সমর্থন বিজেপি সরকারের কাছে রয়েছে, যা গরিষ্ঠতা প্রমাণের থেকে অনেক দূরে। রাজ্যে বিভাজন তৈরি করার জন্য এমন কাজ করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে সমস্ত রাজনৈতিক জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শনিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রীর পদে শপথ নিয়েছেন দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ এবং উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার।

শিবসেনাকে বিজেপি মোক্ষম শিক্ষা দিয়েছে । এমনটাই মনে করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আঠাওয়ালে। শনিবার মহারাষ্ট্রে নতুন সরকার গড়া প্রসঙ্গে কেন্দ্রে বিজেপির সহযোগী রিপাবলিকান পার্টির রামদাস আঠাওয়ালে বলেন, "সেনাকে শিক্ষা দিয়েছে বিজেপি। অমিত শাহ বলেছিলেন, সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে, এখন ভালই হয়েছে।

আঠাওয়ালে মনে করিয়ে দেন যে গত সপ্তাহেই বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ বলেছিলেন যে, চিন্তার কিছু নেই, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। যখন তিনি মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন তখনই অমিত শাহ বলেছিলেন যে, বিজেপিই সরকার গড়বে।

অমিত শাহ তাঁকে বলেছিলেন, বিজেপি ও শিবসেনা একজোট হয়ে সরকার গঠন করবে। বিজেপি সরকার গঠন করল ঠিকই, তবে শিবসেনাকে ছাড়া, তাও নাটকীয় ভাবে। ভোর ৫.৪৭ মিনিটে মহারাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রপতি শাসন তুলে নেওয়া হয় এবং সকাল আটটায় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ। উপমুখ্যমন্ত্রী হন শরদ পাওয়ারের ভাইপো অজিত পাওয়ার।

শিবসেনা, এনসিপি ও কংগ্রেসের তরফে শুক্রবারই ঘোষণা করে দেওয়া হয় যে, মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন শিবসেনার সভাপতি উদ্ধব ঠাকরে। কিন্তু সকালেই দেশ জানল, মহারাষ্ট্রে দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন বিজেপির দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ। উপমুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন এনসিপির অজিত পাওয়ার। যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা উ তবে আগামী ২৯ অক্টোবরের মধ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হবে দেবেন্দ্র ফড়ণবিশকে।

জনাদেশকে সম্মান দিয়েই মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ। শনিবার নতুন সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে এমনই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর।

শিবসেনা, কংগ্রেস, এনসিপির খিচুড়ি সরকারকে কটাক্ষ করে প্রকাশ জাভরেকর জানিয়েছেন, বিপুল জনাদেশকে সম্মান জানিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসেছেন দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ। যে খিচুড়ি গড়ার চেষ্টা হচ্ছিল, তা জনাদেশ বিরোধী ছিল। এতে করে মহারাষ্ট্রের মানুষ জয় হল। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটকেই রাজ্যবাসী ভোট দিয়েছিল। শিবসেনা রাজ্যবাসীর সঙ্গে বিরোধীতা করে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলায়। সেই কংগ্রেস যারা বীর সাভরকারের বিরোধীতা করেছে। এমনকি অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণেরও ঘোর বিরোধী কংগ্রেস। দুর্নীতিতে লিপ্ত এবং দেশেকে যে দল জরুরি অবস্থার অভিশাপ দিয়েছিল সেই কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে শিবসেনা।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী আরও দাবি করেছেন, শিবসেনা যে দাবি করছে, তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। এনসিপির সঙ্গে শিবসেনা হাত মেলালে, তা সঠিক। আর এনসিপির বিধায়করা যদি বিজেপিকে সর্মথন করে তবে তা বেঠিক। এমন দাবি ভিত্তিহীন।

াঙ্গন

২৪১ রানে পিছিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে নেমেই শাদমানকে হারাল বাংলাদেশ

৩৪৭ রানে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করল ভারত। নয় উইকেট পড়ে গিয়েছিল ভারতের। সেই অবস্থাতেই অধিনায়ক বিরাট কোহালি ডেকে নিলেন দুই ব্যাটসম্যান ঋদ্ধিমান সাহা (১৭) ও মহম্মদ শামিকে (১০)। ২৪১ রানে এগিয়ে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া।শনিবার লাঞ্চের পরের ঘণ্টায় দুর্দান্ত ভাবে লড়াইয়ে ফিরেছিল বাংলাদেশ। ইডেনে গোলাপি বলের টেস্টে মোমিনুল হকের দলকে ম্যাচে ফিরিয়ে এনেছিলেন বোলাররা। লাঞ্চের সময় চার উইকেটে ২৮৯ তুলেছিল ভারত। লাঞ্চের পরের ঘণ্টায় পড়েছিল পাঁচ উইকেট। ৩৩১ রানে নয় উইকেট পড়ার পর ঋদ্ধি-শামি যোগ করেছিলেন ১৬ রান। তার পরই ইনিংসে সমাপ্তি ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেন কোহালি।এদিন ইডেনের বাদশা অবশ্যই বিরাট কোহালি। গোলাপি বলের টেস্টে ভারতের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে সেঞ্চুরি করলেন তিনি। তাইজুল ইসলামের বলে স্কোয়ার লেগে ঠেলে দুই রান নিয়েটেস্ট কেরিয়ারের ২৭তম সেঞ্চুরি পূর্ণ করলেনতিনি।শতবানে পৌঁছতেনিলেন ১৫৯ বল। মারলেন এক ডজন বাউন্ডারি। অধিনায়ক হিসেবে এটা তাঁর ২০তম সেঞ্চুরি।বিরাট কোহালি কি ভারতের প্রথম গোলাপি টেস্টে সেঞ্চুরি করতে পারবেন? শনিবাসরীয় সকালে ইডেনমুখো জনতার আগ্রহ ছিল এটাই। সেই আগ্রহ মেটাতে বেশিক্ষণ সময় নিলেন না তিনি।এদিন তিনি শুরু করেছিলেন দাপটে। যে ভঙ্গিতে শুক্রবার মুগ্ধ করেছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীদের, সেই আত্মবিশ্বাস সঙ্গী হয়েছিল তাঁর।রাহানেও স্ট্রেট ড্রাইভে চার মেরে বুঝিয়েছিলেন বড় রানের জন্য তৈরি তিনি। কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হলেন না। ৫১ রানে বাঁ-হাতি স্পিনার তাইজুল ইসলামের বলে কাট মারতে গিয়ে পয়েন্টে এবাদত হোসেনকে ক্যাচ দিলেন তিনি। অন্যদিকে, বিরাট অবশ্য স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে এগিয়ে চললেন। সেঞ্চুরির পর আবু জায়েদের ওভারে প্রথম চার বলে বাউন্ডারি মেরে ইডেনকে মন্ত্রমুগ্ধ করলেন তিনি। সেই ওভারে তিনি নিলেন ১৯ রান। জমাট দেখাচ্ছিল তাঁকে। আউট হবেন বলে মনেই হচ্ছিল তাঁকে।শেষ পর্যন্তলাঞ্চের পর এবাদত হোসেনের বলেডিপ স্কোয়ার লেগে তাইজুল ইসলামের অবিশ্বাস্য ক্যাচে ফিরলেন তিনি। ১৯৪ বলে ১৩৬ করলেন বিরাট। তাঁর ইনিংসে ছিল ১৮টি বাউন্ডারি।তার আগে আবু জায়েদের বলে বোল্ড হয়েছিলেনরবীন্দ্র জাডেজা (১২)।পঞ্চম উইকেটে কোহালি-জাডেজা যোগ করেছিলেন ৫৩ রান। আর ষষ্ঠ উইকেটে কোহালি-ঋদ্ধিমান সাহা যোগ করেছিলেন ১৯ রান।ইডেনে ঘণ্টা বাজিয়ে খেলা শুরুর সঙ্কেত বিশ্বনাথন আনন্দ ও ম্যাগনাস কার্লসেনের। নিজস্ব চিত্র।শুক্রবার ৫৯ রানে অপরাজিত ছিলেন ভারত অধিনায়ক। কোহালি খেলছিলেন রীতিমতো দাপটে। গোলাপি বলকে পোষ মানানোর ভঙ্গিতে। তাঁর সঙ্গে ২৩ রানে অপরাজিত ছিলেন সহ-অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে। দু''জনে অবিচ্ছিন্ন চতুর্থ উইকেটে শুক্রবার যোগ করেছিলেন ৩৭ রান। ৪৬ ওভারে তিন উইকেটে ১৭৪ তুলেছিল ভারত। লিড ছিল ৬৮ রানের।তার আগে শুক্রবারগোলাপি বলের টেস্টে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাংলাদেশের অধিনায়ক মোমিনুল হক। কিন্তু প্রথম ঘণ্টাতেই চার উইকেট পড়ে যায় পদ্মাপারের দলের। সেই ধাক্কা আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ। দ্বিতীয় সেশনে ১০৬ রানে দাঁড়ি পড়ে ইনিংসে। ইশান্ত শর্মা নেন পাঁচ উইকেট। উমেশ যাদব নেন তিন উইকেট। মহম্মদ শামি নেন দুই উইকেট। শামির বাউন্সারে আবার মাথায় চোট পেয়ে ছিটকে যান লিটন দাস ও নইম হাসান। কনকাসন সাব হিসেবে ব্যাট করেন মেহেদি হাসান মিরাজ ও তাইজুল ইসলাম।গোলাপি বলের ভেল্কি দেখা গেল ইডেনে। বল পুরনো হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় দিনের প্রথম সেশনে যেখানে এক উইকেট হারিয়ে ১১৫ রান উঠল সেখানে দ্বিতীয় সেশনে নতুন বল নেওয়ার পর এক ঘণ্টাতেই পাঁচ উইকেট পড়ে গেল। সেঞ্চুরি করার পর সুইং সামলাতে হিমশিম খেলেন বিরাট কোহলিও। শেষ পর্যন্ত ৯ উইকেটে ৩৪৭ রানে ডিক্লেয়ার করে দিল ভারত। বাংলাদেশের থেকে প্রথম ইনিংসে ২৪১ রানের লিড পেল ভারত। প্রথম দিনের শেষে ব্যাট করছিলেন ভারতীয় অধিনায়ক বিরাট কোহলি ও তাঁর ডেপুটি অজিঙ্ক্যা রাহাণে। কোহলি ৫৭ ও রাহাণে ২৩ রানে অপরাজিত ছিলেন। যথেষ্ট সাবলীল দেখাচ্ছিল দু''জনকে। প্রথম দিন যেখানে শেষ করেছিলেন দ্বিতীয় দিন সেখান থেকেই শুরু করলেন বিরাট। সঙ্গে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করছিলেন রাহাণেও। কিন্তু নিজের হাফসেঞ্চুরি করার পরেই উইকেট দিয়ে ফেরেন রাহাণে। খারাপ শট খেলে রাহাণে আউট হলেও নিজের সাবলীল ব্যাটিং করে যাচ্ছিলেন বিরাট। ফাইন লেগ অঞ্চলে দু''রান নিয়ে নিজের ২৭তম সেঞ্চুরি করলেন বিরাট।স্কোরবোর্ডে তখন মাত্র ৩৮!বাংলাদেশের হয়ে কিছুটা লড়ছিলেন ওপেনার শাদমান। কিন্তু উমেশের বলে উইকেটকিপার ঋদ্ধিমান সাহাকে ক্যাচ দিলেন তিনি। ফিরলেন ব্যক্তিগত ২৯ রানে। হলেন উমেশের তৃতীয় শিকার। দলীয় ৬০ রানে ফিরলেন মাহমুদুল্লাহ। ইশান্তের বলে ডানদিকে ঝাঁপিয়ে প্রথম স্লিপের সামনে থেকে তাঁর ক্যাচ ধরলেন ''সুপারম্যান সাহা''। মাহমুদুল্লাহ করলেন মোটে ছয়।এর পর লিটন দাস রিটায়ার্ড হার্ট হয়েছিলেন। মহম্মদ শামির বল হেলমেটে লেগেছিল বাংলাদেশের উইকেটরক্ষকের। পরের ওভারে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। তখন তাঁর রান ২৪। আম্পায়ারকে তিনি বললেন যে তাঁর অসুবিধা হচ্ছে খেলতে। ২১.৪ওভারে বাংলাদেশের রান তখন ছয় উইকেটে ৭৩। বৃহস্পতিবারই ফিসফাস ছিল যে গোলাপি বল দেখতে সমস্যা হচ্ছে লিটনের। এদিন ব্যাট করার সময়ও সেটাই তাঁকে মুশকিলে ফেলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। লিটনের পরিবর্তে ''কনকাসন সাবস্টিটিউট'' হিসেবে এসেছিলেন মেহেদি হাসান। ইশান্তের বলে এবাদত হোসেন (১) বোল্ড হওয়ার পর ক্রিজে এলেন তিনি।

৮২ রানে পড়েছিল বাংলাদেশের সপ্তম উইকেট। কিন্তু বেশিক্ষণ টিকলেন না মেহেদিও (৮)। ইশান্তের বলে মিডউইকেটে দাঁড়ানো চেতেশ্বর পুজারাকে ক্যাচ দিলেন তিনি। শেষ উইকেট হিসেবে নাইম হাসানকেও (১৯) বোল্ড করলেন ইশান্ত।তার আগেভারতে হওয়া প্রথম গোলাপি বলে দিনরাতের টেস্টেটস জিতেছিলেন বাংলাদেশের অধিনায়ক মোমিনুল হক। টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি।খেলা শুরুর আগে দুই দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে মিলিত হন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দু''জনে ঘণ্টা বাজিয়ে সূচনাও করেন খেলার। সেখানে তখন ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ভিআইপি বক্সে আবার সচিন তেন্ডুলকরকে দেখা গেল হাসিনার পাশে বসে কিছু বোঝাতে।ইডেনে ঘণ্টা বাজিয়ে গোলাপি বলে টেস্টের সূচনা করছেন হাসিনা-মমতা। রয়েছেন সৌরভও। নিজস্ব চিত্র।ইনদওরে প্রথম টেস্ট ইনিংস ও ১৩০ রানে জিতে দুই টেস্টের সিরিজে এগিয়ে রয়েছে ভারত। বিরাট কোহালিরদলের সামনে ইডেনে সিরিজ ২-০ করার হাতছানি। একই সঙ্গে এই টেস্ট জিতলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে পয়েন্টের নিরিখে অনেক এগিয়ে যাবে টিম ইন্ডিয়া।এই টেস্টে ভারতের প্রথম এগারো অপরিবর্তিত রয়েছে। ফলে পাঁচজন বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান, তিনজন পেসার, দু''জন স্পিনার ও এক উইকেটকিপারেই খেলছে ভারত। কম্বিনেশনে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। বাংলাদেশ দলে অবশ্য দুটো পরিবর্তন হয়েছে। বাঁ-হাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম ও অফস্পিনার মেহেদি হাসান বাদ পড়েছেন। দলে এসেছেন পেসার আল-আমিন ও অফস্পিনার নাইম হাসান। ফলে, মুস্তাফিজুর রহমান থাকলেন দলের বাইরেই। নেটে গোলাপি বল দেখার ক্ষেত্রে সমস্যা হলেও উইকেটকিপার হিসেবে খেলছেন লিটন দাসই।নজরবন্দি ব্যুরো: গোলাপি টেস্টের প্রথম দিনের লাঞ্চের বিরতি পর্যন্ত বাংলাদেশ ৭৩ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে রীতিমতো কোণঠাসা। দ্বিতীয় স্লিপে রোহিত শর্মা বাঁজ পাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে মোমিনুল হকের ক্যাচ, উমেশ যাদবের বলে ঐতিহাসিক গোলাপি টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার টিম স্পিরিটকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। গোলাপি টেস্টের প্রথম ঘন্টাতে চার উইকেট উপড়ে পড়ে গিয়েছিল। প্রাথমিক ধাক্কা আর সামলে উঠতে পারেনি মুশফিকুরেরা।

কলকাতা ডে-নাইট টেস্ট হরভজন হলেন ইমোশনাল, সৌরভকে নিয়ে দিলেন এই অবাক করা বয়ান

কলকাতায় ভারতীয় দল নিজেদের প্রথম ডে-নাইট টেস্ট ম্যাচ খেলছে। যেখানে বিসিসিআইয়ের সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলী সমস্ত প্রাক্তন ভারতীয় তারকাদের ম্যাচ চলাকালীন এখানে ডেকেছেন। এর মধ্যে হরভজন সিং সৌরভ প্রশংসা করে বলেছেন যে সৌরভ গাঙ্গুলী সবসময়ই তার অধিনায়ক থাকবেন।হরভজন সিং কলকাতা টেস্ট চলাকালীন হলেন আবেগীপিঙ্ক বল টেস্ট ম্যাচের জন্য সমস্ত প্রাক্তন ভারতীয় তারকা আজ কলকাতায় পৌঁছেছেন। যেখানে প্রথম সেশনের খেলা শেষ হওয়ার পর হরভজন সিং, শচীন তেন্ডুলকর, অনিল কুম্বলে আর ভিভিএস লক্ষ্মণ ২০০১ কলকাতা টেস্টের ব্যাপারে কথা বলছিলেন। সেই সময় হরভজন সিং নিজের কেরিয়ারের ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলেন,শচীন তেন্ডুলকর, সৌরভ গাঙ্গুলী আর অনিল কুম্বলের মতো তারকাদের সঙ্গে খেলার কারণেই আজ আমি ১০০ টেস্ট ম্যাচ খেলতে পেরেছি। আমি যতই ১০০জন অধিনায়কের অধীনে খেলি কিন্তু আমার জন্য অধিনায়ক সবসময় সৌরভ গাঙ্গুলীই থাকবেন'।রতীয় বোলারদের সামনে নতমস্তক বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরালকাতায় আজ ভারতীয় দল ইতিহাস গড়ে ফেলেছে। যেখানে তারা নিজেদের প্রথম পিঙ্ক বল টেস্ট ম্যাচ খেলেছে। এই ম্যাচে বাংলাদেশ দল টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়, যা ভারতীয় বোলাররা ভুল প্রমানিত করে দিয়েছে। এই ম্যাচে বাংলাদেশের ওপেনিং ব্যাটসম্যান শাদমান ইসলাম ২৯ রান করেন। অন্যদিকে মোমিনুল হক, মুশফিকুর রহিম আর মহম্মদ মিঠুন কোনো রানই করতে পারেননি। অন্যদিকে ইমরুল কায়স ৪ রান করেন। ভারতের হয়ে ঈশান্ত শর্মা ৫টি, মহম্মদ শামি ২টি আর উমেশ যাদব তিনটি উইকেট নিয়েছেন। বাংলাদেশের দল ১০৬ রান অলআউট হয়ে গিয়েছে।স্মরণীয় থেকেছে হরভজন সিংয়ের জন্য কলকাতাঅফ স্পিনার হরভজন সিংয়ের জন্য কলকাতার মাঠ ভীষণই স্মরণীয় থেকেছে। এখানে ২০০১ এ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হরভজন সিং টেস্ট ক্রিকেটে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। সেই সঙ্গে টেস্টে হ্যাটট্রিক করা তিনি প্রথম ভারতীয় স্পিনার হন। সেই সময় ওই ম্যাচের পর হরভজন সিং ভারতীয় টেস্ট দলের প্রতিষ্ঠিত বোলার হয়ে গিয়েছিলেন।

এই জন্য কলকাতা খেলার শহর: সানিয়া

তিন বছরেরও বেশি সময়ের বিরতির পর অবশেষে টেনিস কোর্টে ফিরতে চলেছেন সানিয়া মির্জা। শেষবার নেমেছিলেন ২০১৬ সালে। তারপর চোট এবং সন্তানসম্ভবা হওয়ায় তাঁকে অনির্দিষ্টকালের জন্য টেনিস থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল। সবকিছু ঠিকঠাক চললে আসন্ন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে কোর্টে দেখা যাবে টেনিস সুন্দরীকে।ঐতিহাসিক দিন—রাতের টেস্টে তাঁকে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সিএবি। বাবা ইমরান মির্জা, বোন আনম মির্জা ও তাঁর বাগদত্তা আসাদউদ্দিনকে নিয়ে শুক্রবার ইডেনে হাজির সানিয়া। একেবারে গোলাপি পোশাক গায়ে চাপিয়ে। সেখানেই টেনিসে প্রত্যাবর্তনের ভাবনা প্রসঙ্গে প্রশ্নে সানিয়ার জবাব, 'সবকিছু এভাবে চললে আগামী বছর জানুয়ারিতে কোর্টে ফিরব। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন টেনিসে।' গোলাপি ব্লেজার গায়ে চাপানোর রহস্য? হাসতে হাসতে সানিয়া বলেন, 'এই টেস্টের থিম মাথায় রেখেই এই মানানসই পোশাক নির্বাচন।' ইডেনের ৬৭ হাজারি গ্যালারিতে শুক্রবার তিলধারণের জায়গা নেই। টেস্টে এমন দর্শকঠাসা গ্যালারির দৃশ্যে অভিভূত টেনিস সুন্দরী। বলেন, 'টেস্ট ক্রিকেটে এরকম মাঠভর্তি দর্শক দেখতে দারুণ লাগছে। আসলে এই হাউসফুল গ্যালারির ছবি তো সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। ঠিক এই কারণেই কলকাতা সবসময়ই ক্রীড়াপ্রেমীদের শহর হিসেবেই পরিচিত। এবং যে কোনও ক্রীড়াবিদের পছন্দের শহর।' অতীতে যেমন কখনও হাউসফুল ইডেন দেখেননি। তেমনই তাঁর কাছে আনকোরা এই বাংলাদেশ দলও। সানিয়ার কথায়, 'একমাত্র আমার স্বামী ওদের বিরুদ্ধে খেললে বা ভারতীয় দল খেললে তখনই বাংলাদেশের খেলা দেখি। তাছাড়া দেখা হয় না। তবে নিয়মিত বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের খেলা দেখি। সেটা অবশ্যই শোয়েবের জন্য।'

মারাদোনার বার্তায় রজারের কান্না

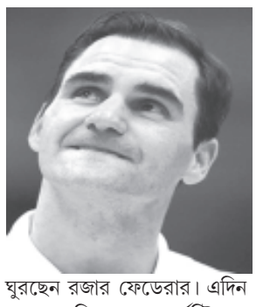

এক কিংবদন্তির বার্তা শুনে চোখ ভিজে গেল আরেক কিংবদন্তির। বৃহস্পতিবার বুয়েনস এয়ার্সের মেরি টেরান ডে ওয়েইস স্টেডিয়াম সাক্ষী থাকল এই দৃশ্যের। প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে লাতিন আমেরিকায়

ঘুরছেন রজার ফেডেরার। এদিন ম্যাচ ছিল আর্জেন্টিনার রাজধানীতে। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল দিয়েগো মারাদোনাকে। তিনি আসতে পারেননি। তবে ফেডেরারকে একটি ভিডিও বার্তা পাঠান, যা দেখে চোখ ছলছল হয়ে যায় ২০ গ্র্যান্ড স্লাম মালিকের।মারাদোনা বলেছেন, 'হ্যালো মাস্টার, তোমাকে তো আমি মেশিন বলে ডাকি। তুমি সর্বকালের সেরা ছিলে, আছো, থাকবে। তোমার মতো আর কেউ নেই। আমার দেশে থাকাকালীন তোমার যদি কোনও সমস্যা হয় তাহলে আমাকে একবার ফোন করে বোলো তোমার কী লাগবে। তোমার স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল।'

আজহারের বিরুদ্ধে ফের বড় দুর্নীতির অভিযোগ! আবার কালিমালিপ্ত প্রাক্তন অধিনায়ক

ফের দুর্নীতির অভিযোগ উঠল মহম্মদ আজহারউদ্দিনের বিরুদ্ধে। কিছুদিন আগেই হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আজহার। ক্রিকেটজীবনে গড়াপেটায় কলঙ্কিত হয়েছিল তাঁর কেরিয়ার। বিসিসিআই নির্বাসিত করেছিল। নির্বাসন উঠে যাওয়ার পর তিনি রাজনীতিতে আসেন। সাংসদও হয়েছিলেন। ফের ফিরেছেন ক্রিকেটের আঙিনায়। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সভাপতির পদে আসার পরেই খোলনলচে বদলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজ্যেরই ক্রিকেটার এবার তুললেন দুর্নীতির অভিযোগ।অম্বাতি রায়ডু বিশ্বকাপ দলে সুযোগ না পেয়ে অভিমানে অবসর নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আবার ক্রিকেটে ফিরেছেন। খেলতে চান ঘরোয়া ক্রিকেটে। সেই রায়ডুই শনিবার দুর্নীতির অভিযোগ আনলেন। তেলঙ্গনার শিল্প ও পুরমন্ত্রী কেটি রামা রাওকে বিষয়টি জানিয়েছেন। তিনি রামা রাওয়ের উদ্দেশে টুইট করে বলেছেন, 'হ্যালো স্যার। হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থা দুর্নীতির আঁতুড় ঘর। দয়া করে বিষয়টি দেখুন। হায়দরাবাদ দল কীভাবে শ্রেষ্ঠ হবে? যেখানে দল নির্বাচনে টাকার খেলা হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত কিছু লোক সংস্থা চালাচ্ছে। যাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। এই মানুষগুলো পর্দার পিছনে থেকে যাবতীয় ষড়যন্ত্র করছে।' বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ পড়ার পর বিতর্কিত টুইট করেছিলেন রায়ডু। তারপর ফের করলেন। আঙুলটা কিন্তু আজহারের দিকেই তুললেন।

টেস্টে একশো শিকার, ধোনি-কিরমানিদের তালিকায় জায়গা করে নিলেন ঋদ্ধিমান

কলকাতা: ইডেনে ভারত-বাংলাদেশ গোলাপি বলে টেস্টের প্রথম দিন নজির গড়লেন ঋদ্ধিমান সাহা। টেস্টে উইকেটের পিছনে একশো শিকার হয়ে গেল বঙ্গ উইকেটকিপারের। মহেন্দ্র সিংহ ধোনি-সৈয়দ কিরমানিদের অভিজাত তালিকায় ঢুকে পড়লেন তিনি।শুক্রবার উমেশ যাদবের বলে বাংলাদেশের ওপেনার শাদমান ইসলামের ক্যাচ নেন ঋদ্ধিমান। সেটাই ছিল টেস্ট ক্রিকেটে বঙ্গ উইকেটকিপারের একশোতম শিকার। ভারতীয় উইকেটকিপারদের মধ্যে তালিকার শীর্ষে মহেন্দ্র সিংহ ধোনি।
১৬৬টি টেস্ট ইনিংসে উইকেটের পিছনে তাঁর শিকারের সংখ্যা ২৯৪। ১৫১ ইনিংসে ১৯৮ শিকার-সহ তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে কিরমানি। তৃতীয় স্থানে কিরণ মোরে। তাঁর শিকারের সংখ্যা ১৩০। ১০৭টি শিকার-সহ তালিকায় চার নম্বরে রয়েছেন নয়ন মোঙ্গিয়া। চোটের জন্য প্রায় দুবছর মাঠের বাইরে ছিলেন ঋদ্ধিমান। তাঁর জায়গায় টেস্ট দলে এসেছিলেন ঋষভ পন্থ। তবে ধারাবাহিকতার অভাবে তিনি বাদ পড়েন। প্রত্যাবর্তন ঘটান ঋদ্ধি। আর ফেরার পর থেকেই গ্লাভস হাতে দুরন্ত ফর্মে বঙ্গ উইকেটকিপার। ঢুকে পড়লেন একশো শিকারের ক্লাবে।

নতুন সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলীকে পেছনে ফেলার সুযোগ বিরাট কোহলির সামনে

ভারত বনাম বাংলাদেশের মধ্যে টেস্ট সিরিজ শেষ হয়ে গিয়েছে। এই সিরিজ ভারতীয় দল নিজেদের তরুণ ব্যাটসম্যানদের দুর্দান্ত প্রদর্শনে ২-১ ফলাফলে জিতে নিয়েছে। এরপর আগামী ১৪ নভেম্বর থেকে এই দুই দলের মধ্যে টেস্ট সিরিজ শুরু হবে। ১৪ থেকে ১৮ নভেম্বরের মধ্যে খেলা হতে চলা টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচ ইন্দোরের হোলকর স্টেডিয়ামে খেলা হবে। এই ম্যাচে ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির সামনে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক আর বর্তমান বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলীকে পেছনে ফেলার সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও দুই দলের খেলোয়াড়দের কাছে বেশকিছু রেকর্ড গড়ার সুযোগ থাকবে। আসুন এক নজর দেখে নেওয়া যাক প্রথম ম্যাচে কি কি রেকর্ড হতে পারে।১. ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে এখনো পর্যন্ত মোট ৯টি টেস্ট ম্যাচ ঝেলা হয়েছে। যার মধ্যে ৭টি টেস্ট ম্যাচ ভারত জিতেছে আর দুটি টেস্ট ড্র থেকেছে। যদি বাংলাদেশ এই টেস্ট জিতে যায় তো ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টে তাদের প্রথম জয় হবে।২. বিরাট কোহলি যদি এই ম্যাচে সেঞ্চুরি করেন তো তিনি বর্তমান সময় খেলা ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি টেস্ট সেঞ্চুরি করা ব্যাটসম্যান হয়ে যাবেন। আসলে এখন স্টিভ স্মিথ আর কোহলি দুজনেরই ২৬টি করে সেঞ্চুরি রয়েছে।৩. ২৫ রান করতেই অজিঙ্ক রাহানে টেস্ট ক্রিকেটে নিজের ৪০০০ রান পূর্ণ করে নেবেন। এমনটা করা তিনি ভারতের ১৬তম খেলোয়াড় হয়ে যাবেন।৪. অজিঙ্ক রাহানে যদি এই ম্যাচে ৩টি বাউন্ডারি মারেন তো তিনি ভারতীয় দলের হয়ে নিজের ৪৫০ বাউন্ডারিও পূর্ণ করে নেবেন।৫. রবীন্দ্র জাদেজা যদি মাত্র ৩টি ছক্কা এই ম্যাচে মারতে পারেন তো তিনি ৫০টি ছক্কা নিজের টেস্ট কেরিয়ারে পূর্ণ করে নেবেন।৬. ঋদ্ধিমান সাহা যদি এই ম্যাচে ৩টি ডিসমিসাল করতে পারেন তো তিনি টেস্ট ক্রিকেটে ১০০ ডিসমিসাল করা পঞ্চম ভারতীয় উইকেটকিপার হয়ে যাবেন।৭. চেতেশ্বর পুজারা যদি এই ম্যাচে ৩টি ক্যাচ নেন তী তিনি টেস্ট ক্রিকেটে নিজের ৫০টি ক্যাচ পূর্ণ করে নেবেন, তিনি টেস্ট ক্রিকেটে ৫০টি ক্যাচ নেওয়া ভারতের ১৫তম খেলোয়াড় হয়ে যাবেন।৮. মুশফিকুর রহিম যদি এই ম্যাচে ১৮টি চার মারতে পারেন তো তিনি বাংলাদেশের হয়ে তামিম ইকবালের পর ৫০০ বাউন্ডারি মারা দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হয়ে যাবেন।৯. মেহেন্দি হাসান মিরাজ নিজের ১০০ টেস্ত উইকেট থেকে মাত্র ১১টি উইকেট দূরে রয়েছেন। তার কাছেও এই ম্যাচে নিজের ১০০ উইকেট হাসিল করার সুযোগ থাকবে। যদি তিনি এমনটা করতে সফল হন তো ১০০ উইকেট নেওয়া বাংলাদেশের চতুর্থ খেলোয়াড় হয়ে যাবেন।১০. বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১৪৭ রান করতেই বিরাট কোহলি সৌরভ গাঙ্গুলীকে টেস্ট রানের বিষয়ে পেছনে ফেলে দেবেন আর ভারতের হয়ে টেস্টে সবচেয়ে বেশি রান করা পঞ্চম ব্যাটসম্যান হয়ে যাবেন। বিরাট এখনো পর্যন্ত ৭০৬৬ রান করেছেন, অন্যদিকে গাঙ্গুলী ভারতের হয়ে ৭২১২ রান করেছেন।

জম্মু ও কাশ্মীরের ক্রিকেট উন্নয়নের পাশে বিসিসিআই

জম্মু ও কাশ্মীর ক্রিকেট দলের অধিনায়ক পারভেজ রসুল ও মেন্টর ইরফান পাঠানের সঙ্গে বৈঠক করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধায়। সোমবার মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের সদর দফতরে জম্মু-কাশ্মীরের ক্রিকেট উন্নয়ন নিয়েই রসুল-পাঠানদের সঙ্গে আলোচনা সারেন বোর্ড সভাপতি সৌরভ ও বোর্ডের কয়েকজন সিনিয়র আধিকারিকরা।গত মাসে ভারতীয় ক্রিকেটের মসনদে আসার পরেই সৌরভ বলেছিলেন যে, দেশের ক্রিকেট পরিকাঠামো উন্নয়নের জন তিনি ঘরোয়া ক্রিকেটের ওপরেই জোর দেবেন। এদিন রসুল-পাঠানদের সঙ্গে একাধিক ইসুতে আলোচনার পর সৌরভ জানিয়ে দেন যে, বিসিসিআই ভূস্বর্গের ক্রিকেটের উন্নয়নের জন সবরকম ভাবে সমর্থন করবে।- আইপিএল স্পনসরের বিরোধী গোষ্ঠীর হয়ে প্রচার, স্বার্থের সংঘাত দেখছেন না সৌরভসংবাদসংস্থা পিটিআই-কে জম্মু-কাশ্মীরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ''বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট আমাদের সব কথা শুনে পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়ায় গোলাপি টেস্ট খেলবে ভারত, আশাবাদী ওয়ার্ন

বিশুদ্ধবাদী থিওরি নিয়ে বিসিসিআই এতদিন গোলাপি বলে টেস্ট খেলতে নিমরাজি ছিল। তবে সৌরভ বোর্ড সভাপতি হওয়ার পরেই প্রথাগত স্ট্যান্স থেকে সরে দাঁড়িয়েছে ভারত। মাত্র কয়েক সপ্তাহের নোটিশে বোর্ড ইডেনে ঐতিহাসিক গোলাপি বলের টেস্ট ম্যাচ আয়োজন করেছে।তারপরেই শেন ওয়ার্ন আশা করছেন, আগামী বছরে অস্ট্রেলিয়া সফরেও ভারত যেন একটি ডে-নাইট টেস্ট খেলে। জানুয়ারিতেই ভারত অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিনটে ওয়ান ডে খেলতে পাড়ি দেবে। তবে বছরের শেষ দিকে নভেম্বর থেকে জানুয়ারিতে অজিদের বিপক্ষে চারটে টেস্ট খেলার কথা রয়েছে ভারতের।শিশির নিয়ে চিন্তায় কোহলি, গোলাপি বলে ফিল্ডিংও সারলেনশেন ওয়ার্ন বছর খানেক পরের সেই টেস্ট সিরিজ নিয়ে এখন থেকেই আশায় বসে রয়েছেন। ভারত যেন সেই সিরিজের একটি ম্যাচ দিন-রাতে গোলাপি বলে খেলতে রাজি হয়ে যায়। শনিবারেই শেন ওয়ার্ন নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে একটি টুইট করেন, ''দিন-রাতের টেস্ট খেলতে রাজি হওয়ার জন্য কোহলি তোমাকে শুভেচ্ছা। আশা করি পরের বছর অ্যাডিলেডে তোমরা ডে-নাইট টেস্ট খেলবে। দারুণ একটা ব্যাপার হবে।'' নিজের টুইটের সঙ্গে কিংবদন্তি স্পিনার সৌরভের টুইট করা গোলাপি শহরের ছবিও রিটুইট করেন।ঘটনাচক্রে, কোহলিকে ইডেনে খেলতে নামার আগেই জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি অস্ট্রেলিয়া সফরে দিন-রাতের টেস্ট খেলতে আগ্রহী কিনা! কোহলি সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়ে দিয়েছিলেন, ''যেখানেই খেলা হোক না কেন, তার আগে একটা অনুশীলন ম্যাচ রাখতেই হবে।'' ২০১৭-১৮ অস্ট্রেলিয়া সিরিজে গোলাপি বলে টেস্ট খেলতে অস্বীকার করেছিল ভারত। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, ''আমরা চেয়েছিলাম গোলাপি বলের অভিজ্ঞতা পেতে। তবে হঠাত করেই একটা বড় সফরে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এমন সময়ে পিঙ্ক বলের টেস্টের আয়োজন করা হয়েছিল যখন আমরা কেউই গোলাপি বলে অনুশীলনও করিনি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট তো দূরের কথা।''

CMYK

জাগরণ 24 November, 2019, Sunday আগরতলা ২৪ নভেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভে ফের ভাঙছে পরিবার, এবার পওয়ার

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি.স.) : "আমার জীবনে কখনই এমন প্রতারিত বোধ করিনি ... যাকে আড়াল করেছি, ভালবেসেছি ... দেখুন বদলে কী পেলাম উ" মহারাষ্ট্রে মহা চমক দেখিয়ে শপথ নিয়েছেন দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ।উপ মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন এনসিপি নেতা অজিত পওয়ার। আর এই অজিত পাওয়ারের উদ্দেশ্যেই উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন তাঁর তুতো বোন তথা শারদ পাওয়ারের কন্যা সুপ্রিয়া সুলে উ বরাবর কাকা শরদ পওয়ারের ছায়ায় থাকা অজিত পওয়ার আচমকা বিদ্রোহী হয়ে, দল ভেঙে বিজেপির হাত ধারায় যেমন দুঃখ পেয়েছেন বড়মাতির সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে, তেমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কাকা শরদ পওয়ার উ তাঁর হুঁশিয়ারি ভাইপোকে মজা দেখাবেন, বহিষ্কার করবেন দল থেকে। যা থেকে স্পষ্ট, ফের ভাঙছে পরিবার উ তবে ভারতীয় রাজনীতিতে পারিবারিক বিবাদ এই প্রথম নয় উ এইভাবে এর আগে দেবীলাল, গান্ধী, ঠাকরে, বাদল, করুণানিধি পরিবার সহ আরও একাধিক পরিবারে ভাঙন ধরে উ নিচে দেখে নেওয়া যাক এমনই কিছু পরিবারের ঘটনা।

দেবীলাল পরিবার : ১৯৮৯-এ বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং সরকারের উপ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন হরিয়ানার একচ্ছত্র নেতা দেবীলাল। তার আগে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি। দেবীলাল উপ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী করে যান বড় ছেলে ওমপ্রকাশ চৌতালাকে। তাঁর ছোট ছেলে রণজিৎও মুখ্যমন্ত্রিত্বের দৌড়ে ছিলেন, রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী ছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে ঝামেলার জেরে পরিবারে ভাঙন ধরে। রণজিৎ দল ছেড়ে দেন, যোগ দেন কংগ্রেসে। এখন অবশ্য তিনি মনোহরলাল খট্টর মন্ত্রিসভায় রয়েছেন। আর ওমপ্রকাশ দুর্নীতির দায়ে জেলে। গত বছর ওমপ্রকাশের দুই ছেলে অভয় ও অজয়ও পৃথক হয়ে যান। অজয় ছেলে দুষ্যন্তের সঙ্গে তৈরি করেছেন জননায়ক জনতা পার্টি, অভয় সামলাচ্ছেন ভারতীয় জাতীয় লোকদলের দায়িত্ব। দুষ্যন্ত এখন খট্টর মন্ত্রিসভায় উপ মুখ্যমন্ত্রী।

গান্ধী পরিবার : ইন্দিরা গান্ধীর ছোট ছেলে সঞ্জয়ের স্ত্রী মানেকা ও ছেলে বরুণ গান্ধী আজ বিজেপির সাংসদ। তাঁদের পরিবারে ভাঙন নিয়ে এক সময় তীব্র জলঘোলা হয়। ঠাকরে পরিবার : বাল ঠাকরের পরিবার ভেঙে যায় প্রায় ১৫ বছর আগে। ভাইপো রাজ ঠাকরে ছিলেন কাকা বাল ঠাকরের প্রতিরূপ, উঠে আসেন শিবসেনার আগামী মুখ হয়ে। শোনা যেত, তিনিই পাবেন দলের দায়িত্ব। কিন্তু ২০০৪ সালে বালাসাহেব বড় ছেলে উদ্ধবকে দলের কার্যকরী অধ্যক্ষ করে দেন। এর পরের বছর দল ছেড়ে বেরিয়ে যান রাজ ঠাকরে, তৈরি করেন মহারায় সব নির্মাণ সেনা।

বাদল পরিবার : ২০১০-এ ভেঙে যায় পঞ্জাবের বাদল পরিবার। ২০০৭ সালে প্রকাশ সিং বাদল তাঁর ছেলে সুখবীর বাদলকে উপ মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করেন, অর্থ দফতর পান ভাইপো মনপ্রীত বাদল। কিন্তু প্রকাশ ভাইপোর বদলে ছেলেকে নিজের উত্তরসূরী ঘোষণা করায় অসন্তুষ্ট হন মনপ্রীত। ২০১০ সালে তিনি শিরোমণি অকালি দল ছেড়ে দিয়ে পিপিপি তৈরি করেন। ২০১৪-য় যান কংগ্রেসে, এখন তিনি অমরিন্দর সিংহ সরকারে মন্ত্রী।

করুণানিধি পরিবার : ১৯৬৯ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ৫ বার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হন এম করুণানিধি। তাঁর পছন্দ ছিলেন ছোট ছেলে স্টালিন। কিন্তু ভাইয়ের হাতে বেশি দায়িত্ব যাওয়া বড় ছেলে আলাগিরির পছন্দ হয়নি। অশান্তির জেরে করুণানিধি দল থেকে আলাগিরিকে বহিষ্কার করেন, দলের দায়িত্ব পুরোপুরি সঁপে দেন স্টালিনের হাতে।

মুলায়ম পরিবার : ২০১৬-য় ভেঙে যায় মুলায়ম সিং যাদব পরিবার। ছেলে অখিলেশ যাদবের কিছু সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট মুলায়ম সপার অধ্যক্ষ করেন ভাই শিবপাল যাদবকে। অখিলেশ তখন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, তিনি বাবার সিদ্ধান্ত মানেননি। সিংহভাগ বিধায়কের সমর্থনের জোরে দলীয় বৈঠক ডেকে নিজেকে দলীয় সভাপতি ঘোষণা করেন তিনি।

সিন্ধিয়া পরিবার : মাধবরাও সিন্ধিয়ার বোন বসুন্ধরা বিজেপিতে, মা বিজয়ারাজেও বিজেপি নেত্রী ছিলেন। আবার মাধবরাওয়ের ছেলে জ্যোতিরাদিত্য কংগ্রেস নেতা।এই একই ক্ষমতার লোভে চন্দ্রবাবু নাইডুও ছাড়েন পরিবার উ ১৯৮২-তে অভিনেতা এনটি রামা রাও অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হন।

তাঁর মেয়ের বিয়ে হয় চন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গে। ১৯৯৪-এ নাইডু এনটিআরকে দলীয় সভাপতির পদ থেকে হটিয়ে দেন, ১৯৯৫-এ নিজে হন মুখ্যমন্ত্রী। এনটিআরের স্ত্রী লক্ষ্মী এতে অসন্তুষ্ট হয়ে নিজের দল গড়েন। কিন্তু সাফল্য পাননি তিনি।

উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রের মসনদ নিয়ে মহাজট চলার মধ্যে গতকাল রাতের বৈঠকেই সরকার গড়া নিয়ে একপ্রকার সহ মত হয় তিন দল শিবসেনা, এনসিপি ও কংগ্রেস উ এই অবস্থায় শনিবার সকালে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে নাটকীয় মোড়। দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ। উপ মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন এনসিপি নেতা অজিত পওয়ার। সকাল ৬টার আগেই রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে মহারাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। সূত্রের খবর, ৩০ এনসিপি-র বিধায়ক এবং ৪ শিবসেনা বিধায়ক বিজেপির সঙ্গে আছেন।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের পুরস্কার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। সাঙ্গ হলো শ্যামসুন্দর কোং অ্যান্ড জুয়েলার্সের 'শারদীয় স্বর্ণসম্ভার' এবং 'চমক ভরা ধনতেরাস' ফেস্টিভ অফার। আজ রাজধানীর গীতাঞ্জলি গেস্ট হাউজে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্যামসুন্দরের ত্রিপুরা এবং কলকাতার সাতটি শো-রুমের লাকি উইনার্সদের মধ্যে এই পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আজ এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাদের হাতে তুলে দেওয়া স্কুটিগুলি। পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে রয়েছেন ত্রিপুরার পাপিয়া সরকার (ওএনজিসি), কল্যাণী সিনহা (বিশালগড়), কাকলী সাহা বসু (জোলাইবাড়ি), সুস্মিতা দেব (ব্রহ্মবাড়ি, উদয়পুর), পশ্চিমবঙ্গের সৌরভ মিত্র (নিউ আলিপুর)। অনুষ্ঠানে শ্যামসুন্দর কোং অ্যান্ড জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

কমলাসাগরে রাবার বাগান নষ্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৩ নভেম্বর ।। পূর্ব শত্রুতার জেরে রাবার বাগান নষ্ট করে দিল প্রতিবেশী দুই যুবক। শুক্রবার সকালে বাগানের গাছগুলি দা দিয়ে কেটে দেয় বলে জানান বাগান মালিক তপন দত্ত। অভিযুক্তরা হল গৌর দত্ত এবং শিবু দত্ত। ঘটনা মধুপুর থানার অন্তর্গত কমলাসাগরের নতুন কলোনি এলাকায়। বাগান দখলের লক্ষ্যে দুই দুষ্কৃতি ক্রমাগত হুমকি দেয় বলে অভিযোগ বাগান মালিক দত্তের। অভিযুক্ত দুই দুষ্কৃতির নামে মধুপুর থানায় মামলা দায়ের করেন বাগান মালিক তপন দত্ত।

তপশীলি উপজাতি সমবায় উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। উপজাতি কল্যাণ দপ্তর ও তপশীলি উপজাতি সমবায় উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে শনিবার লেইক চৌমুহনিস্থিত প্রধান কার্যালয়ে রক্তদান শিবির ও ঋণ প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। রক্তদান শিবির ও ঋণ প্রদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, বর্তমান সরকার প্রত্যেককে স্বরোজগারি করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। উপজাতি সমবায় কল্যাণ দপ্তর থেকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কিছু প্রকল্পে বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। অটো ক্রয়ের জন্য যাদের ঋণ মঞ্জুর হয়েছে তাদের হাতে অটো তুলে দেওয়া হচ্ছে। উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বলেন, ঋণের টাকা সময়মতো পরিশোধ করতে হবে। স্বল্প সুদে এই ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। সময়মতো ঋণ ফেরত দেওয়া হলে সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে।

এর ফলে পরবর্তী পর্যায়ে আরও বড় ঋণ গ্রহণের সুযোগ মিলবে। আত্মীয় পরিজনরাও ঋণ নেবার সুযোগ পাবেন। ঋণের টাকা সময়মতো মিটিয়ে যা দিলে ভবিষ্যতে আর কোন ঋণ মিলবে না বলেও তিনি সাবধানবাণী শুনিয়েছেন। যারা ঋণ নিচ্ছেন তারা সময়মতো ঋণের টাকা মিটিয়ে দিলে উপজাতি সমবায় সমিতি আরও বেশি সংখ্যক বেকারকে কর্মমুখী করে তুলতে অধিক ঋণ মঞ্জুর করতে পারবে। এসব বিষয়ে প্রত্যেককে যত্নবান হতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। রক্তদান শিবিরের ও ঋণদান শিবিরকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ ও সুবিধাভোগীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

সোনিয়ার কাছে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভেঙে দেওয়া আর্জি সঞ্জয়ের

মুম্বই, ২৩ নভেম্বর (হি.স.) : দলের জাতীয় সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী অবিলম্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভেঙে দেওয়ার আর্জি সঞ্জয় নিরুপমের। শিবসেনার সঙ্গে জোটে না যাওয়ার দাবি বরাবর দলের কাছ করে গিয়েছিলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা সঞ্জয় নিরুপম।

শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর পদে শপথ নেন দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ। বিজেপিকে সমর্থন করার জেরে পুরস্কার স্বরূপ উপমুখ্যমন্ত্রী পদ পেয়েছেন অজিত পাওয়ার। রাজ্যের রাজনৈতিক চমকে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়ে সঞ্জয় নিরুপম জানিয়েছেন, শিবসেনার সঙ্গে অযথা জোটে গিয়ে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে কংগ্রেসের। উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে জোটে যাওয়াটা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল কংগ্রেসের। অবিলম্বে দলের হাল ধরার জন্য রাহুল গান্ধীকে এগিয়ে আসতে হবে বলে জানিয়েছেন সঞ্জয় নিরুপম। তিনি আরও বলেন, সোনিয়া গান্ধীর উচিত অবিলম্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভেঙে দেওয়া। উল্লেখ করা যেতে পারে, বৃহস্পতিবার সঞ্জয় নিরুপম দাবি করেছেন, কয়েক বছর আগে উত্তরপ্রদেশে বহুজন সমাজ পার্টির সঙ্গে জোট করে সরকার গড়ে ভুল করেছিল কংগ্রেস। সেই ভুল সিদ্ধান্তের নেতিবাচক পরিণাম থেকে কংগ্রেস আজও বেরিয়ে আসতে পারেনি। এবার মহারাষ্ট্রেও সেই ভুলে পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। শিবসেনা সরকারে তিন নম্বর স্থানে থাকা মানে রাজ্যে কবরে চলে যাবে কংগ্রেস। কোনও রকমের চাপের কাছে নতিস্বীকার করা উচিত নয় কংগ্রেস সভানেত্রীর। বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতা দলের বিধায়কদের কাছে শীর্ষ নেতৃত্বের উপর শিবসেনাকে সমর্থন করার বিষয়ে কোনও রকমের চাপ না দেওয়ার আহ্বান করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি দলের বিধায়কদের বিরোধী বেঞ্চে বসার আহ্বান করেছিলেন।

নিজের ফাঁদেই ফেঁসেছে শিবসেনা, কটাক্ষ শিবরাজের

দাতিয়া(মধ্যপ্রদেশ), ২৩ নভেম্বর (হি.স.) : নিজের ফাঁদেই ফেঁসেছে শিবসেনা বলে শনিবার জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।

এদিন শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, জনাদেশ বিজেপির পক্ষে গিয়েছে। মহারাষ্ট্রে সফল ভাবে বিজেপি সরকার গঠন করেছে। কোনও পক্ষেই যাওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, ফলে নিজের ফাঁদেই ফেঁসেছে শিবসেনা। শিবসেনা, এনসিপি ও কংগ্রেস সরকার গঠন করলে, তা মহারাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকারক হত। বিগত পাঁচ বছরে দেবেন্দ্র ফড়ণবিশের নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার অসাধারণ কাজ করেছে। জনকল্যাণের জন্য স্থায়ী সরকার দিতে বদ্ধপরিকর বিজেপি।

একই কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গরকরি। কংগ্রেস ও এনসিপিকে কটাক্ষ করে নীতিন গরকরি জানিয়েছেন, ক্রিকেট এবং রাজনীতিতে যে কোনও কিছুই হতে পারে।

উল্লেখ করা যেতে পারে এদিন সকালে সমস্ত জল্পনা উল্টে দিয়ে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ। উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন অজিত পাওয়ার।

রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন দুর্গা কুমার রাঙ্খলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ নভেম্বর ।। বেপরোয়া যান সন্ত্রাসের শিকার হয়ে মৃত্যু হওয়া পুলিশ অফিসারের দেহ খ্রিস্টান ধর্মমতে সমাধি দেওয়া হল শনিবার সকালে রাঙ্খল পাড়ার দেবথাং এলাকায়। মৃত পুলিশ অফিসার দুর্গা কুমার রাঙ্খলকে শেষ শ্রদ্ধা জানানেত উপস্থিথ ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার, তেলিয়ামুড়া থানার ওসি স্বপন দেববর্মা, সহ পুলিশের একাধিক অফিসারবর্গ। মৃত পুলিশ অফিসারের প্রতি ফুলমালা, পুষ্পস্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পর, পুলিশের জওয়ানরা গার্ড অব অনার, ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে স্যালুট জানান মৃত পুলিশ অফিসারের প্রতি। এ ব্যাপারে রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় জানান, খুবই দুঃখজনক ঘটনা। দীর্ঘবছর সরকারি চাকুরি করেও প্রয়াত পুলিশ অফিসার দুর্গা কুমার রাঙ্খল খুবই দারিদ্র অবস্থায় ছিলেন। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার প্রয়াত পুলিশ অফিসারের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

অপরদিকে খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার জানান, এমন সৎ নিষ্ঠাবান পুলিশ অফিসারের মৃত্যুতে গোটা ত্রিপুরা পুলিশ মহল শোকাহত। তবে চোখে জলে শেষ বিদায় জানাল এলাকাবাসীরা, শোকাহত গোটা এলাকাবাসী। এদিকে, ওই ঘটনার সাথে জড়িত থাকায় দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচন বিশেষ পুলিশ-পর্যবেক্ষক মৃণাল কান্তি দাস

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনউ ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রাক্তন আইপিএস অফিসার মৃণাল কান্তি দাসকে বিশেষ পুলিশ-পর্যবেক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল আরোরাউ শনিবার সকালে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিশেষ পুলিশ-পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার (আইপিএস ১৯৭৭ অবসরপ্রাপ্ত) মৃণাল কান্তি দাসকেউ ঝাড়খণ্ডে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে প্রভাবিক করার চেষ্টা করছে বাম-চরমপন্থীরা, এ কথা মাথায় রেখেই প্রাক্তন আইপিএস অফিসার মৃণাল কান্তি দাসকে বিশেষ পুলিশ-পর্যবেক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা ভোট শুরু হতে খুব বেশি দিন আর বাকি নেইউ আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে ঝাড়খণ্ডে শুরু হবে বিধানসভা নির্বাচনউ ঝাড়খণ্ডে প্রথম দফার ভোট হবে ৩০ নভেম্বরউ দ্বিতীয় দফার ভোট হবে ৭ ডিসেম্বরউ তৃতীয় দফার ভোট হবে ১২ ডিসেম্বরউ চতুর্থ দফার ভোট হবে ১৬ ডিসেম্বর এবং পঞ্চম তথা শেষ দফার ভোট হবে ২০ ডিসেম্বরউ ভোটের ফলাফল ঘোষণা হবে ২৩ ডিসেম্বরউ শুক্রবার রাতেই ঝাড়খণ্ডের লাহেতার জেলায় ভয়াবহ হামলা চালায় মাওবাদীরাউ মাও-হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ৪ জন পুলিশ কর্মীউ এরপর শনিবার সকালেই প্রাক্তন আইপিএস অফিসার মৃণাল কান্তি দাসকে ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিশেষ পুলিশ-পর্যবেক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

কাটিগড়া সৎসঙ্গ কেন্দ্রে সাড়ম্বরে পালিত শ্রীশ্রীবড়দার ১০৯-তম শুভ জন্মমহামহোৎসব

কাটিগড়া (অসম), ২৩ নভেম্বর (হি.স.) : প্রতি বছরের মতো এ-বছরও পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রী বড়দার শুভ জন্ম মহামহোৎসব সাড়ম্বরে পালিত হল কাটিগড়া সৎসঙ্গ কেন্দ্র মন্দিরে। শুক্রবার সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রীশ্রী বড়দার ১০৯-তম উৎসব রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিন ভোর পাঁচটায় বাল্যভোগ, ভোর ৫:৩৯ মিনিটে প্রাতঃকালীন বিনতি প্রার্থনা হয়। তার পর সকাল ৯:৫০ মিনিটে মহামহোৎসবের শুভ উদ্বোধন, সমবেত প্রার্থনা, নামজপ, সদগ্রন্থাদি পাঠ-সহ সংগীতাঞ্জলি অনুষ্ঠিত হয়। অপরদিকে সকাল ১০টায় শ্রীশ্রী ঠাকুর, শ্রীশ্রী বড়মা ও শ্রীশ্রী বড়দার ভোগ নিবেদনের পর দুপুর একটা থেকে ভাণ্ডারায় মহাপ্রসাদ বিতরণ হয়। এদিন বিকাল চারটে পর্যন্ত প্রায় কয়েকশো ভক্তবৃন্দ মহাপ্রসাদ গ্রহণ

ছয়ের পাতায় দেখুন

আরজেডি ও শিবসেনাকে একই পঙতিতে বসালেন সুশীল

পাটনা, ২৩ নভেম্বর (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রীর পদে দেবেন্দ্র ফড়ণবিশের শপথগ্রহণের পরেই শিবসেনার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদী। বিহারে যে দুর্বৃত্তির সংস্কৃতি নিয়ে চলত আরজেডি। সেই একই পথের পথিক ছিল শিবসেনা। শনিবার দুই রাজনৈতিক দলকে দুর্বৃত্তিয়ানের একই পঙতিতে বসিয়ে এমনই ভাষায় তোপ দেগেছেন বর্ষীয়ান এই বিজেপি নেতা। এদিন সুশীল মোদী জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রে শিবসেনা যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়ে চলত তার সঙ্গে বিহারের আরজেডির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আরজেডির মধ্যে থাকা দুর্বৃত্তায়ন দেখা গিয়েছে শিবসেনার মধ্যে। শিবসেনা থাকলে কোনও সরকারই বেশিদিন চলতে পারে না, এনসিপির বিধায়কেরা তা ভালই বুঝেছিল। কংগ্রেস বিরুদ্ধে লড়ে অভ্যস্ত শিবসেনা ক্ষমতা পাওয়ার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গেই হাত মিলিয়েছে। আড়াই বছর করে মুখ্যমন্ত্রীর পদ ভাগ করে নেওয়ার যে খবর শিবসেনা প্রচার করেছিল, তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। রাজ্যবাসীর কাছে এখন জবাবদিহির করার সময় এসেছে শিবসেনা এবং সঞ্জয় রাউতের। বিহারে নীতিশ কুমারও আরজেডির সঙ্গে দেড় বছর ক্ষমতায় ছিল। তারপরেই সেই জোট ভেঙে যায়। এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে প্রকৃত চাণক্য বলে আখ্যা দিয়েছেন সুশীল মোদী। উল্লেখ করা যেতে পারে, এদিন সকালে মুখ্যমন্ত্রীর পদে শপথ নেন দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদে অজিত পাওয়ার।

চিট ফান্ডের মালিককে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি সিপিডিআর-এর

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি স)। কয়েক কোটি টাকা বাজার থেকে তুলে প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত সুবীর দত্ত নামে এক চিট ফান্ড মালিককে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানাল কমিটি ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রাটিক রাইটস (সিপিডিআর)।

অভিযোগ, সুবীর দত্ত ও তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন এ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকশো বিঘা জমির মালিক।

তাঁরা বিভিন্ন স্থানে একাধিক আবাসন প্রকল্প ও বিভিন্ন ধরণের কারখানা তৈরি করেছেন। সুভাষগ্রাম, ফলতা, সোনারপুর ও রাজারহাটে তাদের জমি আছে যথাক্রমে ৬৮, ৬৫, ৩৫ ও ৩৩ বিঘা। এ ছাড়া জগদীপোতা, নয়াবাধ, নাটাগাছি, মুরাগাছির জমির পাশাপাশি আবাসন করা হয়েছে মুম্বাই, বারুইপুর উত্তরভাগ এবং মাদুরদহে। গড়িয়াহাট অঞ্চলে একাধিক নামী খাবারের দোকান চালাচ্ছেন। কিন্তু অর্থলগ্নি সংস্থার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করে ফেরৎ দিচ্ছেন না।

শনিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিডিআর-এর কাজী সাদিক হোসেন, জয়দেব দাস, মহম্মদ মৈনুদ্দিন প্রমুখ অভিযোগ করেন, পাঁচ বছরের ওপর চেষ্টা করেও অভিযুক্ত সংস্থার কর্মীদের বেতন এবং আমানতকারীরা টাকা পাচ্ছেন না। গড়িয়াহাট থানা, সেবি, ইডি-তে বলা হয়েছে। লাভ হয়নি।

অল্পেতে রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৩ নভেম্বর ।। অল্পেতে রক্ষা পেল দোকানদার সহ কয়েকজন কর্মচারী। টিনের দোকানের দেওয়াল হুরমুড়িয়ে ভেঙে পড়ল কাপড়ের দোকানে। দেওয়াল ভাঙার শব্দ পেয়ে কর্মীরা বেরিয়ে গিয়ে কোনমতে প্রাণে রক্ষা পান। মদনমোহন হার্ডওয়্যার নামের একটি টিনের দোকানের দেওয়াল ভেঙে পড়ে গিরিধারী বস্ত্রালয়ে। টিন ও দেওয়ালের চাপায় ক্ষতি হয় কাপড় দোকানের বিভিন্ন সামগ্রী। ঘটনা শনিবার বিশালগড় মধ্য বাজারে।

শনিবার আগরতলায় টাউন হলে পুর নিগমের উদ্যোগে আয়োজিত শারদ সম্মান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

প্যাথলজিক্যাল অ্যান্ড রেডিওলজিক্যালস অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। অল ত্রিপুরা প্যাথলজিক্যাল অ্যান্ড রেডিওলজিক্যালস অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা শনিবার টিবি কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের প্রায় সাড়ে তিনশত প্রতিনিধি সাধারণ সভায় অংশ নেন। সভায় রোগ নির্ণয় পরীক্ষা ক্ষেত্রে গুণগতমান বজায় রাখা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পরিষেবা পৌঁছে দেবার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের মধ্যে বিনামূল্যে পরিষেবা প্রদানের চিন্তাধারা রয়েছে বলেও জানান সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।